যোগেন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী।

পাহাড়ী বাবা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা,
৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী ষ্টীম মেসিন যন্ত্র হইতে
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২১ সাল।

যোগেন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী।

পাহাড়া বাবা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"গুরুদেব, যখন দর্শন দিয়েছেন, তখন উপায় করুন।"

"কোন ভয় নাই মা। বিশ্বাস কখন হারিও না, তা হলেই উপায় হবে। তারা —তারা।"

গললগ্নীকৃতবাসা এক বিধবা সাশ্রু-নয়নে গুরুর চরণে প্রণত হইয়া করযোড়ে প্রশ্ন করিল—"গুরুদেব, যখন দর্শন দিয়েছেন, তখন উপায় করুন।"

আর বিধবারই সম্মুখে যে রক্তবস্ত্র-পরিহিত দীর্ঘাকার মহাপুরুষ দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি সেই প্রণত-শিষ্যার মস্তক আপন চরণাঙ্গুলির দ্বারা তিনবার স্পর্শ করিয়া উত্তর করিলেন—"কোন ভয় নাই মা। বিশ্বাস হারিও না, তা হলেই উপায় হবে। তারা—তারা।"

বিধবা চক্ষের জল মুছিয়া কহিল—"আপনি সর্ব্বজ্ঞ—আপনি সকলই মনে মনে জানতে পারেন।"

গুরুদেব পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"তবে মৃত্যুটা বড়ই আকস্মিক হয়েছে। তুমি মা, এরূপ বিপদের জন্ম কিছুই প্রস্তুত হ'তে পার নাই। সেই কারণ, স্বামীশোকে তোমায় বড়ই অধীর দেখ্‌ছি। দেখ মা, বিপদের সময় এরূপ অধীর হ'লে চলে না। জন্ম হ'লেই মৃত্যু আছেই। মৃত্যুর আর অন্য অর্থ কি? একখানা জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে, অন্য একখানা নূতন বস্ত্র পরিধান করা বই ত নয়। তবে আর এর জন্যে বৃথা শোক করা কেন মা? তারা—তারা।"

বিধবা। গুরুদেব, এ পৃথিবীতে আমার যে আর কেউ নাই। এ বিজন পাহাড়ে যার মুখ চেয়ে আমি সকল কষ্ট ভুলে ছিলাম, তিনি আমায় বড় ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন। তিনি—"

কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে ক্রমেই বিধবার সে নীরব ক্রন্দন উচ্চ ক্রন্দনে পরিণত হইল। তার পর সে কণ্ঠস্বরও রুদ্ধ হইয়া গেল—বিধবা আর কোন কথা কহিতে পারিল না—কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। গুরুদেব তখন বিধবাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—"দেখ মা, তোমার স্বামী স্বর্গে গিয়েছেন। তুমি শোকে এরূপ অধীর হ'লে, তাঁর সেই স্বর্গ সুখে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তুমিও আমার

শিষ্যা—তুমি যদি আমার সম্মুখেই এরূপ শোকাতুরা হও, তা হ'লে আমি মনে করবো, তুমি আমার উপযুক্ত শিষ্যা নও। তারা তারা।"

গুরুদেবের এই কথায় বিধবার সেই দুর্ব্বল হৃদয়ে যেন কিঞ্চিৎ বলসঞ্চার হইল। বিধবা যেন জোর করিয়া সেই অস্থির হৃদয়কে কথঞ্চিৎ সুস্থির করিল। তারপর ধীরে ধীরে কহিল,—"গুরুদেব, আমি বড় হতভাগিনী। তিনি যদি দশ দিন বিছানায় পড়ে থাক্‌তেন, আর আমি যদি মৃত্যুকালে প্রাণপণে তাঁর সেবা করতে পেতুম, তা হলে বোধ হয়, আমার এত কষ্ট হ'তো না। আমার স্ত্রী-জন্ম বৃথা হয়েছে—আমি তাঁর সেবায় বঞ্চিত হয়েছি।"

গুরু। কেন মা, তোমার ত সে ক্ষোভের কোন কারণই নাই। আমি শিবনাথের মুখেই শুনেছি—তোমার বিবাহের দিন থেকে তুমি এক দিনের জন্যেও স্বামী-ছাড়া হও নাই। সে বিষয়ে তুমি ত ভাগ্যবতী বলতে হবে। আমি শুনেছি—যখন সিমলায় শিবনাথের প্রথম চাকুরী হয়, তখন বিদেশে স্বামী সঙ্গে পাঠাতে তোমার পিতা মাতার আদৌ মত ছিল না, কিন্তু তুমি সে মত উপেক্ষা করে এই সুদূর পাহাড়ে দেশে স্বামী সঙ্গে চলে এসেছিলে। তোমার স্বামীসেবার আবার কি ক্ষোভ আছে মা? তারা—তারা।

বিধবা। আমার কিন্তু মনে হয়—আমি তাঁর কোন সেবাই করতে পারি নাই। বিশেষতঃ মৃত্যুকালে—

বলিতে বলিতে আবার কোথা হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দু আসিয়া বিধবার নয়নপ্রান্তে দেখা দিল। আবার বিন্দুর পর বিন্দু ঝরিতে আরম্ভ করিল। বিধবা বস্ত্রাঞ্চলে সে অশ্রুবিন্দু মুছিয়া ফেলিয়া আবার হৃদয়কে দৃঢ় করিল। তার পর বলিতে লাগিল—"তিনি আমায় বড় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছেন। গুরুদেব, তোমার সাক্ষাতে বল্‌ছি—কেবল মহামায়ার জন্যেই এ প্রাণ রেখেছি, তা নইলে এ তুচ্ছ প্রাণ ত্যাগ করে, আমিও হাস্‌তে হাসতে তাঁর অনুগামিনী হতুম।"

মহামায়ার নাম মাত্র শুনিয়া গুরুদেব ঈষৎ চম্‌কিয়া উঠিয়া আগ্রহের সহিত কহিলেন—"আমার মহামায়া কোথায়? তারা—তারা।"

বিধবা। এ ঘটনা হয়ে পর্য্যন্ত আমি মহামায়াকেও পূর্ব্বের মত যত্ন করতে পারি না। লোহিয়াই তাকে ভুলিয়ে নিয়ে রেখেছে।

গুরু। সে বালিকা পিতৃশোকে অধীর হয় নাই ত? তারা—তারা।

বিধবা। সেই ঘটনা থেকে মহামায়া যেন কেমন একরকম হয়ে গেছে। সে আর পূর্ব্বের মত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় না—পাহাড়ী মেয়েদের সঙ্গেও আর খেলা করে না। তবে লোহিয়া তাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে—আর সেই ত তাকে মানুষ করেছে। লোহিয়া আছে বলেই,—আমি মহামায়ার ভাবনা বড় ভাবি না। তবে মহামায়ার সম্বন্ধে আমার অন্য ভাবনা অনেক আছে। এতদিন সে সকল ভাবনা আমার ভাব্‌বার আবশ্যক ছিল না—যার ভাব্‌না সেই ভাব্‌ত। এখন আমি কি করবো—আমায় অনুমতি করুন। সেই জন্যেই আপনার শরণাগত হয়েছি।

গুরু। সে সম্বন্ধে কিছু কি স্থির করেছ মা?

বিধবা। আপনিত অন্তর্য্যামী—সকলই মনে মনে জান্‌তে পাচ্ছেন। তবে আমায় এ ছলনা কেন প্রভু?

গুরু। তুমি ত দেশে যেতে মনস্থ করেছ মা। তারা—তারা।

বিধবা। তা ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় কি? যাঁর জন্যে দেশত্যাগী হয়ে—এই নির্জ্জন পাহাড়ে থাকা—তিনি ত আর নাই।

গুরু। সেখানে ও ত তোমার আত্মীয় স্বজন কেহ নাই মা, সেখানে তোমার কে দেখ্‌বে? তারা—তারা।

বিধবা। সেখানে দুর্গাদাস বাবু আছেন—আমি তাঁরই ভরসায় দেশে যাচ্ছি।

গুরু। দুর্গাদাস বাবু কে?

বিধবা। তিনি আমার স্বামীর বন্ধু, প্রতিবাসী পরম আত্মীয়। একত্রে অনেক দিন উভয়ে কাজকর্ম্মও করেছিলেন।

গুরু। হাঁ—হাঁ—শিবনাথের নিকট তাঁর নাম অনেকবার শুনেছি বটে। তিনি ত পেশায়ারে থাকেন নয়? তারা—তারা।

বিধবা। পূর্ব্বে থাক্‌তেন বটে, কিন্তু আজ সাত আট বৎসর কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে তিনি ভবানীপুরেই বাস কর্‌ছেন।

গুরু। তোমার ভবানীপুরের বাড়ী ত ভাড়া দেওয়া আছে—তুমি কোথায় থাক্‌বে?

বিধবা। সে বাড়ীতে এখন কোন ভাড়াটিয়া নাই। আমি সেই বাড়ীতেই থাক্‌বো।

গুরু। আর তোমার এ বাড়ীর কি বন্দোবস্ত কর্‌বে? এ বাড়ীর যে ভাড়া হয়, সে আশা ত আমার মনে হয় না। তারা—তারা।

বিধবা। এ বাড়ী আমি লোহিয়াকে দান কর্‌বো।

শিষ্যার কথা শুনিয়া গুরুদেব কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। একবার তীব্র কটাক্ষে শিষ্যার মুখের দিকে চাহিলেন। সে কটাক্ষে অসন্তোষের চিহ্ন দেখিয়া শিষ্যা ভীতা হইয়া কহিল—"প্রভু, যদি এ দানে আমার অধিকার না থাকে, কিম্বা যদি এ দান আপনার অভিপ্রেত না হয়, তবে আমায় ক্ষমা করুন। এ বাড়ীর সম্বন্ধে আপনি যা ভাল বিবেচনা করেন, কর্‌বেন। আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়েছে—আমার মন বড়ই অস্থির। কন্যাটিকে নিয়ে দেশে যেতে আমায় অনুমতি করুন।"

গুরুদেব অনেকক্ষণ নীরব—নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শিষ্যার সে কাতরোক্তি যেন গুরুদেবের কর্ণে গিয়া আদৌ পৌঁছিল না। ক্রমে গুরুদেবের সেই আরক্তিম বড় বড় চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিল। গুরুদেব কিছুক্ষণ মুদ্রিতনেত্রে নির্ব্বাত-প্রদেশের নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল-ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যেন একজন মহাযোগী হঠাৎ যোগমগ্ন হইয়া পড়িলেন। গুরুর এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে শিষ্যার প্রাণে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার হইল। দণ্ডাজ্ঞার অপেক্ষায় অপরাধী যেরূপ ব্যাকুল প্রাণে বিচারপতির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, বিধবাও সেই-রূপ কম্পিতহৃদয়ে যোগিবরের ধ্যান নিমজ্জিত মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে যোগিবরের সে ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি অপেক্ষা-কৃত গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"বিমলা, তোমায় একটি কথা বলি—তুমি এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে এখন আর দেশে যেও না। গেলে তোমার শুভ হ'বে না। তারা—তারা।"

কি সর্ব্বনাশ! গুরুদেবের মুখে এই

কথা! এর চেয়ে পতিহীনা বিধবার পক্ষে প্রাণদণ্ড যে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। গুরুদেবের সে নিদারুণ আজ্ঞায় ছিন্নমূল তরুর ন্যায় বিমলা গুরুদেবের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া কাতরকণ্ঠে কহিল—"গুরুদেব, দাসীর প্রতি এরূপ কঠোর আজ্ঞা কেন? এ অবস্থায় প্রভুর ঐ আজ্ঞা পালনে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ—কেন আমায় মহাপাতকে লিপ্ত করবেন?

গুরু। তুমি শোকাকুলা স্ত্রীলোক—তুমি বুদ্ধিমতী হ'লেও হিতাহিত জ্ঞান এখন তোমার না থাকাই সম্ভব। মা বিমলা, আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই এই কথা বল্‌ছি। মা, মহামায়ার বয়ঃক্রম এখন কত হয়েছে? তারা—তারা।

গুরুদেবের প্রশ্নে কন্যার বয়ঃক্রমের কথা তৎক্ষণাৎ জননীর স্মরণ হইয়া গেল, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি ঘৃতাহুতি পাইয়া যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হৃদয়ের সে জ্বালা চাপিয়া রাখিয়া বিমলা কহিল, —"মহামায়া তের উত্তীর্ণ হ'য়ে, এখন চৌদ্দ বৎসরে পড়েছে।"

তখন ঈষৎ হাসিয়া গুরুদেব কহিলেন, —"তবে এখনও আরও সাতবৎসর কাল তোমার এই গৃহে অবস্থিতি করতে হবে।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে মুহূর্ত্তের জন্যে বিমলা একবার গুরুদেবের মুখের প্রতি চাহিল। এই সময় হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল—"সে কি প্রভু, তবে কি আমার কন্যার বিবাহ হ'বে না!"

বজ্রধ্বনির ন্যায় গুরুগম্ভীরকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ নিনাদিত হইল—"না!"

এই কথা বলিয়া গুরুদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিমলা পুনরায় গললগ্নবাসে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিল। গুরুদেব শিষ্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তার পর তিনি সে বাড়ীর প্রাচীর দ্বার অতিক্রম করিয়াই একবার চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন—সম্মুখে পার্ব্বতীয় বসন্ত বিরাজমান! বড় বড় পত্রহীন পার্ব্বতীয় বৃক্ষ সকল একবারে পুষ্পময় হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সে বৃক্ষ সকল একবারে ফুলে ফুলময়, যেন শাখা নাই—পত্র নাই—কেবল ফুল! শ্বেত, লোহিত, হরিদ্রা—সকল বর্ণের ফুল। একি ফুল?—না মদনের ফুলশর! পার্ব্বতীয় প্রদেশে বসন্তের কি পরাক্রম! পত্রোদ্গমনের এখনও বিলম্ব আছে—কিন্তু ঋতুরাজ বসন্ত যখন আসিয়াছেন—তখন তাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অভ্যর্থনা করিতেই হইবে। আবার অন্যদিকে সময়ের কি অলঙ্ঘনীয় নিয়ম দেখ। পুষ্পোদ্গমনের সময় হইয়াছে,—সুতরাং এখন কার সাধ্য সময়ের সে গতিকে রোধ করিতে পারে?

পাহাড়ী বাবার চক্ষু চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কেন? এই পার্ব্বতীয় বসন্তের সেই অপূর্ব্ব শোভায় তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল না কেন? পাহাড়ী বাবা পাহাড়ের সেই উচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া নিশ্চয়ই কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। যাহাকে অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এইবার তাহাকে বুঝি দেখিতে পাইয়াছেন। পাহাড়ী বাবা এইবার সেই পাহাড়ের 'চড়াই' হইতে নিম্নে নামিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পার্ব্বতীয় পথ সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, বিমলার বাড়ী উঠিবা'র পথটিও সেইরূপ আঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছিল। এ পথে উপর হইতে নীচে নামিতে কোন কষ্ট নাই। আবার নীচে নামিবার গতি স্বভাবতঃই দ্রুত হইয়া পড়ে। কিন্তু পাহাড়ী বাবা তাহা

অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে নিম্নে নামিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাকে আর অধিক নিম্নে যাইতে হইল না। হঠাৎ কে বামের 'খড়' হইতে ডাকিল—"পাহাড়ী বাবা!"

পাহাড়ী বাবা বামে ফিরিয়া দেখিলেন—লোহিয়া। তখন তিনি সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। লোহিয়া পাহাড়ী বাবাকে দেখিয়া আহ্লাদে একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। পথ বাহিয়া আসিতে তাহার আর বিলম্ব সহ হইল না। হরিণ-শিশুর ন্যায় অবলীলাক্রমে পাহাড়ের গাত্র বহিয়া উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই উচ্চ স্থানে আসিয়া পাহাড়ী বাবার চরণে প্রণাম করিল। লোহিয়াকে দেখিয়া পাহাড়ী বাবার মনও যেন প্রফুল্লিত দেখা গেল। পাহাড়ী বাবা লোহিয়ার মস্তকের উপর আপন দক্ষিণ পদ তুলিয়া দিলেন। লোহিয়া তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া স্বহস্তে পুনরায় তাঁহার পদধূলি জিহ্বাগ্রে ও মস্তকে ধারণ করিল। পাহাড়ী বাবা কহিলেন,—"লোহিয়া আমি মহামায়ার জন্য বড়ই চিন্তিত হ'য়েছি।"

লোহিয়া করযোড়ে কহিল, "পাহাড়ী বাবা, তুই মহামায়ার লেগে কিছু ভাব্না করিস্নে, পাহাড়ী বাবা। বাবাজী মর্ গিয়েছে, হামি আছে।"

পাহাড়ী বাবা। তুমি মহামায়াকে প্রাণের সহিত যে ভালবাস তা আমি জানি।

লোহিয়া। ভাল বাস্বে না? হামি ত উহারে মানুষ করেছে, পাহাড়ী বাবা। মহামায়া হামার কলিজা, মহামায়া—হামার জান্।

পাহাড়ী। কিন্তু—

এই কথাটি বলিয়াই পাহাড়ী বাবা যে কথা বলিতে যাইতেছিলেন, সেকথা বলিতে যাইয়া থামিয়া গেলেন। লোহিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, "ইথে কিন্তু কি আছে, পাহাড়ী বাবা?"

পাহাড়ী। তোমার মাজী যে মহামায়াকে নিয়ে দেশে চলে যাচ্ছেন। তারা—তারা।

পাহাড়ী বাবার এই কথায় লোহিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে একবার তাঁহার মুখের প্রতি চাহিল। বিস্ময়ে লোহিয়ার সর্ব্বাঙ্গ যেন ফুলিয়া উঠিল। লোহিয়া কহিল, "মাজী তা পার্বে না, বাবী তার লেড়কীকে ছোড়বে না।"

পাহাড়ী। দেখ লোহিয়া, মহামায়া যদি দেশে যেতে চায়, তাকে জোর করে এখানে রাখ্লে সে মরে যেতে পারে। তাকে—

পাহাড়ী বাবার কথায় বাধা দিয়া লোহিয়া কহিল, "মহামায়া মর্বে! হামি এমন কাজ কর্বে না। হামি তা পার্বে না। মহামায়া দেশে যাবে, হামি তার সাথে সাথে যাবে।"

পাহাড়ী। এখন আর এক কাজ কর। মহামায়া যাতে দেশে যেতে না চায়, সেই চেষ্টা আগে কর, তারা—তারা।

লোহিয়া। হামি কর্বে, পাহাড়ী বাবা, হামি কর্বে।

পাহাড়ী। মহামায়া দেশে গেলে, তোমার আর এক বিপদ আছে। মহামায়া দেশে গেলে যদি তার বিবাহ হয়ে যায়, তবে তুমি দেশে গিয়েও তাকে আর কাছে রাখ্তে পার্বে না। যে বিবাহ কর্বে, সে তোমার কাছ থেকে মহামায়াকে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। তারা, তারা।

ক্রোধে লোহিয়ার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। চিবুকের সঞ্চিত রক্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন শ্বেতমুখে ছড়াইয়া পড়িল।

লোহিয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে কহিল, "পারবে না, হামার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। পাহাড়ী বাবা, হামি তাকে মারবে, হামি তাকে খুন করবে, পাহাড়ী বাবা।"

পাহাড়ী বাবা এই সময় একবার বিস্ফারিতনেত্রে লোহিয়ার প্রতি তীক্ষ্ণ-কটাক্ষ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "লোহিয়া!"

লোহিয়ার সে ভীষণ রাক্ষসীমূর্ত্তি আর নাই! প্রজ্বলিত অগ্নিতে বারি সেচনের ন্যায় তীক্ষ্ণ কটাক্ষের কি ঐন্দ্রজালিক মোহিনীশক্তি, আমরা জানি না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে লোহিয়ার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। লোহিয়া এখন আর সে তেজস্বিনী লোহিয়া নয়, লোহিয়া পাহাড়ী বাবার মন্ত্রবশীভূত সর্পিণী, অথবা হস্তের ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। পাহাড়ী বাবা গম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "লোহিয়া, আমার স্পর্শ করে শপথ কর্।"

প্রভুর আদরে কুক্কুরী যেমন প্রভুর পদ-প্রান্তে ছুটিয়া লুটিয়া পড়ে, লোহিয়াও সেই-রূপ পাহাড়ী বাবার চরণতলে পড়িয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল। পাহাড়ী বাবা কহিলেন, "শপথ করে বল্, মহামায়ার বিবাহ যাহাতে না হয়, সে পক্ষে প্রাণপণে চেষ্টা করবো।"

তখন শুদ্ধ উচ্চারণে, পাহাড়ী বাবার কণ্ঠস্বরের অনুকরণে স্পষ্ট স্পষ্ট ভাষায় সেই পাহাড়ী লোহিয়া কহিল, "মহামায়ার বিবাহ যাহাতে না হয়, সে পক্ষে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

পাহাড়ী বাবা এবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক-তর গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "বল্, এ কার্য্যে চুরি, ডাকাতী ও খুন করিতেও পশ্চাৎপদ হইবি না।"

লোহিয়া অকস্মাৎ পাহাড়ী বাবার কথার অবিকল সেই প্রতিধ্বনি করিল, "এ কার্য্যে চুরি, ডাকাতী ও খুন করিতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব না।"

পাহাড়ী। বল্—কালী মায়ীকী জয়! বল্—তারা মায়ীকী জয়।

পাহাড়ের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তর কম্পিত করিয়া তৎক্ষণাৎ লোহিয়া বজ্রনাদ করিল, —"কালী মায়ীকী জয়—তারা মায়ীকী জয়!"

তখন দূরে অতিদূরে শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতি-ধ্বনি অমনি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণশব্দে জয়ধ্বনি করিল—"কালী মায়ীকী জয়—তারা মায়ীকী জয়!" সে শব্দ আকাশে মিলাইতে না মিলাইতে পুনরায় অতিদূরে ক্ষীণতর শব্দে ধ্বনিত হইল,—"কালী মায়ীকী জয়—তারা মায়ীকী জয়!"

দেখিতে দেখিতে সে আকাশের শব্দ আকাশে ডুবিয়া গেল। চারিদিকে নীরব ও নিস্তব্ধ হইল। নিদ্রাভিভূত লোহিয়ার নিদ্রা যেন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। লোহিয়া ধড়-পড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পাহাড়ী বাবা স্নেহসূচক বাক্যে ধীরে ধীরে কহিলেন— "লোহিয়া, আজকার এ শপথ তোমার স্মরণ থাকবে?"

লোহিয়াও ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে পুনরায় স্বাভাবিক স্বরে ও স্বাভা-বিক উচ্চারণে কহিল—"হামি ভুলবে না। হামি মহামায়াকে বশ্ করে রাখবে— মহামায়ার সাদি হামি ক'রি দিতে দিবে না। এর লেগে হামি চুরি করবে, রাহা-জানি করবে, খুনবি করবে।"

বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে লোহিয়ার মস্তক অবনত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ অব-নত মস্তকে লোহিয়া স্থির হইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল। লোহিয়া যখন পুনরায়

বহুক উত্তর করিল, তখন পাহাড়ী বাবা আর তথায় নাই। লোহিয়া আকুলপ্রাণে তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রগতিতে পাহাড়ের একটা উচ্চস্থানে উঠিল। তার পর উচ্চে—আরো উচ্চে নিম্নে—আরো নিম্নে, চারিদিক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু কোন স্থানে পাহাড়ী বাবার চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইল না!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লোহিয়া তখন বিষণ্নমনে ধীরে ধীরে বিমলার গৃহপথ ধরিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। বিষণ্নমনে বিমলার সন্নিকটে আসিয়া কহিল, "মাজী, তুই হামাদের ছোড়ে দেশে চলে যাবি নাকি?"

বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "হাঁ লোহিয়া। আর কার জন্যে এ পাহাড়ে-দেশে পড়ে থাক্‌বো মা? আমার মন বড় অস্থির হয়েছে, আর এখানে তিলার্দ্ধ থাক্‌তে ইচ্ছা করে না।"

লোহিয়া। তুই দেশে যাবে—মহামায়া তোর সঙ্গেবি চলে যাবে—তো হামি কোথায় থাক্‌বে?

বিমলা। লোহিয়া, এই বাড়ীখানি আমি তোমায় থাক্‌তে দিয়ে যাব। তুমি এই বাড়ীতে থাক্‌বে।

লোহিয়া। তোরা ছোড়ে গেলে, হামি এ বাড়ীতে থাক্‌বে না। হামি এ বাড়ী নিয়ে কি কর্‌বে?

বিমলা। লোহিয়া, তুমি ইচ্ছা কর্‌লে এ বাড়ীতে থাক্‌তে পার্‌বে, না ইচ্ছে কর, এ বাড়ী ভাড়া দেবে। তোমায় আর দাসী বৃত্তি কর্‌তে হবে না।

লোহিয়ার চক্ষু দুইটি ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল। লোহিয়া সকরুণস্বরে কহিল, "হামি মাজী চাইবে না, হামি টাকা চাইবে না, হামি—হামি মহামায়াকে চাইবে। মহামায়া ছোড়ে গেলে, হামার পরাণ ছুটে যাবে, হামি বাঁচবে না। হামি—"

বলিতে বলিতে লোহিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। বিমলার নয়নপ্রান্ত হইতেও সেই সময় দুই বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল! বিমলা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কহিল, "কি বল্‌বো মা, তোকে ছেড়ে যেতে আমারও প্রাণ কাঁদে। কিন্তু এখন আর আমার অন্য উপায় কিছুই নাই। লোহিয়া, আমি আবার আস্‌বো।"

লোহিয়ার মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইল, "আর তোর সাথে মহামায়া আস্‌বে না?"

বিমলা। সে কথা এখন আমি কেমন করে বল্‌বো মা?

লোহিয়া তখন উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "শুনো মাজী, হামার কথাটা শুনে রাখো। মহামায়া দেশে যেতে চাবে, তো হামি ছোড়্‌বে, নইলে ছোড়্‌বে না। মহামায়া দেশে যাবে, তো হামি বি তার সাথে সাথে যাবে, ছোড়্‌বে না।"

বিমলা উভয়সঙ্কটে পড়িল! কিছুক্ষণ স্থির হইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। তার পর কহিল, "আচ্ছা লোহিয়া তাই হ'বে। মহামায়ার ইচ্ছার উপর আমারও সব নির্ভর।"

মনে মনে কহিল, "আদ্যাশক্তি মহামায়া কি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন না? মহামায়া কি আমার উপর এত নির্দ্দয় হবেন?"

তখন মহামায়ার জন্য বিমলার মহাপ্রাণী আকুল হইয়া উঠিল। বিমলা আগ্রহের সহিত কহিল, "লোহিয়া, আমার

মহামায়া : কোথায় ? তাকে অনেকক্ষণ দেখি নাই, একবার তাকে ডেকে দে।"

লোহিয়ারও প্রাণ অমনি মহামায়ার মায়ায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। লোহিয়াও আর সে স্থানে তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া দ্রুতগতিতে কোথায় অদৃশ্য হইল। বিমলা অনেকক্ষণ একাকী মহামায়ার প্রতীক্ষায় সেই স্থানে বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া বিমলা অকূল চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল। বিমলা অনেকক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিল। কিন্তু কিছুতেই সেই অকূল চিন্তাসাগরের কূল পাইল না। এমন সময় কে পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "মা।"

বিমলা চম্‌কিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল, "মহামায়া!"

আহা! সে অমৃতময় 'মা' শব্দ স্বামী-শোকে সন্তাপিত জননীর মৃতদেহে যেন জীবন সঞ্চারিত করিল। বিমলার নিরাশ প্রাণে আবার আশাবীজ অঙ্কুরিত হইল। বিমলা সস্নেহে কন্যার চিবুক ধরিয়া মুখ-চুম্বন করিল। মহামায়া অপূর্ব্ব মায়াজাল বিস্তার করিয়া আধ আধ স্বরে কহিল, "হঁ, মা, পাহাড়ী বাবা এসেছেন নাকি ?"

বিমলা উত্তর করিল, "হাঁ মা, পাহাড়ী বাবা এসেছেন।"

মহামায়া। তিনি কোথায় গেলেন মা ?

বিমলা। তিনি বোধ হয়, তোমাকেই খুঁজতে গেছেন মা।

মহামায়া। দেখ মা, লোহিয়া বল্‌ছিলো, তুমি দেশে যাবে বলে, পাহাড়ী বাবা রাগ করে কোথায় চলে গেছেন। তা তুই দেশে কেন যাবি মা ? এখান থেকে যেতে আমার কেমন মন সরে না। সে কথা শুনিয়া লোহিয়া কাঁদে, আর সুমেরু ত তাই শুনে পাহাড়ের উপর থেকে আছাড় খেয়ে পড়্‌তে গেল মা! তাই দেখে, আমারও প্রাণটা বড় কাঁদছে মা। তুই যাস্‌নে মা, তুই যাস্‌নে মা।"

বলিতে বলিতে বালিকার নয়নপ্রান্ত শিশিরবিন্দুশোভিত প্রস্ফুটিত কমলের শোভা ধারণ করিল। বিমলা আপন বস্ত্রাঞ্চলে কন্যার চক্ষু মুছিয়া দিয়া কহিল, "হাঁ মা, তোর পাহাড়ীদের জন্যে প্রাণ কাঁদে, আর আমার জন্যে একটুও কাঁদে না ? তুমি মা যথার্থই পাষাণী মহামায়া।"

মহামায়া। না মা, তোরও জন্যে আমার প্রাণ বড় কাঁদে মা।

বিমলা। আমি যদি চলে যাই, তুই লোহিয়া, মোনিয়া আর সুমেরুর সঙ্গে এখানে থাক্‌তে পার্‌বি ?

মহামায়া। তুই কেন যাবি মা, তোকেও এখানে থাক্‌তে হ'বে।

বিমলা। আমি কি চিরকালই তোর কাছে থাক্‌বো ? আমি যদি আজ মরে যাই, তুই কি আমায় ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বি ? তখন তোর দশা কি হ'বে বল্‌ দেখি মা। আমি তোর একটা যা হয়—গতি করে, কাশীবাসী হ'বো।

মহামায়া। আমার কি গতি কর্‌বি মা ?

বিমলা এইবার চুপি চুপি কাণে কাণে কহিল—"আমি তোর একটা বিয়ে দিতে পার্‌লেই এখন নিশ্চিন্ত হই।"

সে কথা কাণে কাণে বলিতে যেন বিমলার হৃদয় গুর্‌ গুর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! বিমলা একবার সুচকিতনেত্রে চারিদিক চাহিয়া দেখিল। মহামায়া সে কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। সে কথায় তাহারও প্রাণের ভিতরটা মুহূর্ত্তের জন্যে একবার কাঁদিয়া উঠিল। মহামায়া কহিল—"বিয়ে—বিয়ে—হাঁ মা, বিয়ে যদি আমি না করি ?"

বিমলা এদিক ওদিক চাহিয়া পুনরায় কন্যার কাণে কাণে কহিল—"অমন কথা বলতে নাই মা, মনে কর্‌লেও পাপ হয়।"

মহামায়া আর কোন কথা কহিল না। কেবল ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ দৃষ্টে জননীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। জননী পুনরায় অনুচ্চস্বরে কহিল—"দেখ মা, স্ত্রীলোক-মাত্রেরই বিয়ে হয়। ঐ দেখ, মোনিয়ার বিয়ে হয়েছে—সুমেরুর সঙ্গে। লোহিয়ারও এক সময় বিয়ে হয়েছিল—এখন ওর স্বামী বেঁচে নাই। অমন কথা কি বল্‌তে আছে মা?"

মহামায়া। আচ্ছা মা, সুমেরু ত মোনিয়াকে লোহিয়ার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যায় নাই। লোহিয়া বল্‌ছিল—যার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'বে, সে না কি আমায় তোর কাছ থেকে—লোহিয়ার কাছ থেকে, কেড়ে নিয়ে চলে যাবে?

বিমলা। না মা, আমি তোর তেমন বিয়ে দেব না মা। তুমি আমার অন্ধের যষ্টি—নয়নের মণি। আমি তোকে ছেড়ে কাশী গিয়েও থাকৃতে পার্‌বো না মা। যাতে তুই আমার কাছ-ছাড়া না হ'স্‌, আমি এম্‌নি বরে তোর বিয়ে দেবো মা।

মহামায়া এই সময় কি কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে কথাটা কি জানি কেন—মুখে আটকিয়া গেল। মহামায়া অন্য কথা পাড়িল—"হাঁ মা, আমরা দেশে গেলে লোহিয়াও আমাদের সঙ্গে যাবে ত?"

বিমলা। হাঁ মা, লোহিয়াও আমাদের সঙ্গে যাবে।

মহামায়া। কিন্তু মোনিয়া আর সুমেরুর তাতে আরো কষ্ট হ'বে যে।

বিমলা। কি কর্‌বো মা? আমি ত লোহিয়াকে রেখে যেতেই চেয়েছিলুম। কিন্তু সে যে কিছুতেই আমাদের ছেড়ে থাকৃতে চায় না।

মহামায়া। তবে ওদের সকলকে নিয়ে দেশে যাই চল্‌ মা।

মা ও মেয়েতে অন্যমনস্কভাবে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময় গুহের মধ্যে গম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হইল—"বিমলা, মহামায়া দেশে যেতে ইচ্ছুক হ'লে, তাকে দেশে নিয়ে যেতে পার, কিন্তু দেশে গিয়ে মহামায়ার বিবাহের কোন চেষ্টা করো না। স্মরণ রেখো—মহামায়া তোমার নয়, মহামায়া দেবীর।"

ভয়বিহ্বলচিত্তে মাতা ও কন্যা চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে স্বয়ং গুরুদেব—পাহাড়ী বাবা!

বিমলা নিদ্রিত না জাগ্রৎ? স্বামীশোকে বিমলার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই ত? বিমলা তাহার ভবসাগরপারের একমাত্র কাণ্ডারী স্বয়ং গুরুদেবকে সম্মুখে দেখিতেছে নয়? তাঁহারই মুখের এই কথা! বিমলা আপন ইন্দ্রিয়কেও আর বিশ্বাস করিতে পারিল না। সেই কারণ ধীরে ধীরে কহিল—"গুরুদেব, আমার কন্যা বিবাহযোগ্যা হয়েছে,—এমন কি শাস্ত্রমতে তার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।"

গুরুদেব সহাস্যবদনে কহিলেন—"সে কথা আমার অবিদিত নাই—আমি তা বিলক্ষণ জানি।"

বিমলা। আমি সেই জন্যেই দেশে যেতে এতদূর ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছি।

গুরু। আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি মা, তোমার কন্যার অদৃষ্টে এখন বিবাহ নাই। তারা—তারা।

বিমলা। সে কি প্রভু, আমার যে একমাত্র কন্যা!

গুরু। এ কথা কি আজ আমি নূতন জান্‌লাম মা, এ কথা ত আমি বরাবরই জানি। তারা—তারা।

বিমলা তখন নিরাশহৃদয়ে গুরুদেবের চরণ দুইটি ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল—"প্রভু, শোকে তাপে আমার মন এখন বড়ই অস্থির হ'য়েছে। আমায় পরিষ্কার করে সকল কথা খুলে বলুন। প্রভুর কথা আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

গুরুদেব কিন্তু নীরবেই রহিলেন। সে কাতরপ্রাণে বিন্দুমাত্র সান্ত্বনাবারিও বর্ষিত হইল না! কিছুক্ষণ পরে গুরুদেব ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসি দেখিয়া বিমলা বড়ই ভীতা হইল। সে হাসিতে পতনোন্মুখ বজ্রাঘাতের অগ্রগামী বিদ্যুৎ যেন চমকিয়া গেল। বিমলার সেই ভগ্নহৃদয়ে আবার বজ্রাঘাত হইবে না কি!

গুরুদেব কহিলেন—"তোমার কন্যার বিবাহ আমি হ'তে দিব না। কেবল সেই উদ্দেশ্যেই তোমায় এইখানে অবস্থিতি করতে বল্‌ছি।"

বিমলা তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়কে আর অবিশ্বাস করিতে পারিল না। এই সময় তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া গেল—"সে এখনও নির্ব্বোধ বালিকা। কি অপরাধে প্রভু তার প্রতি এরূপ কঠিন দণ্ড বিধান কর্‌ছেন? কি অপরাধে সরলা জ্ঞানহীনা বালিকাকে চিরদুঃখিনী কর্‌ছেন? কি অপরাধে তার সেই আশাপূর্ণ বালিকাজীবনকে নিরাশসাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছেন—কেন তার নারীজন্মকে নিষ্ফল কর্‌ছেন?"

শিষ্যার মুখের এরূপ কথায় গুরুদেব তখন গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট নই—বরং সন্তুষ্ট। এ আমার দণ্ড নয়—বরং সেই সন্তোষেরই পুরস্কার। তার চিরসুখই আমার জীবনের একমাত্র বাঞ্ছনীয়। তার নারীজন্ম নিষ্ফলে যাবে না—বরং সার্থকই হ'বে। সেই উদ্দেশ্যেই আমার এই আদেশ। তারা—তারা।"

গুরুদেবের সে গম্ভীরকণ্ঠের আশ্বাসবাণীতে কিন্তু স্নেহময়ী জননীর প্রাণ শীতল হইল না। কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া জননী কহিল—"কিরূপে গুরুদেব?"

গুরুদেব এইবার উত্তেজিত-স্বরে কহিলেন—"তোমার কন্যা হ'তে তার গুরুর গুরু সিদ্ধকাম হ'বে,—তোমার কন্যার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে মা? তারা—তারা।"

তখন অকস্মাৎ বিমলার হৃদয়ে যেন এককালীন শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভূত হইতে লাগিল। সে জ্বালায় অস্থির হইয়া বিমলা কহিল,—"প্রভু, আমি অতি জ্ঞানহীন অবলা, তায় অল্পদিন মাত্র আমার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীকে হারিয়েছি। সেই শোকে আজও আমার মন বড়ই অস্থির রয়েছে। আর আপনি কেবল গুরু নন্, জন্মদাতা পিতার ন্যায় স্নেহ করেন। আমিও প্রভুকে কেবল গুরুদেব মনে করি না—জন্মদাতা পিতার স্বরূপ দেখি। তবে সকলেই আপ্‌নাকে 'পাহাড়ী বাবা' বলে ডাকে, আমি সেইজন্য সে নাম গ্রহণ করি না। আমার নিবেদন—আজ এখন আমাকে গুরুর চক্ষে না দেখে, একবার স্নেহময় পিতার চক্ষে দেখুন। বাবা, তোমার কথায় আমি বড়ই একটা সংশয়-দোলায় দুলছি—এত তোমার শিষ্যার ভক্তি পরীক্ষার সময় নয়, বাবা। কৃপা করে, আমার সেই সংশয় দূর করে দাও বাবা। আমার মনের এ অন্ধকার দূর করে দাও, যেন তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য আমি বুঝ্‌তে পারি বাবা।"

পাহাড়ী বাবা তখন প্রফুল্ল মনে

কহিলেন—"দেখ মা, আমি তোমার এই মহামায়াকে আমার মহামায়ার কার্য্যে উৎসর্গ করেছি; যত দিন না আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ততদিন মাত্র মহামায়াকে কুমারী থাক্‌তে হবে। স্মরণ রাখিও মা, আমি আবার বলি—মহামায়া এখন আর তোমার নয়, মহামায়া দেবীর।"

কি! মহামায়া আমার নয়—মহামায়া দেবীর! কথাটা মুহূর্ত্তের জন্য বিমলার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিল বটে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে কথার আর এক গূঢ় অর্থ বিমলার হৃদয়ঙ্গম হইল। মহামায়া দেবীরই ত বটে। ভূচর, খেচর, জলচর প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাণীমাত্রেই ত দেবীর। আর দেবীর অনুগ্রহেই ত বিমলা মহামায়াকে পাইয়াছে। বিমলা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় পাহাড়ী বাবা কহিলেন,—"দেখ্ মহামায়া, তুই যদি দেশে যেতে ইচ্ছা করিস্, তবে তোকে আমি নিবারণ কর্‌তে পার্‌বো না। বিমলা, তোমার দেশে যাওয়া না যাওয়া এখন মহামায়ার উপর নির্ভর কর্‌ছে। তারা— তারা।"

গুরুদেবের এই কথায় বিমলার নিরাশ-প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। বিমলা তখন একটা বালির বাঁধ বাঁধিয়া গুরুদেবের পদ-ধূলি গ্রহণ করিল। গুরুদেব কহিলেন—"মহামায়ার কি মত আমার জান্‌তে বাকি নাই। আবার দেখা হবে—তবে এখন আসি মা?—তারা—তারা!"

এই কথা বলিয়া পাহাড়ী বাবা অদৃশ্য হইল। মা ও মেয়ে কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার উপনগর ভবানীপুর। ভবানীপুরের অংশবিশেষের নাম বকুল বাগান। এই বকুলবাগানে দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখন একজন সঙ্গতিপন্ন লোক। কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থা বড়ই দুঃস্থ ছিল। এক সময় পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় এই বকুলবাগানে মাতুলালয়ে তিনি প্রতিপালিত হন। তাঁহার মাতুলের নাম ৺সারদা চরণ ঘোষাল। মাতুল মহাশয়ের বিশেষ যত্ন সত্ত্বেও বাল্যকালে দুর্গাদাস ভালরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। যৌবনে পাড়ার এক সখের থিয়েটারের দলে মিশিয়া তাঁহার চরিত্র-দোষও ঘটে। তবে মাতুলের অবস্থা ভাল ছিল বলিয়া, তাঁহার ভরণপোষণের কোন কষ্ট ছিল না। মাতুল মহাশয় দুর্গাদাসের বিবাহও দেন। সুতরাং দুর্গাদাসের স্ত্রীর প্রতিপালনভারও মাতুল মহাশয়ের স্কন্ধে পড়ে। উপার্জ্জনের কোন চেষ্টাই দুর্গা দাসের ছিল না। এই কারণ, এক দিবস মাতুলানী তাঁহাকে বড়ই ভর্ৎসনা করেন। সেই দিন রাত্রে দুর্গাদাস দেখিলেন—তাঁহার স্ত্রীও সেই ভর্ৎসনার প্রতিধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে! তখন তাঁহার মনে ভয়ঙ্কর বিকার জন্মে। পর দিন প্রভাতে তিনি মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

নানারূপ কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে তিনি লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন লাহোরের কমিসরিয়েট আফিসে তাঁহার মাতুলেরই প্রতিবাসী শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এক জন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। পূর্ব্বে

দুর্গাদাসের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাবও ছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাদরে দুর্গাদাসকে আশ্রয় দিলেন। ক্রমে সে সদ্ভাব বিশেষ আত্মীয়তায় পরিণত হইল। শিবনাথ দুর্গাদাসকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। শিবনাথের স্ত্রী বিমলাও তাঁহাকে দেবরের ন্যায় যত্ন করিতে লাগিল। কয়েক মাস পরে শিবনাথের চেষ্টায় কমিসরিয়েট আফিসে দুর্গাদাসের এক গোমস্তাগিরি চাকুরীও জুটিল। এই চাকুরী হইতেই দুর্গাদাসের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়।

কমিসরিয়েটের গোমস্তাগিরি চাকুরী উপলক্ষে দুর্গাদাসকে সীমান্তের অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল। শিবনাথ লাহোর হইতে অম্বালায় এবং অম্বালা হইতে সিমলা পাহাড়ে বদলী হইয়া যান। সুতরাং তখন আর উভয়ের একত্রে থাকা হইল না। ১৮৭৮—৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষ আফ্‌গান যুদ্ধে দুর্গাদাসকে অভিযানের সঙ্গে যাইতে হয়। সে ক্ষেত্রে দুর্গাদাসের উপার্জ্জন আশাতীত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি মাতুলের নিকট কখনই কোন টাকা বা পত্রাদিও পাঠাইতেন না—এমন কি তাঁহার স্ত্রীরও কোন সংবাদ লইতেন না। তবে তিনি সে উপার্জ্জনের একটি পয়সাও এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অপব্যয় করিতেন না—সমস্তই সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল—লক্ষ টাকা সঞ্চিত না হইলে তিনি আর দেশে ফিরিবেন না। এ দিকে লক্ষ টাকা সঞ্চিত না হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইল। তখন আর দেশের প্রতি তাঁহার সেরূপ মায়া রহিল না। তার পর যখন তাঁহার মাতুল ও মাতুলানীর মৃত্যু সংবাদও পাইলেন, তখন দেশের অবশিষ্ট মায়াপাশ তিনি এককালীন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সরকারী কর্য্যোপলক্ষে শিবনাথের সহিত মধ্যে মধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎও হইত। সে সময় পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে শিবনাথ দুর্গাদাসকে বড়ই অনুরোধ করিতেন। এমন কি এক সময়ে বিমলা সিমলায় দুর্গাদাসের বিবাহের এক সম্বন্ধও স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গাদাস পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন না, এবং দেশেও ফিরিয়া গেলেন না। শেষে শিবনাথও যখন পেন্‌সন লইলেন, এবং কোন কারণবশতঃ দেশের সমস্ত মায়া পরিত্যাগ করিয়া সিমলা পাহাড়ের সন্নিকট সংসারু পাহাড়ে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার বন্দোবস্ত করিলেন, তখন শিবনাথ দুর্গাদাসকে দেশে গিয়া সংসারী হইতে আর অনুরোধ করিতেন না। সুতরাং দুর্গাদাস সেই হইতে একটা অনুরোধের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

এইরূপে কিছুদিন চলিয়া গেল। দুর্গাদাসের বয়ঃক্রমও ক্রমে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে চলিল। এই সময় চিত্রল অভিযান হয়। এই অভিযানের সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে নানারূপ কষ্ট পাইতে হয়। এই উপলক্ষে কোন পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীর সহিতও তাঁহার মনোবিবাদ ঘটে, তখন তিনি পেন্সনের প্রার্থী হন। সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে, অগত্যা তিনি দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। কিন্তু দেশে আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার মাতুলের বৃহৎ পরিবারবর্গের মধ্যে একমাত্র পৌত্র ভিন্ন আর কেহ জীবিত নাই। তাহার অবস্থাও অতিশয় শোচনীয়। মাতুলপুত্র এক ব্যবসা করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন। শেষে সেই মনোকষ্টেই তাঁহার ও তাঁহার

স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তখন সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভদ্রাসন বাড়ীখানি ২।৪ দিনের মধ্যেই নিলামে উঠিবে। এইরূপ সময়ে দুর্গাদাস অনেক অর্থ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। সেই অর্থের দ্বারা তাঁহার প্রথম কার্য্য হইল—মাতুলের ভদ্রাসন বাড়ী নীলামে খরিদ করা। সে বাড়ীর অবস্থাও ভাল ছিল না—সুতরাং খরিদের পরেই তাঁহাকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সে বাড়ীর মনের মতন পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করিতে হইল। সে সংবাদ পাইয়া তাঁহার অনেক আত্মীয়স্বজন আসিয়া জুটিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটি পিতৃমাতৃহীন ভাগিনেয় ও সেই মাতুল পৌত্রটি ব্যতীত তিনি আর কাহাকেও আপনার পরিবারভুক্ত করিলেন না।

দুর্গাদাসের ভাগিনেয়ের নাম অতুল এবং মাতুলপৌত্রের নাম অনুকূল চন্দ্র। এই দুইটি পিতৃমাতৃহীন বালক লইয়া দুর্গাদাস এই প্রবীণ বয়সে এক নূতন সংসার পাতিলেন। নিরাশ্রয় বালক দুইটিরও আশ্রয় হইল। তিনি অতি যত্নে তাহাদিগকে লালনপালন ও তাহাদের শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অতুল ও অনুকূল উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক ছিল। তাহারাও বিশেষ যত্নের সহিত একত্রে এক শ্রেণীতেই পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছিল। উভয়ে একত্রে আহার, একত্রে শয়ন, এবং একত্রে পাঠ্যাভ্যাসের কারণ—উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। বিশেষ প্রশংসার সহিত এক সঙ্গে উভয়েই প্রবেশিকা পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। এইরূপ সন্তোষজনক ফল দেখিয়া দুর্গাদাসের আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি উভয়কে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কাষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় অনুকূল প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইল, কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে অতুলের পীড়া হওয়ায় তাহার সে পরীক্ষার ফল সেরূপ সন্তোষজনক হইল না। দুর্গাদাস তখন অতুলকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থে কলিকাতার মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করিলেন, আর অনুকূল প্রেসিডেন্সী কলেজেই বি, এ পড়িতে লাগিল। দুই বৎসর পরে অনুকূল বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুরে ওকালতী আরম্ভ করিয়া দিল। অতুলও মেডিকেল কলেজের দুইটি পরীক্ষায় বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তবে এখনও পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, সুতরাং তাহার শেষ পরীক্ষা এখনও বাকী ছিল।

অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে দুর্গাদাসের মাতুলবংশের আর এক ব্যক্তির সহিত আমাদের এই আখ্যায়িকার সম্বন্ধ আছে। সুতরাং তাঁহার পরিচয় এই স্থলেই দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে। তিনি তাঁহার মাতুলের খুল্লতাত ভ্রাতা, সুতরাং সম্বন্ধে দুর্গাদাসের মাতুল বলিয়াই গণ্য। তাঁহার নাম ভৈরবচন্দ্র ঘোষাল। এই প্রবীণ ঘোষাল মহাশয়কে দুর্গাদাস বিশেষ সম্মান ও ভক্তি করিতেন। তবে এক বিষয়ে দুর্গাদাসের সহিত এই ঘোষাল মহাশয়ের বড়ই মতের অনৈক্য ছিল। ঘোষাল মহাশয় অতুল ও অনুকূলের বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পাঠ্যাবস্থায় ভাগিনেয় বা ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের কথা শুনিলেই দুর্গাদাস শিহরিয়া উঠিতেন। অনুকূল যখন ওকালতি আরম্ভ করিলেন, তখন একদিন ঘোষাল মহাশয় দুর্গাদাসের নিকট তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সে সময় দুর্গাদাস সে প্রস্তাব অনুমোদন

করিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা অনুকূলের ওকালতির আয় কিছু কিছু আরম্ভ হইলেই তাহার বিবাহ দেন। সে সম্বন্ধে কেহ তাঁহাকে কোনরূপ জেদ করিলে, তিনি নিজের গৃহত্যাগের কারণ দেখাইয়া তাহাকে বুঝাইতেন। এখন এই দুইটি আত্মীয়ের বিবাহ দিয়া, অনায়াসেই তিনি সংসারী হইতে পারেন, তবে তাঁহার প্রকৃতি সেরূপ স্বার্থপর নহে। সেই কারণ, তিনি নিজের সুখ অপেক্ষা এই পুত্রতুল্য যুবকদ্বয়ের ভবিষ্যৎ সুখের প্রতিই অধিকতর লক্ষ্য রাখিতেন।

একদিন রাত্রে আহারাদির পর দুর্গাদাস শয়ন করিতে যাইবেন—এমন সময় তাঁহার নামে একখানি তারের সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি সে সংবাদের আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। নিকটেই অতুল উপবিষ্ট ছিল। পাঠ শেষ হইলে, তাহাকে কহিলেন—"দেখ অতুল, শিবনাথের স্ত্রী ও তার কন্যা কাল সকালে পঞ্জাব মেলে এসে পৌঁছিবে। অনুকূল এখানে নাই—তোমার কি কাল সকালেই কলেজে যেতে হবে?"

অতুল বিনীতভাবে কহিল—"না মামা, কাল থেকে আমার আর সকালে কলেজে যেতে হবে না। তিন টার সময় গেলেই চলবে। আমাদের 'হস্পিটাল ডিউটি' শেষ হয়েছে।"

দুর্গাদাস কহিলেন—"তবে শোবার পূর্ব্বে কোচম্যানকে বলো—সে যেন খুব ভোরে উঠে গাড়ী জোতে, আর সেই গাড়ীতে তোমায় নিয়ে হাবড়া ষ্টেশনে যায়। বোধ হয় পঞ্জাব মেলটা ছয়টার সময় পৌঁছায়। তার পূর্ব্বে তোমার সেখানে পৌঁছান আবশ্যক। তুমি তাহাদের একেবারে আমাদের বাড়ীতেই নিয়ে আসবে।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া তখন অতুল মাতুল মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাস। ভোর হইয়াছে, কিন্তু তখনও সূর্য্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছে। দূরে কোকিলের সুমধুর কণ্ঠ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। নিদ্রাভঙ্গের পর, কাককুলও নীরব নহে। কোকিলের সেই মধুর কণ্ঠস্বরের সহিত কি জানি কেন—তাহারাও প্রাণপণে তাহাদের সেই কর্কশ কণ্ঠরব মিশাইতেছে। আবার অন্য এক পক্ষীরবের তীব্র কণ্ঠস্বর যেন থাকিয়া থাকিয়া একবারে সপ্তমে উঠিতেছিল। সে উষাকালীন পক্ষীরব সকলেরই পরিচিত, সুতরাং সে পক্ষীর নাম এস্থলে গোপন রাখিলাম। এইমাত্র গ্যাসের আলো নিবাইয়া গেল, সুতরাং এখনও অল্প অল্প অন্ধকার রহিয়াছে। রাস্তায় দুই একজন মাত্র লোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এমন সময় একখানি পাল্কী গাড়ী তীরবেগে চৌরঙ্গী রোড দিয়া উত্তর মুখে ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে নক্ষত্র-বেগে সে গাড়ী ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিয়া পৌঁছিল। মোড়ে পৌঁছিয়াই গাড়ীখানি মুহূর্ত্তের মধ্যে পশ্চিম মুখ করিল। মোড়ে দণ্ডায়মান একজন পুলিস-প্রহরী একবার কট্‌মট্‌ দৃষ্টে গাড়ীর দিকে চাহিল। বোধ হয়, সেরূপ বেগে গাড়ী চালান যে আইনবিরুদ্ধ—তাহার সেই কট্‌মটে চাহনি স্পষ্টাক্ষরে যেন সেই কথাই বলিতেছিল। কিন্তু দেখিতে

দেখিতে সে গাড়ী কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, সুতরাং পুলিস-প্রহরীর সে চাহনির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল।

এইরূপে ভীষণ বেগে সেই গাড়ী গঙ্গার পুল পার হইয়া একবারে হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। সে গাড়ীর মধ্যে একমাত্র অতুল বাবু বসিয়াছিলেন। গাড়ী থামিতে না থামিতেই তিনি সে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। ত'র পর পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন। গাড়ীকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিয়াই তিনি দ্রুতগতিতে ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ষ্টেশনের ঘড়িতে দেখিলেন, তখনও পাঁচটা বাজিতে চারি মিনিট বাকি আছে। অনুসন্ধানে জানিলেন যে ঠিক ছয়টার সময় পঞ্জাব মেল ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিবে। সুতরাং তাঁহার এত তাড়াতাড়ি আসার কোন আবশ্যকই ছিল না। এই বার কিন্তু যেন তাঁহার অস্থির মন অনেকটা সুস্থির হইল। তখন তিনি ষ্টেশনের পুস্তকের দোকান হইতে একখানি সেই দিনের ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র ক্রয় করিলেন, এবং এক বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। এক ঘণ্টা যাইতে না যাইতেই একটা টং করিয়া শব্দ হইল। সেই শব্দে সংবাদপত্র পাঠ হইতে তাঁহার চক্ষু অন্য দিকে আকর্ষিত হইল। তিনি চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। বুঝিলেন—গাড়ী আসিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। তখন তিনি সংবাদপত্র পাঠ পরিত্যাগ করিয়া গাড়ীর প্রতীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এই সময় তাঁহার মনে এক বিষম চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত ত তিনি আদৌ পরিচিত নহেন, এমন কি জীবনেও কখন তাঁহাদের দেখেন নাই। সুতরাং কিরূপে তাঁহাদের চিনিয়া লইবেন—এই ভাবনাই তখন তাঁহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল। তবে কে কে আসিতেছেন, সে কথা তিনি জানিতেন—এই একমাত্র ভরসা ছিল। একজন বিধবা স্ত্রীলোক, সেই বিধবার সহিত তাঁহারই এক অবিবাহিতা কন্যা। অতুল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—এমন কত শত বিধবা অবিবাহিতা কন্যা লইয়া এই গাড়ীতে আসিতে পারে। আজ তাঁহারা কাশীধাম হইতে আসিতেছেন—এ কথাও অতুল জানিতেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদিগকে চিনিয়া বাহির করা তাঁহার পক্ষে সহজ বোধ হইল না। এই সময় হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে তাঁহাদের সঙ্গে এক জন পাহাড়ী স্ত্রীলোক মাত্র আছে, অন্য অভিভাবক আর কেহই নাই। তখন তাঁহার মনে কতকটা আশা হইল। অল্পক্ষণ পরেই পঞ্জাব মেল ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। সেই পাহাড়ী স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকায় অতুল অনায়াসেই বিধবা ও তাঁহার কন্যাকে চিনিয়া লইতে পারিলেন। তখন তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া তিনি সেই বিধবাকে প্রণাম করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। সে পরিচয়ে বিধবা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলা বাহুল্য—বিধবা অন্য কেহ নহেন—আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা বিমলা।

বিমলার সহিত যে সকল দ্রব্যাদি ছিল, প্রথমেই অতুল রেলের কুলীর দ্বারা সে সমস্ত নামাইলেন। তার পর, যে গাড়ী বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই গাড়ীতে সমস্ত উঠাইয়া দিলেন। বিমলা, তাঁহার কন্যা মহামায়া, এবং পরিচারিকা

লোহিয়াও সেই গাড়ীতে উঠিল। তখন অতুল সেই গাড়ীর কোচবাক্সে উঠিবার জন্ত যাইতেছিলেন, এমন সময় বিমলা তাঁহাকে সেই গাড়ীর মধ্যেই বসিতে অনুরোধ করিলেন। অগত্যা অতুল সেই গাড়ীর মধ্যেই আসিয়া বসিলেন। তখন গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আবার অতি দ্রুতবেগে সেই গাড়ী দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

গঙ্গার পুলের উপর দিয়া যখন সেই গাড়ী চলিয়াছে, তখন হঠাৎ অতুল দেখিলেন—কি অপূর্ব্ব রূপ! গাড়ীর মধ্যে তাঁহারই ঠিক্ সম্মুখে বসিয়া যে বালিকা বিস্মিতনেত্রে চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছে —সেই বালিকার কি অপূর্ব্ব রূপ! আ মরি মরি! এমন রূপ ত কখনও অতুলের নয়নগোচর হয় নাই! প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা গত হইল—বালিকা রেল গাড়ী হইতে নামিয়াছে। সেই মুহূর্ত্ত হইতে অতুল এই বালিকার সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে সৌন্দর্য্যে কেন তাঁহার চিত্ত আকর্ষিত হয় নাই—তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় হঠাৎ কোন অসাধারণ শক্তি পাইল না কি? অতুল একবারে বিস্ময়-সাগরে ডুবিয়া গেলেন।

অতুল ত অবাক্ হইয়া বালিকার সেই যৌবনোন্মুখ স্বর্গীয় মুখশ্রী একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় বালিকার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরিয়া ঘুরিয়া হঠাৎ একবারে অতুলের চক্ষুর উপর আসিয়া পড়িল। উভয়ের চক্ষে চক্ষে মিলিল। বালিকার সেই চঞ্চল দৃষ্টি এই ঘটনায় একবারে স্থির হইল কেন? এতক্ষণ বালিকা যেরূপ বিস্মিতনেত্রে ও চঞ্চল দৃষ্টিতে গঙ্গাবক্ষঃস্থিত অসংখ্য জাহাজ, নৌকা, ও কলিকাতা সহরের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছিল, হঠাৎ সে দৃষ্টির এ পরিবর্ত্তন ঘটিল কেন? বালিকার আকর্ণবিস্তৃত বড় বড় উজ্জ্বল নয়ন দুইটি এখনও পূর্ব্বের ন্যায় বিস্ময়বিস্ফারিত হইলেও তাহাদের চঞ্চলতা অকস্মাৎ কোথায় অদৃশ্য হইল? এদিকে বালিকার চক্ষু অতুলের চক্ষের উপর স্থির হইতে না হইতেই অতুলের চক্ষু অবনত হইল কেন? কি আপদ দেখ! অল্পক্ষণ পরে অতুল পুনরায় ভয়ে ভয়ে বালিকার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। তখনও সেই পলকহীন বিস্ময়বিস্ফারিত কমললোচন দুইটি তাঁহার মুখের উপর স্থাপিত রহিয়াছে! কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণ বালিকা আগ্রহের সহিত চারিদিকে যে সকল অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছিল, কি যাদুমন্ত্রবলে হঠাৎ তাহাদের সে সৌন্দর্য্যের লোপ হইল? কই বালিকা ত একবারও আর তাহাদের প্রতি ফিরিয়া চাহিতেছে না! অতুলের বড় সুখেই ব্যাঘাত ঘটিল। কারণ বালিকার অজ্ঞাতসারে তাহার সেই অপূর্ব্ব মুখশ্রীদর্শনসুখে অতুল তখন বঞ্চিত হইলেন।

বিমলা বা লোহিয়ার কিন্তু সে দিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না। তাহাদের দৃষ্টি তখন অসংখ্য দর্শনীয় পদার্থে আকৃষ্ট ছিল। মহামায়া অবিবাহিতা বলিয়াই আমরা তাহাকে এখনও বালিকা বলিতেছি, নচেৎ তাহার সেই মনোহর দেহে যৌবনের অধিকাংশ লক্ষণ তখনই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু একি! এই আসন্নযৌবনা ললনার চোখে লজ্জার লেশমাত্র নাই কেন? অতুলের লোলুপ চোখ কিন্তু লজ্জায় যেন জড়িয়া পড়িতেছে, আর এ দিকে মহামায়ার বিস্মিত, বিস্ফারিত ও স্থিরনেত্রে সে লজ্জার লেশমাত্রও নাই।

দেখিতে দেখিতে যখন সে গাড়ীখানি আসিয়া চৌরঙ্গী রোড ধরিল, তখন বিমলার কলিকাতা দর্শনাগ্রহ অনেকাংশে প্রশমিত হইয়া গেল। তিনি অতুলকে কহিলেন—"হাঁ বাবা, এ গাড়ীত একবারে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে ?"

অতুল হঠাৎ এ প্রশ্নে প্রথমে কতকটা থতমত খাইয়া গেলেন, পরে উত্তর করিলেন—"এখন এ গাড়ী আমাদের বাড়ী আপনাদের পৌঁছিয়ে দেবে। মামাবাবু আমার এইরূপ অনুমতি করেছেন। আপনার সে বাড়ীর এখনও মেরামত শেষ হয় নাই। মেরামত শেষ হয়ে গেলেই, আপনারা আপনাদের বাড়ীতে যাবেন।"

বিমলা। তোমার মামার সংসারে এখন কে কে তোমরা আছ ?

অতুল। আমি আছি আর অনুকূল বলে আমার আর এক ভাই আছে।

বিমলা। অনুকূলকে আমি জানি। সে ত তোমার মার মামাতো ভেয়ের ছেলে। তোমার মা বেঁচে আছেন ?

অতুল তখন এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন—"না।"

বিমলা। তোমার বাবা ?

অতুল। তিনিও জীবিত নাই।

এই কথা শুনিয়া মহামায়ার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। মহামায়া সম্প্রতি ত পিতৃহীন হইয়াছে। পিতৃবিয়োগের যে কি মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা, মহামায়া আজও তাহা হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনুভব করিতেছে। কিন্তু এ সুন্দর যুবক কি ভাগ্যহীন! ইহার মা পর্য্যন্তও জীবিত নাই। মহামায়ার মা আছেন, আবার ভ্রাতৃস্বরূপা লোহিয়া আছে, সুতরাং মহামায়ার অপেক্ষা এ যুবক বড় দুঃখী। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মহামায়ার সেই কোমল হৃদয় তখন ধীরে ধীরে সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। বিমলা এই সময় কহিলেন—"তোমার আর কোন ভাই ভগিনী নাই ?"

অতুল। হয়েছিল, কিন্তু তারা কেউ জীবিত নাই।

বিমলা। তবে তোমার আর কে আছে ?

অতুল। ঐ এক মামাবাবু ব্যতীত আমার আর কেউ নাই।

বিমলা। কেন—তোমার বিয়ে হয় নাই ?

মস্তক অবনত করিয়া অতুল ধীরে ধীরে সলজ্জভাবে উত্তর দিলেন—"না।"

সেই ক্ষুদ্র অস্পষ্ট "না" শব্দটি শুনিয়াই—কি জানি কেন—জননীর দৃষ্টি হঠাৎ এই সময় একবার কন্যার দিকে ফিরিল। অমনি মহামায়া যেন সাহানুভূতিতে একবারে গলিয়া গিয়া কহিল—"মা, মা, ইনি আমার কে হন মা ?"

কি বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর! এ কি কণ্ঠস্বর না অশ্রুতপূর্ব্ব স্বর্গীয় বীণাধ্বনি? সে কণ্ঠস্বরে অতুলের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল কেন? তিনিও এই সময় একবার মহামায়ার মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু কি আক্ষেপ! আবার লজ্জায় তাঁহার চক্ষু অবনত হইল যে!

কন্যার প্রশ্নের উত্তরে বিমলা কহিলেন—"ওমা, ইনি তোমার ভাই হন।"

মহামায়া। তবে আমি ভাই বলে ডাকবো।

বিমলা। বড় ভাই মা, দাদা বলে ডেকো ?

জননীর কথা শেষ হইতে না হইতেই মহামায়া আগ্রহের সহিত কহিল—"হাঁ দাদা, তুমি আমায় ভালবাসবে ?"

অতুলের লজ্জা তখন কোথায় ছুটিয়া পলাইয়া গেল। আনন্দবিহ্বল হৃদয়ে অবাক্ হইয়া অনিমেষনেত্রে তখন তিনি মহামায়ার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন—এত বালিকা নয়—এ যে মূর্ত্তিমতী সরলতা!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মহামায়া সে প্রশ্নের কোন উত্তর পাইল না। ভাষায় কি এমন কথা নাই যে মহামায়ার প্রশ্নের উত্তর হয়? তবে অতুল নিরুত্তর কেন? প্রশ্ন করিয়া উত্তর না পাইলে অন্যে কি মনে করিত জানি না—কিন্তু এই সময় মহামায়ার মনে হইল, "আমার দাদার মা নাই!"

কন্যার এরূপ প্রশ্নে জননীও তখন যেন কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আমার পাগল মেয়ে।"

এমন সময় গাড়ীখানি ভঁবানীপুরের বকুলবাগানস্থিত দুর্গাদাস বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। প্রথমেই অতুল গাড়ী হইতে নামিলেন। তিনি নামিতে না নামিতেই কামিনী ঝি গাড়ীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অতি সমাদরে বিমলাকে অভ্যর্থনা করিয়া গাড়ী হইতে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। অন্যান্য দাস-দাসী আসিয়া দ্রব্যাদি যথাস্থানে পৌছিয়া দিল।

অতুল মাতুল মহাশয়ের নিকট তাঁহাদের আগমন সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন দুর্গাদাস ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মনে মনে কি চিন্তা করিতে করিতে দুই হস্তে চক্ষু দুইটী ভাল করিয়া মুছিয়া অন্তঃপুরে বিমলা ও তাহার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কিন্তু যাইবার সময় তাঁহার মুখখানি বড়ই বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিল। সে ভাব আর গোপন করিতে পারিলেন না। বিমলাকে দেখিয়া তিনি বিষণ্ণ মনে সেই খানে দাঁড়াইলেন—মুখে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। দুর্গাদাসকে দেখিয়া বিমলা কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পতিশোক যেন উথলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কত পুরাতন কথা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিমলা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "ঠাকুরপো, তোমার দাদা আমার বড় ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন। তোমায় তিনি বড় ভালবাস্‌তেন। তাই অনেক ভেবেচিন্তে তোমার আশ্রয়েই এসে পড়্‌লুম। এইবার আমি মেয়েটিকে নিয়ে তোমারই গলগ্রহ হলুম। এখন তুমি যা হয়, আমাদের ব্যবস্থা কর।"

দুর্গাদাসের নয়নপল্লবও পুনরায় অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল। দুই বিন্দু অশ্রুও তাঁহার গণ্ডস্থল গড়াইয়া পড়িল। সে অশ্রুবিন্দু মুছিয়া দুর্গাদাস কহিলেন—"বউঠাক্‌রুণ, যা হবার তা'ত হয়ে গেছে। সে জন্যে বৃথা শোক করে, এখন আর কি হবে? তোমার কোন ভয় নাই। তুমি মেয়েটিকে নিয়ে যাতে সুখী হতে পার, আমি সে বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করবো। আর আমার যা কিছু—সেত সকলই শিব-নাথ দাদা হ'তেই হ'য়েছে। আমি কি অবস্থায় লাহোরে পালিয়ে গিয়ে তাঁর আশ্রয় লই, সে কথা কি আমার মনে নাই বউঠাক্‌রুণ? তিনি আমার সহোদর ভেয়ের মতন ছিলেন। শেষটা কি হলো?"

বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করি-লেন—"কিছুই না। বেলা দশটার পর

কেবল প্রতিদিন আহার ক'রে একটু ঘুমোন, সে দিনও তেমনি ঘুমুতে গেলেন, আর সেই ঘুমই—"

বলিতে বলিতে বিমলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। বিমলা আর কোন কথা বলিতে পারিল না, কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিকটেই মহামায়া দাঁড়াইয়াছিল। সে একবার জননীর মুখের দিকে আর একবার দুর্গাদাসের মুখের দিকে আকুল প্রাণে উদাসভাবে চাহিতেছিল। জননীকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহারও চক্ষে জল দেখা দিল। তখন মহামায়া আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে অন্যত্র চলিল। কিছুদূর গেলেই অতুলের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। অতুলকে দেখিয়া মহামায়া চুপি চুপি কহিল—"দাদা, তুমি এখন ওদিকে মার কাছে যেও না— মা কাঁদ্‌ছেন।"

অতুল মহামায়ার মুখখানি এই সময় একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। তার পর একবার চারিদিকে চাহিলেন। নিকটে কাহাকেও না দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—"তুমিও ত কাঁদ্‌ছেছিলে মহা-মায়া!"

মহামায়া দুই হস্তে দুইটি চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া কহিল—"আমি ত কাঁদি নাই দাদা। মাকে কাঁদ্‌তে দেখে, আমার চোখে আপনি জল আস্‌তে লাগলো, তাই আমি সেখান থেকে চলে এসেছি। তুমি সেখানে যেও না দাদা, তাহ'লে তোমার চোখেও জল আস্‌বে। মার কাছে আর এক জন কে এসেছেন, তিনি পুরুষ মানুষ, কিন্তু তিনিও কাঁদ্‌ছেন।"

অতুল। কেন কাঁদ্‌ছেন তুমি জান কি?

প্রশ্ন শুনিয়া মহামায়ার মনে [illegible] অদম্য অশ্রুধারা বহিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ মহামায়া আর সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। তার পর বস্ত্রাঞ্চলে দুই চক্ষু মুছিয়া মহামায়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে কহিল, "আমার বাবার জন্য।"

উত্তর শুনিয়া অতুল বড়ই অপ্রস্তুত হইবেন। তাহারই প্রশ্নে এই সরলা বালিকার পিতৃশোক উথলিয়া উঠিয়াছে, সে কথা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণও হইলেন। বালিকাকে ভুলাইবার জন্যে তিনি অন্য কথা পাড়িলেন, আমাদের বাড়ী ঘর কি তোমার দেখা হয়েছে মহামায়া?"

মহামায়া উত্তর করিল—"না।"

এই ক্ষুদ্র 'না' কথাটিতে অতুল পরি-তৃপ্ত হইল না। আর কি কথা পাড়িয়া মহা-মায়াকে ভুলাইবে—মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, অতুল তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "তোমার মার কাছে যে আর একজন পুরুষ মানুষকে কাঁদ্‌তে দেখেছ, তিনি কে—তা জান কি?"

মহামায়া। না।

অতুল। তিনি এই বাড়ীর কর্ত্তা।

মহামায়া। তবে তিনিই কি আমার কাকা মহাশয়?

অতুল। হাঁ।

মহামায়া। হাঁ দাদা, তিনি কাকা মহাশয় যদি হলেন, তবে আমার সঙ্গে কোন কথা কহিলেন না কেন?

অতুল। তুমি কি কোন কথা কয়েছিলে?

মহামায়া। না।

অতুল। আচ্ছা, তুমি তাঁকে প্রণাম করেছিলে?

মহামায়া। না। প্রণাম কর্‌বো কেন দাদা?

অতুল। প্রথম দেখা হ'লে, কাকাকে প্রণাম কর্‌তে হয়। তুমিত নিতান্ত বালিকা নও, এ সকল কথা জান না?

মহামায়া। না দাদা। আমি জানি —কেবল পাহাড়ী বাবাকে প্রণাম কর্‌তে হয়, আর কাকেও কখন ত আম্‌রা প্রণাম করি না।

অতুল। পাহাড়ী বাবা কে?

মহামায়া। পাহাড়ী বাবাকে তুমি জান না দাদা? পাহাড়ী বাবাকে ত সবাই জানে। পাহাড়ী বাবা আমার মার গুরু।

অতুল। গুরুকে যেমন প্রণাম কর্‌তে হয়, গুরুলোককেও তেম্‌নি প্রণাম করা উচিত।

মহামায়া। গুরুলোক কাকে বলে দাদা?

অতুল। কেন—সম্পর্কে যাঁরা বড়। বাবা, মা, খুড়, খুড়ী, জ্যেঠা, জ্যেঠাই-মা— এরাই সব গুরুলোক।

মহামায়া। আমি কেবল বাবা আর মা দেখেছি, আর কাকেও কখন ত দেখি নাই। তাই একথা জানি না। তুমি আমায় সব শিখিয়ে দিও দাদা।

অতুল এই সময় কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সে কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না। তিনি হতবুদ্ধির ন্যায় কেবল মহামায়ার মুখের প্রতি এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন মহামায়া এই সময় কহিল—"তোমাদের বাড়ী ঘর আমায় দেখাবে এসো না দাদা।"

দাদার কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ কামিনীকে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া দাদা আর সে স্থানে থাকিতেই পারিলেন না। অতুল চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কামিনীকে কি কথা বলিয়া গেলেন। কামিনী আসিয়া মহামায়াকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী-ঘর দেখাইতে আরম্ভ করিল।

বিমলাকে দুর্গাদাসের গৃহে প্রায় দুই সপ্তাহকাল বাস করিতে হইল। বিমলার বাড়ী মেরামত শেষ না হইলে তিনি নিজ বাড়ীতে কিরূপে যাইবেন? এদিকে এই দুই সপ্তাহ কালের মধ্যেই অতুলের মানসিক অবস্থার বড়ই একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ায় অতুলের আন্তরিক যত্ন ও আগ্রহ দেখা যাইত। কিন্তু মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা সন্নিকট হইলেও এখন আর পাঠে তাহার সেরূপ যত্ন ও আগ্রহ দেখা গেল না। যে দুই তিন জন বন্ধুবান্ধবের সহিত অতুলের বিশেষ সদ্ভাব ছিল, তিনি এখন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। পরীক্ষা সন্নিকট বলিয়া তাহারাও অতুলের মনের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন কিছুই ধরিতে পারিল না। এখন অতুলকে কলেজে যাইতে হয় না। তিনি দিবারাত্র বাড়ীতেই থাকিতে পান। তবে সম্মুখে পাঠ্য পুস্তক খোলা পড়িয়া থাকে, আর তিনি আকাশ পাতাল ভাবিতে থাকেন। সর্ব্বদা যেন অন্যমনস্ক। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরের মধ্যে ছুটিয়া আসিতে হয়। কি জন্য আসেন, বুঝিতে পারেন না। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত থতমত খাইয়া যান। হয়ত একটা ছুতা করিয়া কিছু সময় অন্তঃপুরে অতিবাহিত করেন। আবার কি মনে পড়িবা মাত্র ছুটিয়া বাহিরে পড়িবার ঘরে আসেন। নিজের মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য অনেক সময় মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়াও থাকেন।

যে দুই সপ্তাহ বিমলা দুর্গাদাসের গৃহে রহিল, সেই দুই সপ্তাহ অতুলের দিন এই-রূপে অতিবাহিত হইয়াছিল। এক সপ্তাহ পরে অনুকূল গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বরাবর অতুল ও অনুকূল একত্রে আহার করিতে বসিতেন। কিন্তু এখন হইতে অতুল সে প্রথা রহিত করিয়া দিলেন। পরীক্ষা সন্নিকট, সুতরাং নির্দ্ধারিত সময় এখন আর আহার করিলে চলিবে না—এইরূপ কারণ দর্শাইয়া সে প্রথা রহিত হইল। আসল কথা—পূর্ব্বের ন্যায় আহারে আর তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। পাছে সে কথা অনুকূল জানিতে পারেন, সে জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। এক পরী-ক্ষার দোহাই দিয়া অতুল সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিলেন। তারপর বিমলা, মহামায়া ও লোহিয়া চলিয়া গেলে, অতু-লের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল।

এ দিকে বিমলা নিজ গৃহে দুই দিন বাস করিতে না করিতেই কিন্তু কন্যার বিবাহের জন্য তিনিও ব্যস্ত হইয়া পড়ি-লেন। গুরুদেবের আজ্ঞা পালন তাঁহার পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। সমাজে বাস করিতে হইলে বিবাহাদি সামাজিক নিয়ম পালন করাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যে শুভকার্য্যের উপর কন্যার যাবজ্জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে, মা হইয়া কোন্ প্রাণে সে শুভ বিবাহকার্য্য পালন না করিয়া থাকিতে পারেন? এক দিকে অপত্যস্নেহ এবং অন্য দিকে গুরু-দেবের আজ্ঞা! অপত্য স্নেহের দিকে কন্যার সুখ, ঐশ্বর্য্য ও নারীধর্ম্ম পালন তার সঙ্গে লোক-নিন্দা, সমাজ-ভয় ও কন্যার ধর্ম্ম-চ্যুতি-আশঙ্কা আর অপর দিকে নরকের ভয়। সুতরাং বিমলা বড়ই বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। অবশেষে এ বিপদে বিমলা নিজ অভিভাবকের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য একদিন বৈকালে দুর্গাদাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে বিমলা নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। নির্জ্জনে উভয়ের অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা পরামর্শও হইল। এই উপ-লক্ষে পাহাড়ী বাবার সম্বন্ধে অনেক কথাও দুর্গাদাস জানিতে পারিলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি কহিলেন—"মহামায়ার বিবাহ আরো ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। শিবনাথ দাদা কি বুঝিয়াছিলেন জানি না। কিন্তু এখন যা শুন্‌ছি তাতে আর কিছুতেই বিলম্ব করা হবে না। সে সম্বন্ধে তোমার কিছু ভাব্‌তে হবে না। আমি শীঘ্রই মহা-মায়ার উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে দেবো।"

বিমলা তখন মিনতি করিয়া কহিলেন—"ঠাকুরপো, তোমায় আর কি বল্‌বো? এ কাজটি তোমায় কিন্তু অতি গোপনে সমাধা কর্‌তে হবে, যেন পাহাড়ী বাবা কোন রকমে না জান্‌তে পারেন।"

"পাহাড়ী বাবা জান্‌তে পেয়েছে।"—খটাখট্ খড়মের শব্দের সহিত কথা কয়ে-কটি বলিতে বলিতে স্বয়ং পাহাড়ী বাবা কোথা হইতে গৃহের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন! কি সর্ব্বনাশ! উভয়ের দেহ একবারে রোমাঞ্চিত হইল! ভক্তি কোথায় উড়িয়া গেল, ভয়ে বিমলা একটা চীৎকার করিয়া উঠিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তাড়াতাড়ি মহামায়ার বিবাহ দেবার জন্য বিমলার এত আগ্রহের কারণ—কেবল পাহাড়ী বাবা নহে, অন্য কারণও ছিল। একেত কন্যার বিবাহের বয়স

উত্তীর্ণ হইয়াছে, তার পর দেখে আসা অবধি কন্যার ভাবগতিকও যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছে। দুর্গাদাসের গৃহে অবস্থিতি কালে বিমলার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেই কারণ বিমলা তাড়াতাড়ি আপনার বাড়ী চলিয়া আইলেন। নিজগৃহে দুই একদিন বাস করিবার পরেই বিমলার মনের সন্দেহটা আর সে ভাবে রহিল না, তখন সে সন্দেহ একবারে বিশ্বাসে পরিণত হইয়া গেল। কি ঘটনায় এইরূপ হইল, তাহা বলিতেছি।

মহামায়া যে দিন নিজ বাড়ীতে আসিয়াছিল, তার পর দিন জননীকে কহিল—"মা, আমার এ বাড়ীতে থাক্‌তে ইচ্ছে করে না, কাকা মহাশয়ের বাড়ীতে কেবল যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে।"

বিমলা উত্তর করিলেন, "সে কি মা? এ যে তোমার নিজের বাড়ী, এখানে থাক্‌তে ইচ্ছে করে না কি?"

মহামায়া। আমার বড় মন্‌-কেমন করে মা।

বিমলা। কার জন্যে মন-কেমন করে মা?

মহামায়া। কেন—অতুল দাদার জন্যে।

কথাটা শুনিয়া বিমলা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। বিমলার মুখে আর কথা নাই। মহামায়া পুনরায় কহিল, "আচ্ছা মা, অতুল দাদার জন্যে তোমার কি মন-কেমন করে না?"

এ অবস্থায় কন্যার এ সরলতা জননীর বিষতুল্য মনে হইতে লাগিল। কি ভাবিয়া বিমলা কহিলেন—"কর্‌বে না কেন—করে। তোর মন কি রকম করে আমায় খুলে বল্‌ দেখি।"

মহামায়া। দেখ মা, আমার কেবল তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে, তার কাছে থাক্‌তে ইচ্ছে করে, তার কথা শুন্‌তে ইচ্ছে করে।

এই সময় বিমলার মুখ হইতে হঠাৎ বহির্গত হইয়া গেল, "দূর্‌ হতভাগী—তবে তুই মরেছিস্‌!"

মহামায়া জননীর এ কথার কোন অর্থই বুঝিতে পারিল না। একটু অপ্রস্তুত হইয়া কেবল তাঁহার মুখের দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল। মহামায়ার অপরাধ কি?

বিমলা এই সময় কন্যার মুখমণ্ডলের প্রতি এক বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তার পর কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"তোর অতুল দাদাকে ক বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছা করে মহামায়া?"

বিবাহের কথায় মহামায়ার সেই প্রস্ফুটিত মুখকমল ঈষৎ আকুঞ্চিত ও আরক্ত হইল। মহামায়া চক্ষু অবনত করিয়া কহিল—"না মা।"

বিমলা তখন এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "তেমন অদৃষ্ট কি তোর হবে? দেখি—জগদম্বার মনে কি আছে? দেখ্‌ মহামায়া, আজ আমার কাছে যে সকল কথা বল্‌লি আর কারু কাছে এ সকল কথা বলিস্‌, না মা। ছি! বল্‌তে নেই। তুমি ত এ দেশের রীতিনীতি জান না মা। এ রকম কোন কথা শুন্‌লে, লোকে হয় পাগল বল্‌বে, না হয় খুব নিন্দে কর্‌বে।"

সরলা বালিকা সরলভাবেই জননীকে প্রশ্ন করিল,—"কি কথা বল্‌তে নেই মা?"

বিমলা। এই এখন যে কথা তুই আমার কাছে বল্‌লি।

মহা। কি কথা বলেছি মা?

বিমলা। এই তোর অতুল দাদার জন্যে মন-কেমন করার কথা। তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে—তার কাছে থাকতে ইচ্ছে করে,—এ সকল কথা আর কারু কাছে কখন বলো না মা।

মহা। কেন বল্‌বো না মা?

বিমলা। ছি! বড় লজ্জার কথা—বড় ঘৃণার কথা। দেখ মহামায়া, যার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো, কেবল তার জন্যে তোর ঐ রকম মন-কেমন করা উচিত, আর কারু জন্যে নয়।

মহা। তবে অতুল দাদার জন্যে মন-কেমন কেন করে মা?

বিমলা। তা হলে অতুলকে তুই নিশ্চয়ই বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে করিস্।

মহামায়া এবার সে কথার আর কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বিমলা সতৃষ্ণনয়নে কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "দেখ মা, কেবল বরের জন্যে মন-কেমন কর্‌তে আছে, আর কার জন্যে মন কেমন কর্‌তে নাই—কর্‌লে পাপ হয়।"

মহামায়ার সেই প্রফুল্ল মুখ তখন বিষণ্ণ হইল। এমন সময় দূর হইতে লোহিয়া ডাকিল—"মহামায়া!"

মহামায়া চম্‌কিয়া উঠিল! তার পর—"লোহিয়া কেন ডাক্‌ছে—যাই মা"—বলিতে বলিতে দ্রুতপদে জননীর নিকট হইতে প্রস্থান করিল। লোহিয়ার নিকট আসিয়া মহামায়া কহিল—"কেন লোহিয়া?"

লোহিয়া মহামায়ার সেই বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া এবং অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রশ্নে বিস্মিতনেত্রে কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর কহিল—"তুহার মুখ শুক্‌নো আছে—কেনরে মহামায়া?"

মহামায়া সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না। বরং সে প্রশ্নে তার মুখখানি যেন আরো শুকাইয়া গেল। লোহিয়ার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। লোহিয়া আকুল প্রাণে কহিল—"মহামায়া!"

এইবার মহামায়া কাঁদিয়া ফেলিল। লোহিয়ার সম্মুখে মহামায়ার ক্রন্দন! অজস্র অশ্রুধারায় তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত! কি সর্ব্বনাশ! ব্যাঘ্রী আপন শাবকের হঠাৎ বিপদ দেখিলে, যেমন সে বিপদ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে মুহূর্ত্তের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে, লোহিয়াও তৎক্ষণাৎ সেইরূপ মহামায়ার উপর ঝাপাইয়া পড়িল। তার পর মহামায়াকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিয়া লোহিয়া কহিল—"হামি বুঝেছি—হামি বুঝেছি—মা তোকে বকেছে। কেন বকেছেরে মহামায়া?"

বলিতে বলিতে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রীর ন্যায় লোহিয়াও ফুলিয়া উঠিল। মহামায়া এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না। লোহিয়ার বক্ষে মস্তক রাখিয়া কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহামায়াকে কাঁদিতে দেখিয়া লোহিয়াও কাঁদিল। তখন যেন একটা প্রস্তরময় কঠিন পর্ব্বত ভেদ করিয়া নির্ঝরিণী ছুটিল। লোহিয়ার চক্ষের জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কেন মহামায়া কাঁদে, মহামায়া তাহা জানে না। কেন লোহিয়া কাঁদে, লোহিয়াও তাহা জানে না। কিছুক্ষণ পরে লোহিয়ার সে হুঁস হইল। লোহিয়া মহামায়াকে সান্ত্বনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুহারে কাঁদায়েছে মহামায়া?"

মহামায়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"কেউ আমায় কাঁদায়নি লোহিয়া।"

লোহিয়া। তব্ কেন তুহি কাঁদ্‌লি আর হামারে বি কাঁদালি মহামায়া ?

মহামায়া। সত্য বল্‌ছি—কেউ আমায় কাঁদায়নি। আমার প্রাণটা কি জানি কেন, আপনি কেঁদে উঠ্‌লো—লোহিয়া।

লোহিয়া। তুহার মনে কুছু দুঃখ্ আছে। কি দুঃখ্ আছে হামায় বল্‌বে না মহামায়া ?

মহামায়া। কই দুঃখ ত কিছুই নাই। তবে থেকে থেকে একটা কথা আমার কেবল মনে হয়। মা বলেন—সে কথাটা মনে হতে নাই।

লোহিয়া। সে কি কথা আছেরে মহামায়া ?

মহামায়া। মা যে কারু কাছে সে কথা বল্‌তে বারণ করে দিয়েছেন।

লোহিয়া। হামায় বল্‌তে বারণ না করেছে। হামারে বল্‌তে কুছু দোষ না আছে।

মহামায়া তখন তাহাই বিশ্বাস করিয়া কহিল—"এই অতুল দাদার কথা।"

লোহিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল—"তুহার অতুল দাদার কি কথা আছেরে ?"

মহামায়া অপেক্ষাকৃত ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিল—"দেখ লোহিয়া, অতুল দাদাকে দেখ্‌তে না পেলে, আমার বড় মন-কেমন করে। মনে হয়—ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসি। পূর্ব্বে এমন হতো না। এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত আমার মনটা এই রকম হয়েছে। মা বলেন—এ রকম হওয়া ভাল নয়—এতে পাপ হয়। পাপই যদি হয়, তবে আমার মন কেন এমন হলো লোহিয়া ?"

প্রশ্ন শুনিয়া লোহিয়ার আগ্রহ অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। লোহিয়া আগ্রহের সহিত কহিল—"তুহার কথা শুনে, হামার পরাণটা কেমন করছে। তুহি কি অতুল দাদাকে ভালবাসিস্ ?"

মহামায়া সরলভাবে উত্তর করিল—"তা কেমন করে বল্‌বো ? আমি যাকে যেমন ভালবাসি, তোকে যেমন ভালবাসি না—এ ভালবাসা ত সে রকম নয়।"

লোহিয়া। হামি বুঝ্‌ছে—কুছু কুছু বুঝ্‌ছে। মহামায়া সেটি হবে না—হামার জান্ যাবে, তবু সেটি হবে না। এবার যখন মন-কেমন কর্‌বে—হামায় বল্‌বে, হামি তুহার অমন মন টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবে।

মহামায়া ভীত হইয়া লোহিয়ার মুখের প্রতি চাহিল। সে মুখ কি ভয়ঙ্কর! সুতরাং সে মুখ দেখিয়া তাহার ভয়ের মাত্রা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইল না। মহামায়া তখন অপরাধীর ন্যায় ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু অপরাধ যে কি করিয়াছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে মহামায়া আকুলপ্রাণে করুণকণ্ঠে ডাকিল—"লোহিয়া!"

সে সকরুণ কণ্ঠস্বরে লোহিয়ার সে উগ্রমূর্ত্তি আর নাই! লোহিয়া তাড়াতাড়ি মহামায়ার মুখচুম্বন করিয়া উত্তর করিল—"কেন মহামায়া ?"

মহামায়া। যে কথা মনে রাতদিন জাগে, সে কথা কাউকে বল্‌তে নেই কেন লোহিয়া ? আর সকলের জন্যে মন-কেমন কর্‌তে আছে, কেবল অতুল দাদার জন্যে মন-কেমন কর্‌তে নেই কেন লোহিয়া ? কর্‌লে পাপ হয় কেন—লোহিয়া ?

লোহিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "পাহাড়ী বাবার হুকুম, তুহার এখন বিয়ে হবে না। তুহি কারু সাথে সে ভালবাসা করিস্ না। অতুল দাদা তুহার দুষ্মন আছে। তুহার মন্‌মে তাকে আস্‌তে

না দেবে। এলে জোরে তাড়িয়ে দেবে। পাহাড়ী বাবার হুকুম না শুন্‌বে—আর পাপ হবে না ?"

মহামায়া উত্তর করিল—"ছি লোহিয়া। এমন কথা মুখে এনো না। অতুল দাদাকে দুস্‌মন কখন বলো না। অতুল দাদা আমাদের কোন মন্দ করেন নাই, কারুই কোন মন্দ করেন নাই—মন্দ কর্‌তে জানেনই না। তুমি তাঁকে দুস্‌মন বলো না লোহিয়া।"

লোহিয়া। তুহারে যে সাদী কর্‌তে মাংচে, সেই হামাদের দুস্‌মন—এ পাহাড়ী বাবার হুকুম।

মহামায়া। আমি বিয়ে কাউকে কর্‌বো না লোহিয়া। তুমি স্বীকার কর—অতুল দাদাকে দুস্‌মন্ মনে কর্‌বে না।

লোহিয়া। আচ্ছা, হামি দেখ্‌বে—এখন কুছু মনে কর্‌বে না—দুস্‌মনের কাম কর্‌লে মনে কর্‌বে। হামি দেখ্‌বে—ছোড়বে না—দেখ্‌বে।

এই কথা বলিয়া লোহিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। কি ভাবিয়া এই সময় মহামায়া একবার সদর বাড়ীতে দৌড়িয়া আসিল। এ ঘর সে ঘর কাহার অনুসন্ধান করিয়া যেন মহামায়া বেড়াইতে লাগিল। সদর বাড়ী শূন্য—কেহ কোথাও নাই! হঠাৎ এই সময় সদর বাড়ীর সম্মুখস্থিত উদ্যানের দিকে মহামায়ার দৃষ্টি পড়িল। এ কি! ঐ না মহামায়ার অতুল দাদা বাগানে ফুল তুলিতেছেন? মহামায়া আর স্থির থাকিতে পারিল না—দৌড়িয়া অতুলের নিকট আসিল। ফুল চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িলে যেরূপ হয়, অতুলের অবস্থা এখন সেইরূপ হইল। কিন্তু মহামায়াত ফুল-চোর ধরিতে আসে নাই। মহামায়া আসিয়া কহিল—"অতুল দাদা, আমি তোমায় ভাল ভাল ফুল তুলে দিচ্ছি।"

অতুল দাদার বুকের ভিতর যেন ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতে লাগিল—মুখে কোন কথাই নাই। মহামায়া অনেকগুলি ভাল ভাল ফুল তুলিয়া অতুলকে দিল। চোরের মতন অতুল সে সকল ফুল গ্রহণ করিল। পাছে কেহ দেখিতে পায়—অতুলের এই ভয়। এমন সময় লোহিয়া ছাদের উপর হইতে ডাকিল—"মহামায়া!"

লোহিয়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া অতুল দ্রুতবেগে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন, আর মহামায়া হতবুদ্ধির ন্যায় অবাক্ হইয়া রহিল!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিমলার গৃহে হঠাৎ পাহাড়ী বাবার আগমনের সহিত লোহিয়ার কোন সম্বন্ধ ছিল কি না—বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা জানি—লোহিয়াই পাহাড়ী বাবার চর। পাহাড়ী বাবা এখানে আসিয়া বিমলার গৃহে বাস করিলেন না, তিনি কালীঘাটের ৺কালীমন্দিরের সন্নিকট সেই কেওড়াতলার শ্মশানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি উভয় স্থানেই মধ্যে মধ্যে তাঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন, সুতরাং তিনি যে একজন ঘোরতর তান্ত্রিক, সে কথা ঐ অঞ্চলে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এই সকল ক্রিয়ার জন্য তাঁহাকে অন্যের সাহায্যও গ্রহণ করিতে হইত। এই কারণ তাঁহার দুই তিন জন শিষ্যও জুটিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল রামচন্দ্রের সহিত আমাদের এই আখ্যায়িকার সম্বন্ধ আছে। শূল বেদনা, কফকাশ প্রভৃতি কয়েকটি কঠিন রোগেরও তিনি আশুফলপ্রদ ঔষধ জানিতেন এবং আরোগ্যও করিয়াছিলেন—এই কারণ প্রতিদিন

প্রাতঃকালে কেওড়াতলার শ্মশান লোকে লোকারণ্য হইত। রোগী ব্যতীত তাহাদের মধ্যে অন্য রকমেরও অনেক লোক জুটিত। কেহ মোকর্দ্দমা জয়ের আশায় পাহাড়ী বাবার শরণাগত হইত, কেহ পুত্র কামনায় আসিত, কেহ বা ইহা অপেক্ষা অধিকতর গোপনীয় উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইত। কিন্তু পাহাড়ী বাবা যে কয়েকটি রোগের ঔষধ জানিতেন, কেবল সেই কয়েকটি রোগেরই ঔষধ দিতেন। অন্য কার্য্যে কেহ তাঁহার কোন সাহায্যই পাইত না। তথাপি লোকে অন্য রকম ভাবিত, ব্যর্থমনোরথ হইয়া লোকে ভাবিত—তাহারই দুরদৃষ্টক্রমে তাহার প্রতি বাবার দয়া হইল না!

এইরূপ পাহাড়ী বাবার নাম ও কার্য্য যখন ঐ অঞ্চলে প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন হঠাৎ একদিন পাহাড়ী বাবা দুর্গাদাস বাবুর গৃহে দর্শন দিলেন। দুর্গাদাস বাবু সে সময় ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যাহ্নিকে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং অতুল ও অনুকূল আসিয়া পাহাড়ী বাবার অভ্যর্থনা করিলেন। পাহাড়ী বাবা আসন গ্রহণ করিয়া বহু দিনের পরিচিতের ন্যায় তাহাদের সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এই সকল কথাবার্ত্তার সময় অতুল দেখিলেন—পাহাড়ী বাবার সেই বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি তাহারই মুখের উপর কি জানি কেন স্থাপিত থাকে। অতুল ইহার কারণ কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে হইতে লাগিল—যেন সেই জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুর প্রক্ষিপ্ত রশ্মি তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিতেছে। অতুল শেষে আর থাকিতে পারিলেন না—পাহাড়ী বাবাকে স্পষ্ট কহিলেন, "পাহাড়ী বাবা, আপনি আমার মুখের দিকে এরূপভাবে চাহিয়া থাকেন কেন?"

ঈষৎ হাসিয়া পাহাড়ী বাবা উত্তর করিলেন, "কোন প্রিয়জনের মুখ তোমার মুখ দেখে মনে পড়ে বলিয়া। তারা—তারা।"

অতুল। আমার মুখের সহিত কি তাঁর মুখের সাদৃশ্য আছে? আপনার সে প্রিয়জন কে?"

পাহাড়ী। না—সাদৃশ্য নাই। তুমি যার কথা এখন ভাব্‌চ—সেই আমার প্রিয়জন। তুমি এইমাত্র যাকে দেখ্‌তে যাবে মনে মনে কর্‌ছো—সেই আমার প্রিয়জন। তারা—কুলকুণ্ডলিনী মা আমার।

অতুল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অনুকূলচন্দ্রও বিস্মিতনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন! কি ভাবিয়া অতুল এই সময় পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং পাহাড়ী বাবার কথাটা উপহাসচ্ছলে উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় কহিলেন—"আপনার অনেক অসাধারণ ক্ষমতার কথা শুনেছি। শুনেছি—বুজ্‌রুকীতে আপনি একজন অদ্বিতীয়। আপনার দুই একটা বুজ্‌রুকী দেখান দেখি।"

পাহাড়ী বাবা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"তোমরা নব্য সম্প্রদায়। ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করে, যোগবলকে বুজ্‌রুকী ভিন্ন আর কি বল্‌বে? কিন্তু তোমাদের গুরু অনেক ইংরেজও এখন আমাদের বুজ্‌রিকীতে বিশ্বাস করেন। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে কি বিশ্বাস কর বাপু?"

অতুল উত্তর করিলেন—"না।"

পাহাড়ী বাবা কহিলেন—'আচ্ছা হাতে হাতেই ফল দেখ্‌লেই বিশ্বাস কর্‌বে। দেখি তোমার করকোষ্ঠী।

অতুল পাহাড়ী বাবাকে করকোষ্ঠী

দেখাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু অনুকূল তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করায় তিনি অগত্যা পাহাড়ী বাবাকে করকোষ্ঠী দেখাইলেন। পাহাড়ী বাবা অতুলের হাত-খানি লইয়া কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে দেখি-লেন, তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তোমার অদৃষ্টে জীব-ন্মৃত্যু রয়েছে দেখ্‌ছি। তারা—তারা।"

জীবন্মৃত্যু!—বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পাহাড়ী বাবার মুখের প্রতি চাহিয়া অতুল কহিলেন—"জীবন্মৃত্যু! জীবন্মৃত্যু কি রকম পাহাড়ী বাবা?"

অনুকূলও পাহাড়ী বাবার এই কথা শুনিয়া বিশেষ ভীত হইলেন। তিনি মনে মনে জীবন্মৃত্যুর একটা অর্থ করিয়া কহিলেন,—"পক্ষাঘাত রোগ হবে না কি পাহাড়ী বাবা?"

পাহাড়ী বাবা উত্তর করিলেন—"না।"

অনুকূল নরায় কহিলেন—"তবে কি মূর্চ্ছারোগ?"

পাহাড়ী বাবা—এবারও পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "না।"

সে উত্তর শুনিয়া অতুল ও অনুকূল পরস্পর মুখ চাওয়া-চাহি করিতে লাগি-লেন। পাহাড়ী বাবা কহিলেন, "জীবন্মৃত্যু যাই হ'ক—তোমার অদৃষ্টে স্পষ্টাক্ষরে ঐ কথা লেখা আছে। তুমি কি তার হাত থেকে রক্ষা পেতে চাও? তারা—তারা।"

অতুল। আমি কি ইচ্ছা করলে রক্ষা পেতে পারি?

পাহাড়ী। পার—মনে করলে সহজেই পার। যাকে ভালবাস, তাকে বিবাহ করো না।

এ কথায় অতুলের মস্তকে সহসা যেন অকস্মাৎ এক বজ্রাঘাত হইল। তাঁহার মুখ-মণ্ডল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল। অবনত মস্তকে অতুল স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। পাহাড়ী বাবা বলিতে আরম্ভ করিলেন—"তুমি যে বালিকাকে প্রাণের সহিত ভালবাস—তাকে বিবাহ করবার আশা একবারে পরিত্যাগ কর। সে বিবাহের ফল কখনই শুভ হবে না। এমন কি তাকে বিবাহ করবার চেষ্টা করলেও তোমার অদৃষ্টে জীবন্মৃত্যু ঘট্‌বে—কেউ রক্ষা করতে পারবে না। সাবধান! অতুল সাবধান! তারা—কুলকুণ্ডলিনী মা আমার।"

কি ভয়ঙ্কর কথা। অতুলের মুখে আর কথা নাই। তাঁহার প্রাণের ভিতর এই সময় একটা ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতে লাগিল। অনুকূল তখন তাঁহাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ অতুল, পাহাড়ী বাবার কথা কি সত্য না বুজরুকী?"

উত্তরে অতুল সে কথা গোপন না করিয়া কহিলেন—"পাহাড়ী বাবার কথা সত্য—কিন্তু এযে বড় ভয়ঙ্কর সত্য।"

তার পর পাহাড়ী বাবাকে কহিলেন—"পাহাড়ী বাবা, এখন আর সাবধান হবার উপায় নাই। আমি তাকে বড়ই ভালবাসি।"

পাহাড়ী। আমি সে কথা জানি। তোমার পছন্দ খুব ভাল, কিন্তু অদৃষ্ট বড় মন্দ।

এই সময় অনুকূল কহিল—"কে সে বালিকা অতুল?"

প্রশ্ন করিয়াই আগ্রহের সহিত অতুলের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন—যেন সেই প্রশ্নের উত্তরের উপর তাঁহারও জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। অতুল উত্তর করি-লেন—"সে কথা পরে বল্‌বো অনুকূল।"

উত্তর শুনিয়া একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহ

অনুকূলের মনে উদয় হইল। সেই সন্দেহের যন্ত্রণায় তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—"কর্ত্তা মহাশয়ের পূজা-আহ্নিক শেষ হয়ে গেছে, তিনি পাহাড়ী বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছেন।"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া পাহাড়ী বাবা গাত্রোত্থান করিলেন। সে গৃহ পরিত্যাগ করিবার সময় কহিলেন—"অতুল, নিজের জীবন অপেক্ষা প্রিয়বস্তু এ পৃথিবীতে আর নাই। কেন ইচ্ছা করে আপনার জীবনকে নষ্ট কর্‌বে? তোমার মতন শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র যুবকের সুন্দরী পাত্রীর অভাব হবে না—তবে কেন আপনার অকল্যাণ আপনি টেনে আনো? সাবধান! অতুল সাবধান! তারা—তারা।"

এই কথা বলিয়া পাহাড়ী বাবা সে গৃহ হইতে দুর্গাদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। অতুল বিষণ্ণ মনে অন্যমনস্কভাবে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনুকূল কিন্তু অস্থিরভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তার কিছুক্ষণ পরে তিনি আগ্রহের সহিত অতুলকে কহিলেন—"কে সে বালিকা আমায় বল্‌বে না ভাই?"

ভাই তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—"মহামায়া।"

অনুকূলের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল! তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অতুল অনুকূলের মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু মহামায়ার নাম শুনিয়া তিনি যে সন্তুষ্ট হন নাই—সে কথা বুঝিতে তাঁহার আর বাকী রহিল না। অতুল কি ভাবিয়া কহিলেন—"দেখ ভাই অনুকূল, তোমার কাছে কোন কথা গোপন করা উচিত নয় বলেই আমি বলে ফেলেছি। কিন্তু এ কথা আর কারু কাছে তুমি প্রকাশ করো না।"

অল্পক্ষণ চিন্তার পর, অনুকূল উত্তর করিলেন—"আচ্ছা, আমি এ কথা প্রকাশ কর্‌বো না, কিন্তু তুমি মহামায়াকে ভুলে যাবে—আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও।"

অতুল। সে কি! আমি সে কথা মনে ধারণা কর্‌তেও পারি না। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হবো কি করে?

অনু। তবে তোমার অদৃষ্টে জীবন্মৃত্যুই আছে।

অতুল। জীবন্মৃত্যুর আর আর বাকী কি আছে? মহামায়াকে না পেলে আমার এ জীবন জীবনই নয়—এত আমার পক্ষে মৃত্যুই বটে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অনুকূল কহিলেন, "এখন আমি সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। তুমি পরীক্ষার ভাণ করে এতদিন আমাদের ভুলিয়ে রেখেছিলে। এই রকম করে তুমি কি এবার পরীক্ষা দেবে নাকি?"

অতুল। আর আমার পরীক্ষা! এখন মহামায়াকে কি রকম ভালবাসি—কেবল সেই পরীক্ষা দিতে পারি। কলেজের পরীক্ষার কথা আর আমার মনেও নাই।

অনু। পাহাড়ী বাবার গণনায় কি তোমার বিশ্বাস হলো না?

অতুল। বিশ্বাস হওয়া না হওয়া আমার পক্ষে দুই সমান।

অনু। সে কি! তুমি কি মৃত্যুর ভয় করো না?

অতুল। মৃত্যুর ভয় অবশ্যই করি—কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে মহামায়ার আশা পরিত্যাগ করতে পারি না। এখন এই

পরীক্ষা দিতে আমি প্রস্তুত আছি। ভাই অনুকূল, এ বিষয়ে তুমি আমার অনুকূল হবে কি?

অনু। না—বরং প্রতিকূল হবো। প্রাণ থাক্‌তে মহামায়ার সঙ্গে তোর বিয়ে হতে দেবো না।

অতুল। শুনেছি পাহাড়ী বাবা অনেক রকম যাদু জানেন। তোমায়ও তিনি যাদু করেছেন বোধ হয়। পাহাড়ী বাবার কথায় কখন বিশ্বাস করো না। আমি শুনেছি—তাঁর নিজেরই কোন কু-অভিপ্রায় চরিতার্থ কর্‌বার জন্য আমাকে এইরূপ বৃথা ভয় দেখাচ্ছেন। তুমি যদি আমার যথার্থ শুভানুধ্যায়ী-ভাই হও, তবে আমি যাতে মহামায়াকে লাভ কর্‌তে পারি—সে পক্ষে আমার সাহায্য করাই তোমার উচিত। আমার এ অনুরোধ ভাই রাখ্‌বে না কি?

অনু। তোমার এ অনুরোধ আমি রাখ্‌তে পারি না

অতুল। তবে তুমি আমার শুভানুধ্যায়ী-ভাই নও। আমি যে তোমায় সহোদর ভাইএর মতন দেখি—তার পুরস্কার কি এই?

অনুকূল এইবার উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—"তোমার কথাই ঠিক—এখন আর আমি তোমার শুভানুধ্যায়ী-ভাই নই। আজ হতে শুন অতুল, আমি তোমার শত্রু—আজ হতে তুমি আমায় শত্রু বলেই জেনো। আজ হতে তোমার অনিষ্ট, আমার ইষ্ট—তোমার অমঙ্গল, আমার মঙ্গল—তোমার অশুভ, আমার শুভ। এমন একদিন ছিল—যে দিন তোমার ইষ্ট সাধনের জন্য আমি হাস্‌তে হাস্‌তে এ জীবন বিসর্জ্জন দিতে পার্‌তাম—যে দিন তোমার মঙ্গলকে আমি নিজের মঙ্গল মনে কর্‌তাম—যে দিন তোমার শুভকার্য্যের জন্য আমি নিজের অশুভ অনুষ্ঠানেও পশ্চাৎপদ হতাম না। কিন্তু সে দিন আর নাই—আজ তোমার মুখে যা শুন্‌লাম, তাতে আমার মনে এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তোমার মতন শত্রু আমার আর এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই।"

স্নেহপালিত বিহঙ্গম হঠাৎ বিষধর মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া সোহাগে চুম্বনোন্মত্ত প্রতিপালকের অধরে দংশন করিলে প্রতিপালকের মনের অবস্থা যেরূপ হয়, উপরোক্ত কথায় অতুলের মনের অবস্থাও সেইরূপ হইল। তিনি স্নেহময় ভ্রাতার অকস্মাৎ এই মূর্ত্তি-পরিবর্ত্তনে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তার পর হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইল—"আমার অপরাধ?"

পূর্ব্বের ন্যায় উত্তেজিতভাবে অনুকূল উত্তর করিলেন—"তোমার অপরাধ—তুমি বামন হয়ে চাঁদ ধর্‌তে প্রয়াসী। তোমার অপরাধ—তুমি খোঁড়া হয়ে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন কর্‌তে উদ্যত। তোমার অপরাধ—তুমি অন্ধ হয়ে, প্রকৃতির শোভা দেখ্‌তে চাও। তোমার অপরাধ—তুমি আজন্ম কালা হয়ে সুমধুর সঙ্গীত শুন্‌তে অভিলাষী। আমি থাক্‌তে তুমি যখন মহামায়াকে বিবাহ করতে চাও, তখন তোমার মতন অপরাধী আর কে আছে? কিন্তু সাবধান! তখন না জেনে শুনে যে কাজ করেছ—এখন জেনে শুনে সাবধান হও। শুন অতুল, আর গোপনে কাজ নাই—আমি তোমায় স্পষ্ট বল্‌ছি—আমি মহামায়ার প্রার্থী—আমি মহামায়াকে ভালবাসি। তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইও না। পাহাড়ী বাবার গণনায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। তুমি মহামায়াকে বিবাহ কর্‌লে তোমার মৃত্যু

আপনি ডেকে আন্‌বে। আমার পথ পরিষ্কার কর—তুমি সে আশা ত্যাগ কর।”

অতুল অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন—“একি সত্য না স্বপ্ন? একি অনুকূলের কথা—না পাহাড়ী বাবার ভোজবাজী?”

অনু। এ স্বপ্ন নয়—সত্য ঘটনা। এ পাহাড়ী বাবার ভোজবাজীও নয়—অনুকূলের প্রাণের কথা।

অতুল তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অনুকূলের ন্যায় উত্তেজিত স্বরে কহিলেন,—“তবে আজ থেকে তোমায় শত্রু বলেই মনে করবো। পূর্ব্ব স্নেহ, মায়া ও ভালাবাসায় জলাঞ্জলি দিয়ে, তবে আজ থেকে আমি তোমার শত্রু হলুম। শত্রু হলুম বটে, কিন্তু আমি তোমার শত্রুতা কর্‌তে পার্‌বো না। তেমন নীচবংশে আমার জন্ম নয়। আজ থেকে কেবল জান্‌তে পারলুম তুমি আমার ভাই নও—প্রতিদ্বন্দ্বী,—তুমি আমার বন্ধু নও—শত্রু, তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী নও—অশুভাকাঙ্ক্ষী!”

অনু। এতে যদি তোমার ক্ষতি বোধ হয়, তার উপায় কর।

অতুল। বিশেষ ক্ষতি বোধ করি—কিন্তু উপায় কি?

অনু। ইচ্ছা থাক্‌লে উপায়ও আছে। আমি তোমায় প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাই এখনও বলি, তুমি ইচ্ছা করে কেন জলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দেবে? ভাই, আমার কথা শোন—মহামায়ার আশা পরিত্যাগ কর। তোমার মঙ্গল হবে।

অতুল। অনুকূল, ভাই আমায় ক্ষমা কর। আমি প্রাণ থাক্‌তে তোমার অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না। তোমার মতন এত নিষ্ঠুর হই নাই যে, সেই সংসার-অনভিজ্ঞ সরলা বালিকায় মনে কষ্ট দেবো। মহামায়ার প্রতি যদি তোমার যথার্থ ভালবাসা থাক্‌তো, তবে এরূপ প্রস্তাব কখনই মুখে আন্‌তে পার্‌তে না। আমি না হয়—তোমার শত্রু হলুম। কিন্তু সে সরলা বালিকাকে কেন চিরদুঃখিনী কর্‌বে? আমিই তোমার চক্ষে অপরাধী; কিন্তু তার অপরাধ কি? এই কি তোমার ভালবাসা? এই কি তোমার ভালবাসার জন্য স্বার্থ-ত্যাগ?

অনু। তোমার এ কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তুমি কি আমায় জানাতে চাও যে, মহামায়াও তোমায় ভাল বাসে? মিথ্যা কথা—অসম্ভব—বিশ্বাসের অযোগ্য।

অতুল। যদি তোমার চক্ষু থাকে—যদি আজও স্বার্থে একবারে অন্ধ না হয়ে থাকো—তবে দেখ্‌তে পাবে, একথা মিথ্যা নয়—সত্য, অসম্ভব দূরের কথা—সম্পূর্ণ সম্ভব, বিশ্বাসের অযোগ্য নয়—সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

অনুকূল তখন বিস্ময়-সাগরে একবারে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। সে কথা মনে স্থান দিতেও যেন তাঁর অসহ্য কষ্টবোধ হইতে লাগিল। তিনি আর সে স্থানে থাকিতে পারিলেন না। অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অতুল তখন কথা কয়েকটি শেষ করিয়াই ক্রোধে ক্ষোভে মনোকষ্টে ও মর্ম্মবেদনায় একবারে ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ সে নিস্তব্ধতাভঙ্গ করিল। কি ভাবিয়া আকুল প্রাণে একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। অনুকূলের চিহ্নও তথায় নাই!

নবম পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তা মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে গৃহে পাহাড়ী বাবার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, সে গৃহটী তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট বৈঠকখানা। এই গৃহ সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ঘরজোড়া ফরাসের বিছানা এবং সেই বিছানার এক-ধারে সারি সারি তাকিয়া-বালিশ। মাথার উপর ঠিক মধ্যস্থলে একখানি প্রকাণ্ড লম্বা টানা-পাখা। বৈঠকখানার এক কোণে টেবিল হারমনিয়ম্ এবং হারমোনিয়মের এক দিকে দেওয়ালের গাত্রে একটি আচ্ছাদন-বস্ত্র শোভিত তানপুরা লম্বমান, আর অপর দিকে সেইভাবে একটী সেতার ও এসরাজ ঝুলান রহিয়াছে। দেওয়ালের চারিদিকেই কেবল দেবদেবীর ছবি সকল সজ্জিত এবং ছবির মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার পার্ব্বতীয় যুদ্ধাস্ত্র সকল শোভা পাইতেছিল। গৃহের অন্যান্য আস্‌বাবের মধ্যে একজোড়া বাঁয়া-তবলা, একটী মৃদঙ্গ এবং দুইজোড়া বৈঠকে বাঁধা হুকা ইত্যাদি।।

পাহাড়ী বাবা এই গৃহে উপস্থিত হইবা মাত্র দুর্গাদাস সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। একজন ভৃত্য একখানি কারপেটের আসন সেই বিছানার উপর পাতিয়া দিল, পাহাড়ী বাবা তাহাতে উপবেশন করিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রথমেই দুর্গাদাস আরম্ভ করিলেন—“আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে আপনার পদধূলিতে আমার গৃহ পবিত্র হ’ল। আপনার শ্রীচরণ দর্শন করবার আমার বিশেষ আবশ্যকও আছে, আজ কয়েকদিন আমি সে কথা মনে মনে চিন্তাও করছি। আপনি নিশ্চয়ই অন্তর্য্যামী, আপনি সে মনের কথা জান্‌তে পেরেই যেন, আজ আমার প্রতি সদয় হয়েছেন।”

পাহাড়ী বাবা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—“তবেত ভালই হয়েছে। এখন কি জন্য আমায় আবশ্যক—বলুন।”

এই প্রশ্ন শুনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তারপর কহিলেন—“আমার নিজের আবশ্যক কেবল আপনার চরণ দর্শন করা। তবে অপরের জন্যেও আপনার নিকট আমার এক নিবেদন আছে। কিন্তু সে কথা আপনি অভয় না দিলে আমি বল্‌তে পারি না। পাছে আপনি—”

দুর্গাদাসকে পুনরায় ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া পাহাড়ী বাবা কহিলেন—“আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, এরূপ ‘কিন্তু’ ভাবের কোন আবশ্যকই নাই। তারা—তারা।”

দুর্গাদাস। এই মহামায়ার বিবাহের কথা। কন্যাটির বিবাহের বয়ঃক্রম এক-রকম উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বল্‌তে হচ্ছে, সুতরাং যথার্থই অরক্ষণীয়া। আমি শুনেছি —আপনি তার বিবাহের হন্তারক। আপনার কি উদ্দেশ্য, তা বুঝ্‌বার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মহামায়াকে অবিবাহিত রাখা আর কোন মতে উচিতবোধ হচ্ছে না। সমাজে বাস কর্‌তে হলে, সামাজিক নিয়ম পালন না কর্‌লে চলে না। শেষে একটা কাণ্ড হয়ে যাবে, তখন লোকে এক-ঘরে করে বস্‌বে। এ সম্বন্ধে আপনার ন্যায় লোককে আরো অধিক বলা আমার ভাল দেখায় না।

পাহাড়ী। তোমায় শিবনাথের এক-জন পরম বন্ধু ও আত্মীয় বলে আমি জানি। সুতরাং এ কথা তোমার উপযুক্তই হয়েছে। আমি কেন যে মহামায়ার বিবাহের

হন্তারক ; সে কথা তোমায় বল্‌তে পারি না —কেন না, তুমি আমার অপরিচিত। আমার যে কি উদ্দেশ্য, সে কথা বুঝিবার তোমার শক্তি থাকলেও, তোমার কাছে সে উদ্দেশ্য প্রকাশ কর্‌তে আমি পারবো না, কারণ তুমি আমার শিষ্য নও। ভাল, —উদ্দেশ্য চুলোয় যাক্, আগে তোমার কথাই শুনি। তুমি মহামায়ার বিবাহের জন্য কোন পাত্র স্থির করেছ কি ? তারা —তারা।

দুর্গাদাস। আমি মনে মনে একটি পাত্র স্থির করে রেখেছি।

পাহাড়ী। সে পাত্র তোমারই কোন আত্মীয় ত ?

দুর্গাদাস। আজ্ঞে, হাঁ।

পাহাড়ী। তোমার ভাগিনেয় ত ?

দুর্গাদাস। আজ্ঞে না,—আমার মাতুল মহাশয়ের পৌত্র অনুকূল। অতুল আজও উপায়ক্ষম হয় নাই—পাঠদ্দশায় বিবাহ দেওয়া, আমার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সেই কারণ অতুলের বিবাহ এখন আমি দেবো না। অনুকূল পড়া শুনা শেষ করে।এখন আলিপুরের জজকোর্টে ওকালতি কর্‌ছে। এখন আমি তারই বিবাহ দিতে ইচ্ছুক।

দুর্গাদাসের এই প্রস্তাবে পাহাড়ী বাবা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাঁহার সেই তেজোময় মুখমণ্ডলে বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিয়া তিনি কহিলেন— "মহামায়ার মা বিমলার এ বিবাহে সম্মতি আছে ? তারা—তারা।"

দুর্গাদাস। আপনার অনুমতি পেলে, আমি এ প্রস্তাব তাঁর নিকট উপস্থিত কর্‌তে পারি।

পাহাড়ী বাবা কিছুক্ষণ আবার কি চিন্তা করিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, তুমি এ প্রস্তাব অগ্রে তাঁর নিকট উপস্থিত কর। তারা—তারা—তারা।"

এই কথা কয়েকটি বলিয়াই পাহাড়ী বাবা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময় সম্মুখ-স্থিত দেয়ালে সজ্জিত পাহাড়ী অস্ত্রশস্ত্র সকল তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি ধীরে ধীরে সেই সকল অস্ত্রশস্ত্রের সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তীর, ধনুক, কুঠার, খড়্গ, বল্লম প্রভৃতি একে একে সমস্ত অস্ত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শেষে পাহাড়ী বাবা মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সকল যুদ্ধাস্ত্র ত এদেশী নয়—এ সকল তুমি কোথায় পেলে ?"

দুর্গাদাস। কমিসরিয়েটে চাকুরী করার জন্য ইংরেজ পল্টনের সঙ্গে আমিও আপনার মত উত্তর পশ্চিম সীমার অনেক পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছি। এ সকল সেই সময়ই সংগ্রহ করা হয়েছিল।

হঠাৎ এই সময় পাহাড়ী বাবার দৃষ্টি দেওয়ালস্থিত একগাছি যষ্টির উপর পড়িল। এত ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া তাঁহার মনে কিছুমাত্র ভাবান্তর হয় নাই, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র যষ্টি গাছটি দেখিয়াই তিনি একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন! কিছুক্ষণ পরে দুর্গা-দাসের দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন—"তুমি এ ভয়ঙ্কর যুদ্ধাস্ত্র সকলের মধ্যে এই ক্ষুদ্র ছড়ি গাছটি রেখেছ কেন ? তারা—তারা—কুলকুণ্ডলিনী মা আমার।"

দুর্গাদাস ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন— "উহা ক্ষুদ্র ছড়ি নয়। এটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভীষণ অস্ত্র।"

পাহাড়ী। কি রকম ? তারা— তারা।

দুর্গাদাস। এটি যুদ্ধ-অস্ত্র নয় বটে, কিন্তু গোপনে কাকেও হত্যা করতে হলে, এমন সুন্দর অস্ত্র আর দ্বিতীয় নাই। এই অস্ত্র যাকে স্পর্শ করবে, তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে। অস্ত্রাঘাতের বিশেষ কোন চিহ্নও দেখতে পাবে না। সর্পাঘাতের যেরূপ চিহ্ন—এ অস্ত্রাঘাতের চিহ্নও সেই-রূপ, সুতরাং সর্পাঘাতের মৃত্যু বলেই লোকের ভ্রম হবে। তবে সর্পাঘাতের সঙ্গে তফাৎ এই—সর্পাঘাতের রোগী বরং কিছুক্ষণ জীবিত থাকে, কিন্তু ইহা স্পর্শমাত্র মৃত্যু হয়। পাহাড়ী রাজারা কোন ক্ষমতাশালী সর্দ্দারকে গুপ্তহত্যা করতে হলে, এই অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন।

পাহাড়ী। এ অস্ত্রের নাম কি?

দুর্গাদাস। পাহাড়ীনাম কি তা জানি না, কিন্তু এ অস্ত্রের আমি নামকরণ করেছি—মৃত্যুবাণ।

পাহাড়ী। এ ছড়ি স্পর্শ মাত্রেই মৃত্যু হয় কি করে?

তখন দুর্গাদাস একটা টুলে উঠিয়া দেওয়াল হইতে সেই ছড়ি স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং ছড়ির গজদন্ত নির্ম্মিত বাঁট দৃঢ় মুষ্টিতে টিপিয়া ধরিলেন। তৎ-ক্ষণাৎ ছড়ির অগ্রভাগ হইতে সর্প জিহ্বার ন্যায় একটি সরু ফলা বাহির হইল, দেখা গেল। সেই অগ্রভাগ পারে? বাবাকে দেখাইয়া দুর্গাদাস অধিকাংশ "দেখুন পাহাড়ী বাবা, এই হইতেই জিহ্বার মতন সরু ফলা এখন ভাগিনেয় ফাঁপা। ইহারই ভিতর স্থাবর সম্পত্তি বিষ এই বাঁটটা খুলে বিষ্কার করিয়া মুখে দেওয়া যায়। সেই সে সকল অক যে, এক ফোঁটার দিন থাকিতে অংশও যদি কোন ব্যক্তির মধ্যেই রাম

সহিত মিশ্রিত হয়, তা হলেও তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।"

এই কথা বলিয়া দুর্গাদা সে দৃঢ় মুষ্টি ঈষৎ শিথিল করিলেন, আর তৎক্ষণ সেই যষ্টির অগ্রভাগস্থিত ফলা ·নশার অদৃশ্য হইয়া গেল! পাহাড়ী বাবা এখন সেই সে যষ্টিটি লইয়া পরীক্ষা করে এবং এমন তার পর দুর্গাদাসের মুখপানে করিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ রামেরই কিন্তু এক "দুর্গাদাস, এ মৃত্যু সে পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ তারা—তারা।" র কথন মিথ্যা কথা

দুর্গাদাস শি

"আমার ক্ষমা। দুর্গাদাসের গৃহ হইতে কষ্টে চিরস্থ পর, এই রামের সহিত পথে করেছি। ৎ হইল। রাম গুরুদেবকে জিনিস।" থিমধ্যেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম

পাহ ং করযোড়ে নিবেদন করিল—থাকছে, বাবা, আজ সকালে কেওড়া-কাছে পনার দর্শন না পেয়ে আমার কুণ্ডলি হয়েছে। প্রভু, মার বাড়ীতেও দুর্গ অনেক খোঁজ করলুম, কিন্তু পাহাড়ী আপনাকে দেখতে পেলুম না। পদ কষ্ট তা আর আপনাকে কি দিব?"

পাহাড়ী বাবা ভক্তের ভক্তি পরীক্ষার জন্য কহিলেন—"আমায় না দেখতে পেয়ে কেন এত কষ্ট হলো রাম?"

রাম। আজ্ঞে, আপনি অন্তর্য্যামী, সমস্তই জানতে পারছেন। মৌতাতের সময় আপনাকে দেখতে না পেলে আমার বড়ই কষ্ট হয়।

পাহাড়ী। সকাল বেলাই তোমার কিসের মৌতাতের সময় রাম? তারা—তারা।

রাম। আজ্ঞে, সে বিষয়ে রাম কারও বাধ্য নয়। যা হয়, একটা রকম হলেই

হলো। প্রভুর যেরূপ অনুমতি হতো, এ দাসের তাতেই আনন্দে কেটে যেতো।

পাহাড়ী। আমি কি তা জানি রাম? তা জান্‌লে আমি নিশ্চয় তোমার মৌতাতের একটা ব্যবস্থা না করে কোথাও যেতুম না। তারা—তারা।

রাম। আজ্ঞে, ভক্তের প্রতি আপনার এই রকম দয়াই বটে। তা না হলে রাম ঘোষ কারু চেলা হয় না প্রভু। যার দৌলতে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর এখানে শুভাগমন হয়ে থাকে, কিন্তু রামচন্দ্র কাকেও ভ্রূক্ষেপ করেন না বাবা।

পাহাড়ী। আচ্ছা রাম, আমি ত দেখ্‌ছি, অন্ততঃ প্রতিদিন আট গণ্ডা পয়সা না হলে আর তোমার মৌতাত চলে না। তা এ পয়সা তুমি পাও কোথায়?

রাম। কেন, মা দেন। পূর্ব্বে বিষয় টাকা কড়ি আমার অনেক ছিল পাহাড়ী বাবা, এখন কেবল মা আছেন। মার এম্‌নি মাহাত্ম্য কালীঘাটে আমার মত নেশাখোরের নেশার পয়সা কখনও অকুলান হয় না পাহাড়ী বাবা। এখানে হাত পাতিলেই পয়সা। আর মা যে দিন না দেন, সে দিন চুরি করি। নেশাত আর কামাই যেতে পারে না? এই দেখুন না—সকাল বেলা যাত্রী নেই, এখন আমায় কে ভিক্ষা দেবে? তাই সকাল বেলায় আপনার শরণাগত হই—আর আপনার দেখা না পেলে কাজেই চুরি আমায় কর্‌তে হয় বই কি। নেশাত আর বন্ধ রাখতে পারা যায় না?

পাহাড়ী। আচ্ছা, তোমার আহারাদির কিরূপ বন্দোবস্ত হয় রাম? তারা—তারা।

রাম। আজ্ঞে, আমিত পূর্ব্বেই বলেছি ভোজের সন্ধান পাই, তা কালীঘাট, ভবানীপুর, চেতলা যায় বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত যে দিন কোন বাড়ীতে ভোজ থাকে, রাম সেই দিন সেই খানে গিয়া হাজির হন। সে দিন আর মায়ের প্রসাদ রামের মুখে রোচে না।

পাহাড়ী। তা হক রাম, তুমি যে চুরি কর কথাটা বল্‌লে, সেটাত ভাল কাজ নয়। তারা—তারা।

রাম। আজ্ঞে তা কি আমি জানি না প্রভু—আমি তা বিলক্ষণ জানি। 'চুরি করা বড় দোষ'—একথা আমিও ছেলে বেলায় পড়েছি, তবে আমার চুরি করায় কিছু নূতনত্ব আছে প্রভু। আমার গাঁজার জন্য দুটি পয়সার আবশ্যক হয়েছে, তোমার লাক টাকা পড়ে থাকলেও আমি তার মধ্য থেকে মার নাম করে, কেবল দুটি পয়সাই চুরি কর্‌বো। দুটি পয়সার জায়গায় কখন তিনটি পয়সা চুরি কর্‌বো না। মা চুরি করালেই করি, তা নইলে কখনও রামচন্দ্র ঘোষ চুরি করে না পাহাড়ী বাবা।

পাহাড়ী। তুমি মহামায়াকে চেন?

রাম। খুব চিনি। সে যে আমার আর এক মা। আমায় কত যত্ন করে খাওয়ায়। পয়সা কড়ি চাইলেও দেয়।

পাহাড়ী। সে বাড়ীতে লোহিয়া বলে একজন পাহাড়ী স্ত্রীলোক আছে জান?

রাম। তাকেও খুব জানি। কিন্তু সে মাগী বড় ভাল লোক নয়। আমি বাড়ীতে গেলে আমায় তাড়াতে পার্‌লে যেন বাঁচে।

পাহাড়ী। আচ্ছা, এবার থেকে সেও তোমায় যত্ন করবে। তুমি এখনই তাকে আমার নাম করে বল, আমি গঙ্গাস্নান ... গঙ্গার চড়কডাঙ্গার ঘোড়ের

উপর অপেক্ষা করবো। যে যেন অ সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

রাম। যে আজ্ঞে, আমি সে কাজ এখনই করছি। কিন্তু তার পর প্রভুর দর্শন পাবো কোথায়?

পাহাড়ী। কালীবাড়ীর নাট মন্দিরে। তারা—তারা।

সেই কথা শুনিয়া রাম পূর্ব্বমুখী হইল, আর পাহাড়ী বাবা বরাবর পশ্চিমমুখে আসিয়া আদি গঙ্গায় স্নান করিলেন। স্নানান্তে তিনি যখন চড়কডাঙ্গার মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন —লোহিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পাহাড়ী বাবাকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া লোহিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। তিনি চরণ দ্বারা লোহিয়ার মস্তক স্পর্শ করিলেন। লোহিয়া আনন্দে ও ভক্তিরসে যেন গলিয়া গেল। পাহাড়ী বাবা লোহিয়ার কাণে কাণে কি কথা বলিলেন। লোহিয়া স্থির হইয়া তাহা শুনিল। তার পর পাহাড়ী বাবা যখন কহিলেন—"পারবিতো লোহিয়া? তারা —তারা।"

তখন লোহিয়া উত্তর করিল—"কেন পারবে না পাহাড়ী বাবা? আপনার যব্ হুকুম আছে, তব্ কেন পারবে না?"

"আচ্ছা, খুব সাবধান—এখন তবে যাও।"—এই কথা বলিয়া পাহাড়ী বাবা দক্ষিণ মুখে কালীঘাটের দিকে চলিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাদাসের মাতুলের জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভৈরব ঘোষাল মহাশয়ের নাম আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সে স্থলে তাঁহার বিশেষ কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই। দুর্গাদাসের সহিত বিবাহের উপযুক্ত কাল সম্বন্ধে যে কেবল তাঁহার মতের অনৈক্য ছিল, তাহা নহে। এদিকে তিনি একজন ব্যবসাদার না হইলেও এই ঘটকালী কার্য্যে তাঁহার উৎসাহের সীমা ছিল না। বিশেষতঃ কন্যাদায় ভারগ্রস্ত ব্যক্তির কন্যাদায় উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। এ অবস্থায় কেহ তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে, তখন ঘোষাল মহাশয়ের আহার নিদ্রা একবারে বন্ধ হইয়া যাইত। আর কেবল কন্যাদায় কেন? কেহ কোনরূপ বিপদে পড়িয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি যেরূপ উৎসাহের সহিত সে কার্য্যে প্রাণপণ করিতেন, যাহার কার্য্য সে ব্যক্তি নিজেও সেরূপ কষ্টস্বীকার করিতে পারিত না। তবে অনেক সময় গুণও দোষে পরিণত হইয়া থাকে। ঘোষাল মহাশয় সময় সময় প্রায়ই পরের কার্য্য করিতে গিয়া নিজের কার্য্য সমস্তই ভুলিয়া যাইতেন।

এদিকে তাঁহার সাংসারিক অবস্থাও সেরূপ স্বচ্ছল ছিল না। যৎকিঞ্চিৎ পৈত্রিক আয় হইতে কোনরকমে অতি কষ্টে তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু সে পক্ষে ঘোষাল মহাশয়ের কোন লক্ষ্যই ছিল না।

যেদিন পাহাড়ী বাবা দুর্গাদাসের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহার পর দিন প্রাতঃকালে অতুল ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ী আসিয়া "ঠাকুর-দা, ঠাকুর-দা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে একবারে অন্দরের ভিতর উপস্থিত হইলেন। ঘোষাল মহাশয় তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু অতুলকে দেখিয়া তাঁহার আর গন্তব্য স্থানে যাওয়া হইল না। তিনি আহ্লাদে

নাই ঠাকুর-দা। পাত্র তোমার ঠিকই
আছে।
না। ঘোষাল। তবে সে পাত্রে মেয়ে দিতে
ীর মার মত কি হয় না?
আপনা অতুল। পাত্রীর মারও খুব মত
হবার যো আর পাত্র ও পাত্রী পরস্পরেরও
যে দিন অতন হয়েছে।
তারই। ষাল। তবে ত এ একখানা
ঠাকুর-দা সই বটে। এখন বুঝি কেবল এক
—সে পাওনায় আট্‌কাচ্ছে?
এখ অতুল। তাতেও কিছু আট্‌কাচ্ছে
না।

ঘোষাল। তবে আর বাধাটা কি?

অতুল। আহারাদির উদ্যোগ সব ঠিক হয়ে রয়েছে। কেবল রেঁধে বেড়ে দেওয়া।

ঘোষাল। তবে আর আমার কাজ কি আছে ভাই। তোর ঠান্‌দিদিকে নিয়ে যা, ও মাগী একজন পাকা রাঁধুনী—অনেক যজ্ঞিতে রেঁধেছে।

এই কথা বলিবার পর, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িলে যেরূপ ভাব হয়, সেই-ভাবে ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—"আচ্ছা, পাত্রটী কে বল্ দেখি?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অবনতমস্তকে সলজ্জভাবে অতুল কহিলেন—"পাত্র আমি।"

স্তম্ভিত হইয়া ঘোষাল মহাশয় একবার অতুলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন! তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন—"নাতি, এ কি সত্য না তামাসা?"

অতুল কাঁদিতে কাঁদিতে তখন ঘোষাল মহাশয়ের চরণে পতিত হইয়া কহিলেন—"ঠাকুর-দা, আমার প্রাণ যায়, আমায় বাঁচাও।"

ঠাকুর-দাদাও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, তার উপায় শীঘ্রই কর্‌ছি—এখন আপাততঃ এক শিশি ভাল ঠাণ্ডা তেল এনে মাথায় দেরে ভাই। তা না হলে শীঘ্রই তোমায় সেই আলিপুরের বাগান-বাড়ীতে গিয়ে বাসের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।"

এই কথা বলিয়াই ঠাকুর দাদা তাড়াতাড়ি একখানি চাদর কাঁধে ফেলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কমলা তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল—"ওগো, তুমি কোথায় চলে যাও? আজ যে হাতে একটি পয়সা নেই—বাজার হবে কেমন করে?"

"আঃ কি আপদ! একটা শুভ কর্ম্মে চলেছি, এমন সময় পিছু ডাক্‌লি মাগী!"—এই কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘোষাল মহাশয় বাড়ী হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঘোষাল মহাশয় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দুর্গাদাসের গৃহের দিকে চলিলেন। অতুলও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। ঘোষাল মহাশয় সে বাড়ীতে পৌঁছিয়া দুর্গাদাসের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। অতুল তখন গোপনে থাকিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘোষাল মহাশয়কে দেখিয়া দুর্গাদাস কহিলেন—"মামার আর দর্শন পাওয়া যায় না, আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য যে আমার বাড়ীতে মামার পায়ের ধূলা পড়েছে।"

ঘোষাল মহাশয় উত্তর করিলেন—"কি জান বাবা, ফুরসুত পাই না যে তোমার কাছে এসে দুদণ্ড কথাবার্ত্তা কই।"

দুর্গাদাস। এত কি কাজে ব্যস্ত থাক,

বাপু যে, একবার ভাগিনেয়ের খোঁজখবর পর্য্যন্ত নিতে পার না ?

ঘোষাল মহাশয় ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন—"কি জান বাবা, যখন যে কাজটা হাতে আসে, তখন সে কাজটা সম্পূর্ণ না করে, আমি কখনই স্থির হতে পারি না। এটা বাপু, আমার বাল্যকাল থেকেই অভ্যাস।"

দুর্গাদাস। বলি—সে কাজ নিজের না পরের ?

ঘোষাল। যখন সে কাজটা করা যায়, তখন তাকে নিজেরই কাজ বল্‌তে হবে।

দুর্গাদাস। কে জানে বাপু, তুমি এ যাত্রা পরের কাজ করতেই জন্মেছিলে। পরের কাজ বা পরোপকার করা যে একটা মহৎ কাজ একথা কে না স্বীকার করবে ? কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও কাজ দেখা উচিত। আপনার অবস্থাত সে রকম নয়।

ঘোষাল। বাবা, আমি যখন যে কাজ করি, কখনও পরের কাজ মনে করে করি না। নিজেরই কাজ মনে করেই করে থাকি। সুতরাং সেটা আমার নিজেরই কাজ করা হয়। কে বলে আমি নিজের কাজ করি না ? এখন তোমার কাছে একটা কাজের জন্যই এসেছি, এটা পরের কাজ—কি নিজের কাজ—সে বিচার তুমি এখনই কর্‌তে পার।

দুর্গাদাস ঘোষাল মহাশয়ের মুখের দিকে একবার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"সে কাজটা কি আগে শুনি।"

ঘোষাল। তোমার ভাগিনেয়ের বিবাহ দিতে হবে।

দুর্গাদাস। ভাগিনেয় না ভাইপোর ?

ঘোষাল। ভাইপোও বিবাহযোগ্য হয়েছে বটে, তবে দুইজনেরই বিবাহ দিয়ে তুমি সংসারী হও।

দুর্গাদাস। আপনিত আমার মনোগত ভাব জানেন, তবে এরূপ অনুরোধ কেন করেন মামা ?

ঘোষাল। সম্প্রতি এক স্বামী-পুত্র-হীন বিধবার কন্যার বিবাহের ভার পেয়েছি বাবা—ঘরে এমন সোণারচাঁদ ছেলে থাক্‌তে কোথায় ঘুরে বেড়াব বাপু ?

দুর্গাদাস। সে পাত্রী যদি আপনার মনের মতন হয়, তবে অনুকূলের সঙ্গে আপনি সে বিবাহ স্থির কর্‌তে পারেন। অনুকূল এখন উপায়ক্ষম হয়েছে, তার বিবাহে আমার আর আপত্তি নাই, কিন্তু অতুলের এখনও পঠদ্দশা, এ অবস্থায় আমি তার বিবাহ দিতে রাজি নই। এ কথাত আপনাকে কতবার বলেছি মামা।

ঘোষাল। অনুকূলের বিবাহ ত প্রতুল চাটুর্য্যের কন্যার সঙ্গে স্থির আছে—তবে এ পাত্রীর সঙ্গে কি করে বিয়ে দেবো ?

দুর্গাদাস। প্রতুলের কন্যার বয়ঃক্রম এখনও তত অধিক হয় নাই। সে কন্যার সঙ্গে পরে অতুলের বিয়ে চল্‌তে পারে।

তখন ঘোষাল মহাশয় ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন—"তা কখনই চল্‌তে পারে না—এ বিধবার কন্যার সঙ্গে অতুলেরই বিয়ে দিতে হবে।"

এই সময় হঠাৎ দুর্গাদাসের মুখ হইতে বহির্গত হইল—"কে সে বিধবা ?"

ঘোষাল মহাশয় অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"সে বিধবা অন্য কেহ নহে—তোমারই আশ্রিতা বিমলা। আমি মহামায়ার বিয়ে অতুলের সঙ্গে দিতে ইচ্ছা করি।"

দুর্গাদাস। আমি যে অনুকূলের সঙ্গে বিবাহ স্থির করে রেখেছি।

ঘোষাল। সে মকদ্দমা তোমায় এখন পরিত্যাগ করতে হবে।

দুর্গাদাস। আগে আমার কথাটা শুনুন—তার পর সে অনুরোধ করবেন।

ঘোষাল। কি কথা বল।

দুর্গাদাস। আমার যা কিছু আছে—আমার ভাগিনেয় অতুলইত তার শাস্ত্র ও আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারী। কিন্তু অনুকূলের কিছুই নাই—সমস্তই আমার ভায়া নষ্ট করে গিয়েছেন। সে সকল কথাত আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এখন আমার মনের ভাব এই—শিবনাথ দাদার কন্যার সঙ্গে অনুকূলের বিবাহ দিলে, শিবনাথ দাদার যা কিছু আছে—তা অনুকূলেরই প্রাপ্য হবে। শিবনাথ দাদাও বিলক্ষণ দশ টাকা রেখে গিয়েছেন। এখন আমার উদ্দেশ্য বুঝেছেন?

ঘোষাল। বুঝেছি—কিন্তু বুঝেও তোমার মতে মত দিতে পারি না। তার কোন গূঢ় কারণ আছে।

বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে ঘোষাল মহাশয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া দুর্গাদাস কহিলেন—"কি গূঢ় কারণ মামা?"

ঘোষাল। প্রথমে সে কথা তোমায় বলবো না মনে করে ছিলাম, এখন কিন্তু দেখ্‌ছি সকল কথা তোমায় খুলে বলাই ভাল। প্রথমতঃ বিমলার একান্ত ইচ্ছা অতুলকে কন্যা সম্প্রদান করা। আর কেবল বিমলার ইচ্ছা নয়—এর ভিতর আরো কিছু রহস্য আছে।

বিশেষ আগ্রহের সহিত দুর্গাদাস কহিলেন—"আবার কি রহস্য আছে মামা?"

ঘোষাল। সে একটা ভালবাসার রহস্য। অতুল মহামায়াকে প্রাণের সহিত ভালবাসে আর মহামায়াও অতুলকে প্রাণের সহিত ভালবাসে।

"সেকি!"—বলিয়া দুর্গাদাস কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ঘোষাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"দেখ বাবা, এ তোমাদের সেই ইংরাজী মতের ফল। ইংরাজী শিক্ষিত বাবুরাইতো বাল্যবিবাহ সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকর বলে চীৎকার করে থাকেন—এ সেই চীৎকারেরই ফল। ইংরেজী মতে যৌবন-বিবাহ দিতে গেলেই এরূপ ঘটনা সচরাচরই ঘটে থাকে। তোমার ইংরেজী সমাজই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুতরাং এস্থলে এরূপ ঘটনার আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। তোমরা যে সমাজের অনুকরণ করবে—সেই সমাজের নিত্য ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাবে কি করে বল।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর দুর্গাদাস কহিলেন—"এখন উপায়!"

ঘোষাল। উপায়ের কথাত আমি পূর্ব্বেই বলেছি। এখন উভয়ের বিয়ে দেওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। তা নইলে ছেলেটার মাথা খাওয়া হবে—তার পড়া শুনা সব ঘুচে যাবে—আর মেয়েটাকেও চিরজীবনের জন্য অসুখী করা হবে।

দুর্গাদাস। এ যে আমার উভয় সঙ্কট দেখ্‌ছি। আচ্ছা, এ সংবাদ আপনি কোথায় পেলেন?

ঘোষাল। সে কথাটা নাই বা বল্লুম।

দুর্গাদাস। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনার ভ্রম ত হয় নাই?

ঘোষাল। না—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে বিমলার কাছে তোমার মামীকে একবার পাঠিয়ে দিয়ে—আমার বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করবো মনে করেছি। কিন্তু যদি অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায়, তবে তোমার কি মত আমায় বল।

দুর্গাদাস। অবশ্য এরূপ দাঁড়ালে তখন আমার মতের ত আর কোন আবশ্যক করবে না—তখন আপনি যা ভাল বিবেচনা করবেন।

"তবে এখন আমি আসি বাবা।"—এই কথা বলিয়া ঘোষাল মহাশয় বাহিরে আসিলেন। সেখানে অতুলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অতুলের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন—তাঁহাদের কথাবার্ত্তা সে গোপনে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিয়াছে। কিন্তু সেই কথাটাই পুনরায় ঘোষাল মহাশয়ের মুখে শুনিবার জন্য অতুল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মামা বাবুর মত কিরূপ বুঝ্‌লেন ঠাকুরদা।"

ঠাকুরদাদা উত্তর করিলেন—"তাঁকেত কিছুতেই রাজি করতে পার্‌লাম নারে ভাই।

এই কথায় অতুলের সেই প্রফুল্ল মুখ তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণ হইয়া গেল। অতুল নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় পুনরায় ঠাকুরদাদা কহিলেন—"কেন তুমিত আড়ালে দাঁড়িয়ে সকল কথা শুনেছত।"

অতুল শুষ্কমুখে বিকৃতস্বরে কহিলেন—"আমি ত অন্য রকম শুনেছিলাম ঠাকুর দা। তবে আমার শুন্‌তেই ভুল হয়ে থাক্‌বে।"

ঠাকুরদাদা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"তোমার শুন্‌তে ভুল হয় নাইরে শালা। তুমি যা শুনেছ সেই ঠিক। কিন্তু দেখ শালা—আমি এ মিলন ঘটিয়ে দিতে পারলে; আমার কিন্তু বখ্‌রা দিতে হবে। সে শালী যে সুন্দরী—আমি ঘটকালী আদায় না করে ছাড়বো না ভাই।"

তখন অতুল পুনরায় প্রফুল্লমুখে ঠাকুরদাদাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে রাখিলেন। ঠাকুরদাদা আহ্লাদে আটখানা হইয়া সস্নেহে অতুলের মস্তকে হাত বুলাইতে গেলেন। কিন্তু এই সময় এদিকে তাঁহার কটিবন্ধ হইতে পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া পড়িয়া গেল!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তার পর ঠাকুরদাদা বাড়ী আসিলেন। বাড়ী পৌঁছিয়াই তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া গৃহিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার রান্না হয়েছে?"

গৃহিনী কর্ত্তার ভাবগতিক দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া কহিল—"তোমার এরই মধ্যে ক্ষিধে পেয়েছে নাকি? সন্ধ্যা-আহ্নিক হয়েছে, এখনও স্নানত বাকি আছে। আজ কি স্নান করবে না?"

কর্ত্তা কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"এই কি তোমার আমার কথার উত্তর হলো? আমি কোথা জিজ্ঞাসা করলুম—রান্না হয়েছে? তুমি তার উত্তর দিলে কি না ক্ষুধা—সন্ধ্যা—আহ্নিক—স্নান—একবারে সাতকাণ্ড রামায়ণ আরম্ভ করলে। এই শোন, আমার সে সকল আজ আর কিছুই হচ্ছে না, যতক্ষণ না তুমি একটি কাজ কর।"

গৃহিনী যেন এবার একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল—"কি কাজটা বল না।"

কর্ত্তা। একবার মহামায়ার মায়ের কাছে যাও দেখি। আমাদের অতুলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবার তাঁর ইচ্ছা আছে কি না—একবার জেনে এস দেখি। আর দেখ,—পার যদি মহামায়ার মনের ভাবটাও একবার জেনো। অতুলের সঙ্গে বিয়ে হলে, তার মনের মতন বর হয় কি না সেটাও জেনে এসো।

গৃহিণী। তা আসবো—এখনই ত নয়।

কর্ত্তা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন— "এখনই নয় কি রকম। এখনই—এই মুহূর্ত্তেই যেতে হবে।"

গৃহিণী। তা রাঁধতে রাঁধতেই? আমি উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছি যে।

কর্ত্তা। তা উনুনে হাঁড়ি চাপালে কি আর নামাতে পার না?

গৃহিণী। তোমার এত তাড়াতাড়ি কিসের? বল—আজই ত আর বিয়ে হচ্ছে না?

কর্ত্তা। তা না হক, একটা স্থির যত-ক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছি না।

গৃহিণী। তবে তুমিই নিজে যাওনা কেন?

কর্ত্তা। আমি গেলে যদি সে কাজ হতো, তবে এতক্ষণ বাড়ী এসে তোমার সঙ্গে বাজে কথায় সময় নষ্ট করতুম না। এতক্ষণ কাজের কথা জেনে ঘরে ফিরে আসতে পারতুম। আমার সঙ্গে কি মহা-মায়ার মা কথা কয়, যে আমি গিয়ে তার মনের ভাব জেনে আসবো? আর সে বাড়ীতে অন্য কেউ পুরুষও নেই। থাক্-বার মধ্যে আছে—সেই পাহাড়ে মাগী। সে মাগীর সঙ্গে কথা বলা দূরে থাকুক, সে মাগীর জন্যে আমারত ওবাড়ীতে যেতেই ভয় করে। চাকরাণী ত নয়, ঠিক যেন একটা ডাল-কুত্তা বাড়ীর দরজা গোড়ায় বেঁধে রেখে দিয়েছে।

গৃহিণী। তা এমন উৎকণ্ঠার সময় কেন? খাওয়া দাওয়ার পর আমিই যাবো।

কর্ত্তা। তুমি সে কথা জেনে না এলে, আমিত আমার খাওয়া দাওয়া কিছুই হবে না। আরে মাগী, তোর খাওয়া দাওয়াটাই কি বড় হলো?

এইবার গৃহিণী একটু ক্রোধভরে কহি-লেন—"তুমি 'মাগী—মাগী' করোনা বলছি।"

কর্ত্তা তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন— "তুমি মাগী নয়ত কি মিন্সে?"

গৃহিণী। আমি কি বলছি—আমি মিন্সে। তোমার মুখে কি ভাল কথা নেই?

কর্ত্তা। ও বুঝেছি। মাগী বললে বয়েসটা কিছু বেশী হয়ে পড়ে বটে। তোমার মতন নব-যুবতীকে মাগী বলাটা আমার অন্যায় হয়েছে। হাঁ, এ কথা আমি একশোবার স্বীকার করি। ক্ষমা কর।

গৃহিণী। অত ঠাট্টা কেন গো? তোমার চেয়ে আমার বয়েসত কম।

কর্ত্তা। দেখ, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কুলীনের ঘরেই 'বর বড় কি ক'নে বড়'—এই কথাটা খুব খাটে। যাক্ সে কথা—এখন আমার কথার কি বল? কেবল কতকগুলো বাজেকথা কয়ে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। এতক্ষণ তুমি সে কাজ সেরে ঘরে ফিরে আসতে পারতে। তুমি মহামায়ার মায়ের কাছে যাবে কি না আমায় বল।

গৃহিণী। আমি কি যেতে চাচ্ছি না? —রাঁধতে রাঁধতে কি করে যাই বল?

কর্ত্তা। আচ্ছা আমি তোমার হয়ে রাঁধছি—তুমি যাও।

গৃহিণী। তোমায় রাঁধতে হবে না। আমি ভাতের ফেনটা গেলেই যাচ্ছি। এসে রাঁধবো। তুমি গঙ্গাস্নানে যাবে ত?

কর্ত্তা। তুমি কথাটা জেনে না এলে, আমি আজ আর গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি নেই না।

গৃহিণী। আমি কত বেলায় আস্‌বো, তার পর তুমি গঙ্গাস্নানে যাবে?

কর্ত্তা। আজ আর নাই বা গেলে গেলুম। এই শুভ কর্ম্মটা স্থির কর্‌তে পারে, ঘরে বসেই যে আমার গঙ্গা-স্নানের ফল হবে।

গৃহিণী তখন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রন্ধনশালায় চলিয়া গেলেন। সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া মহামায়াদের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বিমলা সে সময় পূজা আহ্নিকে ব্যস্ত ছিলেন। সেই কারণ, কমলাকে মহামায়াই অভ্যর্থনা করিল। কমলা মহামায়াকে এক নিভৃত গৃহে লইয়া গেল। প্রথমে কমলা তাহার জননীর কথাই জিজ্ঞাসা করিল। তার পর অন্যান্য দুই চারিটি বাজে কথার পর, কমলা আসল কথা পাড়িল। বলিল—"দেখ মহামায়া, তোর ঠাকুরদাদা, তোর একটা ভাল সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে। তারা জয়-নগরের জমিদার—খুব বড় লোক। ছেলেটিও দেখ্‌তে কার্ত্তিকের মতন। তোর সে বর পছন্দ হবে ত?"

কমলার কথা শুনিয়া মহামায়ার মুখ-খানি শুকাইয়া গেল। বিষণ্নমুখে মহামায়া কহিল—"আমিত বিয়ে কর্‌বো না।"

কমলা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"সে কিলো—বিয়ে করবি না কি! তুই যে তোর মায়ের এক মেয়ে। তুই চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌বি কি করে?"

মহামায়া উত্তর করিল—"পাহাড়ী বাবা বলেছেন—আমায় বিয়ে কর্‌তে নেই।"

কমলা। আর যদি অতুলের সঙ্গে তোর বিয়ের সম্বন্ধ করি?

মহামায়া অবনতমস্তকে চুপ করিয়া রহিল। কমলার এ কথার আর কোন উত্তর দিল না। কমলা বলিতে লাগিল—"দেখ্ মহামায়া, তোর দাদা অতুলের সঙ্গেই তোর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছে। আজ সকালে সে আমাদের বাড়ী এসেছিল। তোর দাদাকে দিয়ে সে, তার মামাকে তোকে বিয়ে কর্‌বার কথা জানিয়েছিল। তার মামারও মত হয়েছে। এখন তোদের মত হলেই সে বিয়ে হয়। আমি সেই কথাই জান্‌তে এসেছি। তোর মত আছেত?"

মহামায়ার মস্তক ক্রমেই অধিকতর অবনত হইয়া আসিতে লাগিল। তার পর কমলা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—মহামায়ার মস্তকতলস্থ ভূমি অশ্রুসিক্ত হইয়াছে এবং তখনও তাহার চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া অশ্রু পতন হইতেছে! এই সময় বিমলা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। মহামায়া জননীকে দেখিয়া আর সে স্থানে রহিল না, ছুটিয়া সে গৃহ হইতে অন্তরে পলায়ন করিল। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখ—মহামায়া আর সে লজ্জাহীনা সরলা বালিকা নয়।

বিমলা কমলাকে দেখিয়া বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিল। অন্যান্য দুই চারি কথার পর, কমলা কহিল—"দেখ মহামায়ার মা, তোর মেয়ের বের কি করছিস্ বল্?"

বিমলা উত্তর করিল—"আমি আর কি কর্‌বো মা। ঠাকুরপোর ওপর ভার দিয়েছি, তিনিই যা হয় কর্‌বেন।"

কমলা। কেন তোমার ঠাকুরপোর ঘরেইত ছেলে রয়েছে। দুর্গাদাসের ভাগ্‌নে অতুলের সঙ্গে তোর মেয়ের বিয়ে দেনা?

বিমলা। আমার কি তেমন অদৃষ্ট হবে মা! অতুলত সোণার ছেলে। বাব

ভাগ্যি খুব ভাল হবে, সেই অমন ছেলে জামাই কর্‌বে।

কমলা। তবে অতুলকে মেয়ে দিতে তোর খুব মত আছে?

বিমলা। সে কথা কি একবার করে বল্‌তে মা!

কমলা। তবে এই মাসেই তোর মেয়ের সঙ্গে অতুলের বিয়ে হবে। আমাদের কর্ত্তা সে ভার নিয়েছেন। তুমি এখন বিয়ের উদ্‌যোগ কর।

এই কথা বলিয়া কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। বিমলা আনন্দে অধীর হইয়া কমলার পদধূলি গ্রহণ করিল। কমলা গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিল—লোহিয়া গোপনে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছে। কমলাকে দেখিয়া লোহিয়া প্রথমে একটু থতমত খাইল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই সে ভাব গোপন করিল। লোহিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বাড়ীর বাহিরে আসিয়া কমলাকে কহিল—"মহামায়ার সাধি হামি হোতে দেবে না।"

কমলা বিস্মিতনেত্রে পশ্চাতে একবার লোহিয়ার দিকে চাহিয়া মনে মনে কহিল "এ মাগী বলে কি গো!"

লোহিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল—"হামি দেখ্‌বে—তোমাকে দেখ্‌বে, আর তুহার খসমকে বি দেখ্‌বে। হুঁসিয়ার—খুব হুঁসিয়ার থাক্‌বে।"

যে ভাবে লোহিয়া এই কয়েকটি কথা কহিল, তাহাতে কমলার মনে বড়ই ভয় হইল। কমলা তখন ভয়ে আরো দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় পথিমধ্যে রামচন্দ্রের সহিত লোহিয়ার সাক্ষাৎ হইল। তখন লোহিয়া আর কমলার পশ্চাৎ অনুসরণ না করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এই অবসরে কমলা চলিয়া গেল। রামচন্দ্রও লোহিয়ারই অনুসন্ধানে চলিয়াছিল, পথের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ায় সেও আর অগ্রসর হইল না। রামচন্দ্র লোহিয়াকে কহিল—"লোহিয়া, পাহাড়ী বাবা তোমায় একটা কথা স্মরণ করে দিতে বলেছেন।"

লোহিয়া। আগ্রহের সহিত কহিল—"সে কি কথা আছেরে রামচন্দ্?"

রামচন্দ্র উত্তর করিল—"মৃত্যুবাণ।"

লোহিয়া বিস্ফারিতনেত্রে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে কহিল—"মৃত্যুবাণ!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পর দিন সন্ধ্যার সময় অতুলের সহিত অনুকূলের নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল। অনুকূল কহিলেন—"অতুল, তুমি ভৈরব ঠাকুর-দাকে মুরব্বী ধরে, যা কর্‌ছ, আমি সে সব জান্‌তে পেরেছি। তোমার কি মৃত্যুভয় নাই?"

অতুল উত্তর করিলেন—"জান্‌তে যদি পেরে থাক, তবে ভালই হয়েছে। বাস্তবিকই আমার মৃত্যু-ভয় নাই। এতে মহামায়ার প্রতি আমার অসীম ভালবাসাই প্রকাশ পাচ্ছে। ভরসা করি—এ সকল জেনে শুনে আর তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না।"

অনুকূল। তোমায় আমি বুদ্ধিমান বলে জান্‌তুম, কিন্তু তোমার এইরূপ কথা শুনে আমার এখন মনে হচ্ছে, তোমার মতন নির্ব্বোধ আর এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। নিজের মৃত্যু ভয় কর না? ক্ষুদ্র পতঙ্গ হয়ে জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ?

অতুল। আমি মহামায়াকে না পেলে

এ প্রাণই যখন রাখ্‌বো না, তখন আর মৃত্যুভয় কেন করবো? মহামায়া এক দিনের জন্য আমার হলে, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারি।

অনুকূল। তুমিত হাস্‌তে হাস্‌তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে, কিন্তু তার পর সেই হতভাগিনী বালিকার দশা কি হবে—সে কথা কি একবার ভেবেছ? নিজের এক দিনের সুখের জন্য তাকে চিরজীবনের জন্য দুঃখিনী করবে? এই কি তোমার ভালবাসা? এর নাম ভালবাসা না স্বার্থপরতা?

অতুল। দেখ অনুকূল, তুমি যখন আমার ভালবাসার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী, তখন তোমার মুখে এ সকল কথা শোভা পায় না। তুমি মুখে আমার প্রতি ভালবাসা দেখাচ্ছ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেবল নিজের ভালই খুঁজ্‌ছ। স্বার্থপরতার কথা যখন তুলেছ, তখন তোমার মতন স্বার্থপর আর কে আছে? নিজের বুকে হাত দিয়ে কথা কও। পাহাড়ী বাবার কথায় আমি যখন কিছুমাত্র বিশ্বাস করি না, তখন তুমি মিছামিছি কেন এ সকল কও? আমার মঙ্গলের জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন? আমি সব বুঝি—আমি সব জানি।

এমন সময় সেই গৃহের বাহিরে প্রতিধ্বনি হইল—"মৃত্যুবাণ—আমার মৃত্যুবাণ কোথায় গেল!" এ যে স্বয়ং কর্ত্তা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কণ্ঠস্বর! অতুল ও অনুকূল উভয়েই সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল! সে প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতে দুর্গাদাস সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং প্রবেশ করিয়াই উভয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অতুল, অনুকূল, তোমরা আমার মৃত্যুবাণ কোথায়, জান?"

উভয়েই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাহি করিতে লাগিল—কর্ত্তার প্রশ্নের কেহই কোন উত্তর দিতে পারিল না। দুর্গাদাস অধীর হইয়া পুনরায় কহিলেন—"আমার মৃত্যুবাণ কোথায় উত্তর দাও।"

এই কথা বলিয়াই দুর্গাদাস প্রথমে সতৃষ্ণ নয়নে একবার অনুকূলের প্রতি চাহিলেন। অনুকূল তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"আমি জানি না।"

তার পর মুহূর্ত্তেই অতুলের দিকে চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ অতুল বিস্মিতস্বরে কহিলেন—"আপনার মৃত্যুবাণ!"

উন্মত্তভাবে দুর্গাদাস উত্তর করিলেন—"হাঁ, আমার মৃত্যুবাণই বটে। কারণ, সে অস্ত্র না পেলে আমি আমার প্রাণই রাখ্‌বো না।"

অনুকূল। যেখানে ছিল সেখানে নাই?

দুর্গাদাস। না।

অনুকূল। তবে নিশ্চয়ই কেউ চুরি করেছে।

দুর্গা। সে দিন পাহাড়ী বাবা আমার কাছে সেটি ভিক্ষা চেয়েছিল। কিন্তু আমি দিই নাই।

এই সময় অতুলের মুখ হইতে হঠাৎ বহির্গত হইল—"তবে এ সেই পাহাড়ী বাবারই কাজ।"

সে কথা শুনিয়া অনুকূল কহিলেন—"অসম্ভব।"

দুর্গাদাস কাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া বাড়ীর সমস্ত ভৃত্যকে ডাকাইলেন এবং প্রত্যেককে মৃত্যুবাণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই কিন্তু উত্তর করিল—তাহারা সে অস্ত্র সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তখন তিনি কহিলেন—"আমি কালও সে অস্ত্র দেওয়ালে দেখেছি, সুতরাং কাল

চুরি যায় নাই—আজই চুরি গিয়াছে। তোম্‌রা আজ পাহাড়ী বাবাকে এ বাড়ীতে কেহ আস্‌তে দেখেছ কি?"

প্রত্যেকেই উত্তর করিল—"সেই এক দিন মাত্র তাঁকে এ বাড়ীতে আস্‌তে দেখেছি, আজ তাঁকে এ বাড়ীতে দেখি নাই।

তখন অনুকূল কহিলেন—"পাহাড়ী বাবা সাধু লোক, তার নামে এরূপ অপবাদ দেওয়া বড়ই অন্যায়।"

অতুল এই সময় কহিলেন—"পাহাড়ী বাবা নিজে যদি চুরি না করে থাকেন, তবে কাহারদ্বারা সেটি নিশ্চয়ই হস্তগত করেছেন।"

অনুকূল। তার প্রমাণ কি?

অতুল। পাহাড়ী বাবা যখন অস্ত্রটি ভিক্ষা চেয়েছিলেন, তখন সে জিনিষে নিশ্চয়ই তাঁর আবশ্যক আছে। অন্য কারু সে জিনিষে যে আবশ্যক আছে—এ কথাত আমার মনে বিশ্বাস হয় না। এত অস্ত্র ঐ ঘরে থাক্‌তে কেবল সেই অস্ত্রটী চুরি যাবে কেন? নিজে চুরি না করলেও অন্য লোকে তাঁরই জন্য চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।"

দুর্গাদাস কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে সে লোক? আজ কোন বাহিরের লোক আমাদের বাড়ী এসেছিল তোম্‌রা জান?"

কেহ আর সে কথার উত্তর দিল না। সকলেই বিষণ্ণ মনে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। শেষে অতুল কহিলেন—"লোহিয়া আজ আমাদের বাড়ী এসেছিল নয়?"

তখন এক জন ভৃত্য উত্তর করিল—"হাঁ, আজ সন্ধ্যার সময় তাকে এ বাড়ীতে আমি দেখেছি।"

অতুল। এ তবে তারই কাজ।

অনুকূল। কোন্ দিন না আসে? সেত প্রায় প্রত্যহ আসে।

অতুল। আমার বিশ্বাস—তারই দ্বারা পাহাড়ী বাবা সে মৃত্যুবাণ চুরি করেছেন।

অনুকূল। আচ্ছা, সে এ বাড়ীতেই এসেছিল। কাকা বাবুর বৈঠকখানায় কেউ তাকে যেতে দেখেছ কি? সে ঐ ঘরে কেন যাবে?

তখন সে প্রশ্নের আর কেহ কোন উত্তর দিল না। দুর্গাদাস কহিলেন—"কে চুরি করেছে—সে কথা চক্ষে না দেখ্‌লে বলা যায় না। কিন্তু তোমাদের সকলকেই বল্‌ছি,—সে মৃত্যুবাণ আমার নাই। পুলিসে সংবাদ দিলে, এখনই সকলকে ধরে টানাটানি করবে, অথচ ফল কিছুই হবে না। যে সে মৃত্যুবাণের সন্ধান আমায় এনে দিতে পারবে, আমি তাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করবো।"

এই কথা বলিয়া দুর্গাদাস সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। ভৃত্যেরাও যে যাহার কার্য্যে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কেবল অতুল ও অনুকূল সেই গৃহে বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব। দুই জনেই একটা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। শেষে অনুকূল কহিলেন—"সাবধান—অতুল, খুব সাবধান!"

অনুকূলের এই কথায় অতুলের হৃদয় গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। শঙ্কিত হৃদয়ে অতুল অনুকূলের মুখ পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনার পর প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। এই সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে অতুলের সহিত মহামায়ার

বিবাহ যে গোপনে গোপনে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছিল, সে সংবাদ অতুল জানিতেন, সুতরাং তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা ছিল না। আর অনুকূলের নিকটও এ সংবাদ গোপন ছিল না। উভয়েরই সংবাদদাতা সেই ভৈরব ঠাকুরদাদা। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কেহ এখন আর বিমলার কাছে যাইতেন না। একজন যাইতেন না—লজ্জায়, অপর জন যাইতেন না—রাগে, গায়ের জ্বালায়। তবে পাহাড়ী বাবা মধ্যে মধ্যে সে বাড়ীতে যাইতেন। যেন কোন কথা তিনি জানিতে পারেন নাই—এইভাবে যাইতেন। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নেই তিনি সেই ভাবেই গিয়াছিলেন। প্রথমেই মহামায়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এখন পাহাড়ীবাবাকে দেখিলে মহামায়া আর পূর্ব্বের ন্যায় আহ্লাদিত হয় না, বরং ভয়ে একবারে জড়সড় হইয়া পড়ে। আর তার প্রাণের ভিতরেও কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা সে অনুভব করে। সেই কারণ আজ পাহাড়ীবাবাকে দেখিয়া মহামায়ার প্রফুল্ল মুখখানি অকস্মাৎ শুকাইয়া গেল; যেন বায়ুভরে হঠাৎ একখানা কাল মেঘ দৌড়িয়া আসিয়া আকাশের পূর্ণচন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিল। পাহাড়ীবাবা মহামায়ার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"মহামায়া, আমায় দেখ্‌লেই তোমার মুখখানি শুকিয়ে যায় কেন?"

কোন কথা গোপন না করিয়া মহামায়া কহিল—"তোমায় দেখ্‌লেই আমার প্রাণের ভিতর কেমন ভয় হয় পাহাড়ীবাবা?"

পাহাড়ী। পূর্ব্বে কি এমন হ'তো?

মহামায়া। না—যখন সেখানে থাকতাম, তখনত এমন হতো না, বরং তোমায় দেখ্‌লে আহ্লাদ হতো। এখন তোমার চাহনি আমার আদৌ ভাল লাগে না। তুমি আর আমার দিকে অমন ক'রে চেয়োনা পাহাড়ীবাবা।

পাহাড়ী। দেখ মহামায়া, তোমায় যে না দেখ্‌লে আমার বড়ই কষ্ট হয়, তাই সেখানকার সব ফেলে তোমারই জন্যেই এখানে এসেছি। তোমায় যখন দেখ্‌বো বোলেই এসেছি, তখন তোমার দিকে না চেয়ে থাক্‌তে পার্‌বো কি করে? চক্ষু বুজে কি দেখা যায় মহামায়া?

মহামায়া। তবে তুমি আর আমায় দেখ্‌তে এসো না পাহাড়ীবাবা।

পাহাড়ী। ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে মহামায়া?

এমন সময় কে পশ্চাৎ হইতে কহিল—"হুঁসিয়ার—খুব হুঁসিয়ার—মহামায়া!"

উভয়ে সচকিতে চাহিয়া দেখিল—পশ্চাতে লোহিয়া! লোহিয়া আরো কহিল—"মুখ সাম্‌লে বাৎ বল্‌বে।"

পাহাড়ীবাবা লোহিয়াকে কি ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু লোহিয়া সে ইঙ্গিতের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কহিল—"মহামায়া আর হামাদের কথা শুন্‌বে না, মহামায়ার যে সাদি হোবে পাহাড়ী বাবা। তোমার জানাবে না—হামায় বোল্‌বে না—সাদি হোবে!"

পাহাড়ী বাবার মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইল—"আমি জীবিত থাক্‌তে নয় লোহিয়া।"

মহামায়ার মস্তকে যেন বিনা মেঘে এক ভীষণ বজ্রাঘাত হইল। বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় মহামায়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিল! পাহাড়ীবাবা পুনর্ব্বার লোহিয়াকে প্রশ্ন করিলেন—"কার সঙ্গে বিয়ে হবে লোহিয়া?"

লোহিয়া। অতুলের সঙ্গে সাদি হোবে।

পাহাড়ী। কবে হবে লোহিয়া?

লোহিয়া। হামি সব শুনেছে—কাল হোবে।

তখন বিস্ফারিত-সুতীক্ষ্ণ-দৃষ্টি মহামায়ার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া পাহাড়ীবাবা কহিলেন—"কখনই না—কখনই না!"

একেবারে নিশ্চল ও স্থির প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ মহামায়া দণ্ডায়মান রহিল! লোহিয়ার কাণে কাণে কি কথা বলিয়াই পাহাড়ীবাবা তখন তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। বাড়ীর বাহিরে আসিয়া একবার আকাশের পানে চাহিলেন। দেখিলেন—পশ্চিমদিকে অল্প অল্প কাল মেঘ দেখা দিয়াছে। দ্রুতগতিতে তখন একবারে দুর্গাদাসের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। সম্মুখে গাড়ি-বারান্দার নিম্নে দুর্গাদাস বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, সুতরাং তাঁহাকে আর বাড়ীর মধ্যে যাইতে হইল না। দুর্গাদাস হঠাৎ পাহাড়ীবাবাকে দেখিয়া কেমন থতমত খাইয়া গেলেন। এমন কি প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া গেলেন। পাহাড়ীবাবা সে বিষয়ে কোন লক্ষ্য না করিয়া দুর্গাদাসকে কহিলেন—"আপনি কয়েক দিন আমার অনুসন্ধান করছেন?"

প্রশ্নের কিছুক্ষণ পরে দুর্গাদাস উত্তর করিলেন—"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো বলে।"

পাহাড়ী। কি কথা বলুন।

দুর্গাদাস। আমার সেই মৃত্যু বাণটি হারিয়ে গিয়েছে—সেই কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো বলে।

পাহাড়ী। তোমার মৃত্যু বাণের বিষয় আমি কি জানি? সেই একদিন তোমার বাড়ীতে সেটিকে দেখেছিলুম। তার পর আমি আর তাহা দেখিও নাই। তোমার কাছ থেকে আমি সেটি ভিক্ষা চেয়েছিলুম, তুমি আমায় ভিক্ষা দাও নাই। তথাপি তোমার সে জিনিষটী হারিয়ে গেছে শুনে, বড়ই দুঃখিত হলেম।

দুর্গাদাস। আজ্ঞে, সত্য কথা বল্‌তে হলে—হারায় নাই—চুরি গিয়েছে।

পাহাড়ী। কে চুরি করেছে?

দুর্গাদাস। কাকেও চুরি কর্‌তে স্বচক্ষে দেখি নাই—তবে কেমন করে বল্‌বো?

পাহাড়ী। কারু উপর সন্দেহ হয়?

দুর্গাদাস। আজ্ঞে, সত্য কথা বল্‌বো?

পাহাড়ী। সত্য কথাই বল্‌বে। আমি কখন মিথ্যা কথা শুন্‌তে চাই না।

দুর্গাদাস। তবে শুনুন। আমার দুই জনের উপর সন্দেহ হয়। একজন আপনি, আর অপর জন আপনারই শিষ্যা লোহিয়া। এখন আপনি যখন বল্‌ছেন—সেই একদিন ব্যতীত আপনি সে জিনিষ আর চক্ষেও দেখেন নাই, তখন লোহিয়ার উপরই আমার সন্দেহ রয়ে গেল।

পাহাড়ী। এ দেশে এত লোক থাক্‌তে কেবল আমাদের দুজনের উপর সন্দেহ হলো কেন?

দুর্গাদাস। আপনারা দুজন ব্যতীত তার ব্যবহার আর কেহ জানে না, সুতরাং আর কেউ সে জিনিষ চুরি করবে না।

পাহাড়ী। তোমার ভাগিনেয় অতুলই কি তোমার মনে এ সন্দেহ জন্মিয়ে দিয়েছে?

দুর্গাদাস। আজ্ঞে না। তবে সে আপনার উপর বড় সন্তুষ্ট নয়।

পাহাড়ী। তার কারণ পরে টের পাবেন। আমি তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আর কোন কথা আছে কি?

দুর্গাদাস। আজ্ঞে, না—প্রণাম হই।

দুর্গাদাস এইবার প্রণাম করিলেন। এ প্রণামের অর্থ পাহাড়ীবাবাকে বিদায় করা। তিনিও তাহা বুঝিলেন, সুতরাং পাহাড়ীবাবা ধীরে ধীরে আপনার গন্তব্য-স্থানে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে পুনর্ব্বার একবার আকাশের পানে চাহিলেন। দেখিলেন—পশ্চিমাকাশের এই অল্প অল্প কাল মেঘ ক্রমেই আয়তনে বৃদ্ধি হইতেছে।

এদিকে পাহাড়ী বাবা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে অতুলকে বাড়ী হইতে বাহিরে যাইতে দেখিয়া দুর্গাদাস তাঁহার পিছু ডাকিলেন—"অতুল কোথায় যাও?"

অতুল উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে, একবার কালীঘাটের দিকে যাবো।"

দুর্গাদাস সে কথা শুনিয়া যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তায় আবার আকাশে মেঘও দেখা দিয়েছে। এ সময় নাই বা গেলে?"

অতুল। আজ্ঞে, এরূপ অসময়ে যাবার বিশেষ কারণ আছে। পাহাড়ী বাবা কেন এসেছিল মামা?

দুর্গাদাস। তিনি যে মৃত্যুবাণ চুরি করেন নাই, সেই কথা বল্‌তে।

অতুল। আপনার কি সে কথা বিশ্বাস হয়েছে?

দুর্গাদাস। সম্পূর্ণ নহে।

অতুল। তবে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করুন—পাহাড়ীবাবা সে মৃত্যুবাণ চুরি করেন নাই।

দুর্গাদাস। তবে কে করলে?

অতুল। আমি কতক কতক জান্‌তে পেরেছি। আজ রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলে, কাল আপনাকে সে সকল কথা বল্‌বো। আমি এই অসময়ে সেই সন্ধানেই চলেছি।

দুর্গাদাস। আচ্ছা, অনুকূল কোথায়?

অতুল। অনুকূল কলিকাতায় গিয়াছে।

দুর্গাদাস। আজ ফিরে আস্‌বে তো?

অতুল। ঠিক্ নাই।

দুর্গাদাস। তবে তুমি শীঘ্র এসো—আমি তোমার অপেক্ষায় রইলুম—তুমি এলে, একত্রে আহার করবো।

অতুল দ্রুতগতিতে বাহির হইলেন, আর আকাশে অমনি গুড়্ গুড়্ শব্দে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কেবল মেঘগর্জ্জন নহে, প্রবল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন-ভিন্ন কাল মেঘখণ্ড আকাশে ছুটোছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা ছুটোছুটি করিয়া কখন আয়তনে বৃদ্ধি পাইতেছিল, কখন বা পুনরায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া সে বর্দ্ধিত আয়তন আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। আকাশ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হইল। তথায় চন্দ্র বা নক্ষত্রের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া গেল না—কেবল আঁধার—কেবল গাঢ়তর অন্ধকার। তখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চিকিমিকি বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, আর থাকিয়া থাকিয়া আকাশ জুড়িয়া চক্‌চকে বিদ্যুতের ছটা আর তার সঙ্গে সঙ্গেই অমনি ভীষণ বজ্রনাদের ঘটা। সে কড়কড় নাদে প্রাণীমাত্রেই শঙ্কিত। তার পর মূষলধারে বৃষ্টি। কেবল বৃষ্টি নয়—সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় চক্‌চকানি ও আকাশ জুড়িয়া ঝক্‌ঝকানিও চলিতেছিল। সেই ঝক্‌ঝকানি আর সঙ্গে সঙ্গেই অমনি পূর্ব্বের ন্যায় কড়-

কড়ানি। কাণ যেন একবারে ঝালা-পালা! একি প্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ নাকি!

দুর্গাদাস তখনও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। সদর দরজায় দাঁড়াইয়া প্রকৃতির এই ভীষণ ক্রোধ-মূর্ত্তি দেখিতে-ছিলেন, আর এই দুর্য্যোগে অতুল না জানি কত কষ্ট পাইতেছে, সেই কথাই মনে মনে ভাবিতেছিলেন। ক্রমে সে মুষলধারে বৃষ্টি থামিয়া গেল, কিন্তু তখনও সেই বিজলীর খেলা ও মেঘের গর্জ্জন পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। এমন সময় অদূরে একটা বিকট "উঃ প্রাণ যায়" চীৎকার তাঁহার কর্ণে গিয়া প্রবেশ করিল! কি সর্ব্বনাশ! এ তাঁহারই ভাগিনেয় অতুলের কণ্ঠস্বর নয়? অতুল—অতুল—অতুল—ভাবিতে ভাবিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে দুর্গাদাসের প্রাণ একবারে আকুল হইয়া উঠিল।

আর ত কোন সাড়াশব্দ নাই! দুর্গা-দাস তথাপি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সম্মুখের রাস্তা দিয়া যে দিক হইতে চীৎকার আসিয়াছে, সেই দিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। কিছু দূর গিয়া রাস্তার উপর এক মনুষ্যমূর্ত্তি পড়িয়া আছে দেখিলেন। অন্ধকারে সেই মূর্ত্তি দেখিয়াই তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। বিদ্যুৎ চমকিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে এক ভীষণ বজ্রাঘাত হইল। তিনি সেইখান হইতে চীৎকার করিয়া একজন ভৃত্যকে আলো আনিতে কহিলেন। ভৃত্য আলো আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই আলোকে মূর্ত্তির পরীক্ষা হইল—জীবনের কোন চিহ্নই নাই। সে কি! কি সর্ব্বনাশ! এ মূর্ত্তি অন্য কাহার নহে—এ মূর্ত্তি যে অতুলের!

কি ভয়ঙ্কর সে পরীক্ষার ফল! প্রভু ও ভৃত্য কাহার মুখে একটিও কথা নাই! উভয়ের মধ্যে কেহই তখন নিজের চক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য কহিল—"অতুল বাবুর কি হয়েছে কর্ত্তা বাবু?"

কর্ত্তাবাবু সে প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন উভয়ে ধরা-ধরি করিয়া সে দেহ বাড়ীর মধ্যে আনি-লেন। এই সময় অপর একজন ভৃত্য সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দুর্গা-দাস তাহাকে কহিলেন, "তুই দৌড়ে গিয়ে বিনোদ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়।"

ভৃত্য কোন বাঙ্-নিষ্পত্তি না করিয়া একবারে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তার আসিয়া পৌছিলেন। তিনি সে দেহ পরীক্ষা করিয়া জীবিতের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং সে মৃতদেহের আর কি চিকিৎসা করিবেন? তখন কিসে মৃত্যু হইয়াছে—সেই সিদ্ধান্ত করিবার জন্য ডাক্তার বাবুকে অনুরোধ করা হইল। বজ্রাঘাতে যে মৃত্যু হয় নাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। এখন সর্পাঘাতে মৃত্যু কি কোন হৃদ্‌রোগে মৃত্যু ডাক্তার বাবু সেই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। শবদেহ পরীক্ষা করিতে গিয়া ডাক্তার বাবু ... দেহের বাম-হস্তের তালুর মধ্যস্থলে রক্তের ধারা দেখিতে পাইলেন। বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—যেন সূচ্যগ্রে ছিদ্রস্থান হইতে সরু রক্তধারা বহির্গত হইতেছে। তখন সর্পাঘাত বলিয়া প্রথমেই তাঁহার সন্দেহ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি কহিলেন—এরূপ স্থলে সর্পাঘাতের কোন সম্ভাবনা আমার মনে হয় না, সুতরাং এ মৃত্যু —বড়ই সন্দেহজনক ব'লে আমার মনে হচ্ছে।"

তখন দুর্গাদাস বাবু কহিলেন, "আমার

মনে আর কোন সন্দেহই নাই ডাক্তার বাবু, এ মৃত্যু নয়—খুন।"

ডাক্তার বাবু একবারে শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন "খুন!—এ খুন কে কর্‌লে?"

দুর্গাদাস উত্তর করিলেন—"যে আমার বৈঠকখানা থেকে মৃত্যুবাণ চুরি করেছে—সেই এ খুন করেছে।"

এই বলিয়াই তিনি মৃত্যুবাণের বিষয় ডাক্তার বাবুকে বুঝাইয়া দিলেম। তখন ডাক্তার বাবু কহিলেন—"সেইরূপ কোন বিষাক্ত অস্ত্রেই মৃত্যু সম্ভব।"

তখন দুর্গাদাস একজন ভৃত্যকে কহিলেন—"তুই দৌড়ে গিয়ে ভৈরব মামাকে ডেকে নিয়ে আয়।"

অল্পক্ষণ পরেই ঘোষাল মহাশয় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল—ব্রাহ্মণ একবারে স্ত্রীলোকের ন্যায় ভেউ ভেউ করিয়া কান্না আরম্ভ করিলেন। সুতরাং যে কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ডাকা হইল, তাঁহার দ্বারা সে কার্য্যের আর কিছুই হইল না। তখন দুর্গাদাস ডাক্তার বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া পুলিসে সংবাদ দিলেন। সংবাদ পাইয়া ভবানীপুর থানার ইন্‌স্পেক্টার বাবু আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একজন জমাদার আর দুইজন পাহারাওলা ছিল। তখন পুলিসতদারকের ধুম পড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে সে বাড়ী পাড়ার লোকে পরিপূর্ণ হইল। পুলিস তাহাদের মধ্যে কাহার কাহার এজাহার লইলেন। বাড়ীর কর্ত্তা ও ভৃত্যদ্বয়েরও এজাহার গ্রহণ করা হইল, কিন্তু আসল কার্য্যের আর কিছুই হইল না।

অতুল সকলেরই প্রিয় ছিলেন, সুতরাং যে এই আকস্মিক শোকাবহ মৃত্যুর কথা শুনিল, রাত্রিকাল হইলেও সেই দৌড়িয়া আসিল। আর তখন দুর্য্যোগও সম্পূর্ণরূপে থামিয়া গিয়াছিল, সুতরাং দুর্গাদাসের গৃহ-দ্বারে ক্রমেই জনতার বৃদ্ধি দেখা গেল। পুলিস খুনের কোন কিনারা করিতে না পারিয়া সেই জনতার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। প্রতিবাসী ও বাড়ীর লোকের এজাহারের পর, ইন্‌স্পেক্টার বাবু সেই রাত্রেই লাস চালান দিতে চাহিলেন। কিন্তু সেই রাত্রেই যাহাতে লাস চালান দেওয়া না হয়, সেইজন্য দুর্গাদাস তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। এই সূত্রে মৃত্যুবাণ চুরির ব্যাপার এবং মৃত্যুবাণ দ্বারাই যে অতুলচন্দ্র খুন হইয়াছে, সে কথাও তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলা হইল। তখন খুনের একটা সূত্র পাওয়া গেল ভাবিয়া, মনে মনে ইন্‌স্পেক্টার বাবু বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। আর যে ব্যক্তি সেই মৃত্যুবাণ চুরি করিয়াছে, সেই এই খুনের আসামী—এ বিশ্বাসও তাঁহার মনে দৃঢ়রূপে স্থান পাইল। তখন কাহার প্রতি সন্দেহ হয়, ইন্‌স্পেক্টার বাবু সেই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ দুর্গাদাসকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে সেই প্রশ্নের উত্তরে দুর্গাদাস বলিতে বাধ্য হইলেন—"আমার দুই ব্যক্তির উপর এ সন্দেহ হয়।"

ইন। কে কে—সেই দুই ব্যক্তি?

দুর্গা। এক পাহাড়ীবাবা আর অপর জন লোহিয়া।

ইন। কি পাহাড়ীবাবা! যে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ কেওড়াতলার শ্মশানে থাকেন?

দুর্গা। হাঁ।

ইন্। সম্ভব নয়—আর লোহিয়া কে?

এমন সময় "হামি লোহিয়া আছে।"—বলিয়া স্বয়ং লোহিয়া সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। ইনস্পেক্টার বাবু একবার

তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দুর্গাদাসের মুখের দিকে চাহিলেন। দুর্গাদাস ইন্‌স্পেক্টার বাবুকে কি ইঙ্গিত করিলেন। সে ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে পারিয়া ইন্‌স্পেক্টার বাবু লোহিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম লোহিয়া?"

লোহিয়া। হাঁ—আমার নাম লোহিয়া আছে।

ইন্। তুমি এ বাড়ী থেকে মৃত্যুবাণ চুরি করে নিয়ে গেছ?

লোহিয়া। হামি কুছু চুরি করে নে।

ইন্। তুমি এ খুনের কিছু জান?

লোহিয়া। হামি কুছু জানে নে।

তখন ইন্‌স্পেক্টার বাবু দুর্গাদাসকে ইংরাজীতে কহিলেন—"এ স্ত্রীলোকের দ্বারা এ খুন হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না—তাহলে এমন সময় এখানে আস্‌বে কেন?"

দুর্গাদাস ইংরাজীতেই উত্তর করিলেন—"কেন আসিয়াছে একবার জিজ্ঞাসা করুন না।"

সে কথা জিজ্ঞাসা করায় লোহিয়া উত্তর করিল—"হামার মাজী, হামায় ভেজেছে। মাজী খবর মাংরিছে।"

তখন মাজী যে কে এবং তাহারই কন্যার সহিত যে মৃত অতুলের আগামী কল্য গোপনে বিবাহ হইত—সে কথাও ইন্‌স্পেক্টার বাবুকে বলা হইল। আর কোন কু-অভিপ্রায় সিদ্ধির মানসে পাহাড়ী-বাবা এবং তাহারই শিষ্যা এই লোহিয়া যে এই বিবাহের বিরোধী—এই সূত্রে সে সকল কথাও ইন্‌স্পেক্টার বাবুর অবিদিত রহিল না। সর্ব্বশেষে দুর্গাদাস কহিলেন,—"পাহাড়ী বাবার রামচন্দ্র ব'লে আর এক জন চেলা আছে, সে চুরি বা খুন না করুক, তবু এ সম্বন্ধে কতক কতক জানে বলে আমার বিশ্বাস।"

ইন্‌স্পেক্টার বাবু এই সমস্ত কথাই লিখিয়া লইলেন। কোন কথাই বাদ দিলেন না। এই সকল কার্য্য শেষ করিতে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। সুতরাং আর অধিক বিলম্ব না করিয়া ইন্‌স্পেক্টার বাবু একখানা খাটিয়ার উপর লাসকে শোয়াইয়া দিয়া নীচের একটা ঘরের মধ্যে রাখিলেন। সেই ঘরে মধ্যে বাড়ীর পাচক শ্যামাচরণ রহিল, আর ঘরের দরজার নিকট একজন পুলিস পাহারাও নিযুক্ত করিলেন। রাত্রের জন্য এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া তিনি সদলে থানায় চলিয়া গেলেন।

তখন একে একে অন্যান্য সকল প্রতিবাসী ও আত্মীয় গৃহে চলিয়া গেলেন। কেবল রহিলেন—এক ঘোষাল মহাশয়। কাহার বাড়ী বিপদ-আপদ হইলে ঘোষাল মহাশয় সে বাড়ী আর ছাড়িতে চান না। দুর্গাদাস কহিলেন—"মামা, তুমি ঘরে যাবে না?"

ঘোষাল মহাশয় উত্তর করিলেন—"না বাবা, রাত্রি অনেক হয়েছে, তোমার মামী এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে, আর এত রাত্রে ডাকাডাকি করে তাকে বিরক্ত করবো না। আমি তোমার কাছেই থাক্‌বো।"

কিন্তু এদিকে তাঁহার স্ত্রী 'কমলা' যে তাঁহার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিবে, না হয় শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিবে—এ কথা জানিয়াও তিনি গোপন করিলেন। সে রাত্রে দুই জনের কেহই শয়ন করিলেন না—নীচেরই একটা গৃহে বসিয়া কেবল হা হুতাশ করিতে লাগিলেন। তবে দুর্গাদাসের চক্ষে বিন্দুমাত্র অশ্রুপতনের চিহ্ন ছিল না, আর ঘোষাল মহাশয়ের চক্ষে দরদরধারায় অজস্র অশ্রু

বিগলিত হইতেছিল। এইরূপে রাত্রি প্রায় তিনটা বাজিয়া গেল। তিনটার পর অনুকূলচন্দ্র আসিয়া পৌঁছিল। তিনিও আসিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, সুতরাং এ রাত্রে তিনি কাহার নিকট এই বিপদ সংবাদ পাইলেন, সে সম্বন্ধে আর কোন কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল না। কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থির হইয়া অনুকূলচন্দ্র অতুলের মৃতদেহ একবার দেখিতে চাহিলেন। তখন তিন জনেই সেই ঘরের দিকে চলিলেন। সে ঘরের নিকটে গিয়া দেখিলেন—দরজার সন্নিকটে পুলিস প্রহরী নাসিকাধ্বনি করিতেছে, আর ঘর অন্ধকার! একটা মৃত দেহ যখন ঘরের মধ্যে রহিয়াছে, তখন সে গৃহ অন্ধকার থাকা কোন ক্রমেই উচিত হয় না—এ কথা তৎক্ষণাৎ তিন জনের মনেই উদয় হইল। একজন ভৃত্যকে আলো আনিতে আজ্ঞা করা হইল। ভৃত্য আলো লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিন জনেই একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"এ কি! খাটিয়া শূন্য—ঘরে লাস নাই!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সেই বিকট চীৎকারে ভয়ে ভৃত্যের হস্ত হইতে আলোটা পড়িয়া গেল—আবার ঘর অন্ধকার হইল। সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আর কাহার মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হইল না। ভয়ে সেই ভৃত্য থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল—পুনর্ব্বার একটা আলো আনিতে যাইবার তাহার আর ক্ষমতা ছিল না। এমন সময় অপর একজন ভৃত্য দৌড়িয়া সেই ঘরে একটা আলো লইয়া উপস্থিত হইল। তখন সে মৃত দেহ যে ঘরের মধ্যে নাই—এই ভয়ঙ্কর অসম্ভব ঘটনা তাঁহাদের মনে দৃঢ়-বিশ্বাস হইল। প্রথমেই দেখা গেল—বাহির-দিকের জানালা খোলা। সেই খোলা জানালার আবার দুইটা গরাদে নাই। তখন সে লাস কিরূপে চুরি গিয়াছে—তাহার জন্য আর বেশী মাথা ঘামাইতে হইল না। এই সময় প্রহরীদ্বয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পুলিস প্রহরী ত ঘরের বাহিরে, দরজার সম্মুখে এখনও নাসিকাধ্বনি করিতেছে। তাহার সেই কুম্ভকর্ণের নিদ্রা এত গোলযোগেও ভঙ্গ হইল না। কিন্তু দ্বিতীয় প্রহরী সেই পাচকব্রাহ্মণ শ্যামাচরণ কোথায়? ঘরের একটা কোণে বড় কাপড়ের পুঁটুলীর মতন কি একটা পড়িয়াছিল, তখন সেইটাকে টিপিয়া জানা গেল যে, সেটা কাপড়ের পুঁটুলী নহে—সেই শ্যামাচরণ। এখন বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় কুণ্ডলাকারে ঘরের কোণে পড়িয়া রহিয়াছে!

কি সর্ব্বনাশ! শ্যামাচরণের কোন সংজ্ঞাই নাই যে! সে ব্রাহ্মণ জীবিত—কি মৃত, অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাই কেহ স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে দেখা গেল—শ্যামাচরণের প্রাণ আছে, কিন্তু জ্ঞান নাই—সে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তবে একি ভৌতিক-কাণ্ড? কিন্তু ভৌতিক-কাণ্ড হইলে—জনালা খোলা এবং গরাদে ভাঙ্গা কেন? পুলিস প্রহরীকে ডাকিয়া তখন থানায় সংবাদ দেওয়াই স্থিরীকৃত হইল। অনেক কষ্টে একজন ভৃত্য পুলিস প্রহরীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে সক্ষম হইল। কিন্তু সে লাস্ চুরির সংবাদ পাইয়াই ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। থানায় এ সংবাদ দিতে যাইতে তাহার সাহসে কুলাইল না। অবশেষে

অনেক জেদাজেদির পর সে থানায় এই অদ্ভুত ঘটনার সংবাদ দিতে গেল। সেই রাত্রেই ইন্‌স্পেক্টার বাবু পুনরায় সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই শ্যামা-চরণকে হাঁসপাতালে পাঠান হইল। তার পর ইন্‌স্পেক্টার বাবু বাড়ীর কর্ত্তাকে কহি-লেন—"মহাশয় আমিত রাত্রেই লাস চালান দিতে চেয়েছিলাম, আপনি নিষেধ করাতেই লাস্ এখানে রেখেছি, এখন যেখান থেকে হয়, আপনি আমার লাস্ এনে হাজির করুন।"

দুর্গাদাস বাবু ত অবাক্! এ বিপদের উপর আবার একটা নূতন বিপদ উপস্থিত হয় যে! ঘোষালমহাশয় কহিলেন—"একি কথা—ইন্‌স্পেক্টার বাবু! আমরা কি সে লাস্ গোপন করে রেখেছি যে, আপনারই হুকুমে বার করে দেবো? আমরা না হয় রাত্রের মতন এই বাড়ীতেই রাখ্‌তে বলে-ছিলুম—তার কারণও ত আপনাকে বলা হ'য়েছে। আপনি যদি না রাখ্‌তেন, আমাদের সাধ্য কি যে আমরা আপনাকে বাধা দিতে পারি? তার পর আপনার পুলিসের হেপাজতেই সে লাস্ রহিল—আপনি পুলিস পাহারা পর্য্যন্ত রেখে গেলেন। আপনি যেমন আমাদের উপর চাপ দিচ্ছেন, আমরাও তেমনি পুলিসের উপর চাপ দিতে পারি।"

এই সময় অনুকূলচন্দ্র বিশেষ বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"উঁর দোষ নাই; পুলিসের লোকের উপযুক্ত কথাই উনি বলেছেন। এখন ইচ্ছে হয় আমাদের উপর সে চার্জ্জ দিতে পারেন, এ লাস্ চুরিতে আমাদের কি স্বার্থ আর পুলিসেরই বা কি স্বার্থ তখন প্রমাণ ক'রে দিলেই হবে।"

উকিল বাবুর মুখে এই কথা শুনিয়া তখন ইন্‌স্পেক্টার বাবু কহিলেন—"আপ-নারা কি তামাসাও বুঝেন না—আমি ও কথাটা তামাসা করেই বল্‌ছিলাম।"

ঘোষাল মহাশয় সে কথার উত্তরে কহিলেন—"এই কি আপনার তামাসা করবার সময়? যাক্ সে কথা—এখন লাস্ চুরির ব্যাপার দেখ্‌বেন চলুন।"

তখন ইন্‌স্পেক্টার বাবুকে সঙ্গে লইয়া সকলে সেই ঘরে গেল। প্রথমেই সেই ঘর পরীক্ষা করিয়া ইন্‌স্পেক্টার বাবু কহি-লেন—"আপনারা কোথা দিয়ে চোর এসেছে মনে কর্‌ছেন?"

দুর্গাদাস এই প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন—"জানালাটা যখন খোলা ছিল, আর তার দুইটা গরাদে ভাঙ্গা, তখন এই জানালা দিয়েই চোর এসেছে, আর এই জানালা দিয়েই সে লাস্ চুরি করে নিয়ে গেছে।"

ইন্‌স্পেক্টার বাবু কহিলেন—"না—চোর এসেছে—বাড়ীর ভিতর থেকেই। কারণ গরাদে ভাঙ্গা হলে কি হবে—ছিট্‌-কিনী ত ভাঙ্গা নয়! চোর জানালা দিয়ে এলে নিশ্চয়ই ছিট্‌কিনী ভাঙ্গা হতো। কারণ লাস যখন রাখা যায়, তখন জানা-লার ছিট্‌কিনী বন্ধ করা ছিল।"

এই সময় ইন্‌স্পেক্টার বাবুর হঠাৎ কি কথা মনে হইল। তিনি কহিলেন—"আপ-নার যে চাকর এ ঘরের মধ্যে ছিল, এখন তার উপরও আমার সন্দেহ হয়। সে হাঁসপাতাল থেকে জ্ঞান হয়ে এলে, এ চুরির অনেকটা কিনারা হতে পারে। আমার বোধ হয়, এ তারই যোগে হয়েছে। সে ঘরের মধ্যেই চোর পূর্ব্বাহ্নে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল।"

ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—"তবে এরূপ অজ্ঞান অবস্থায় সে ঘরে পড়ে থাকবে কেন?"

ইন্‌স্পেক্টার। তার অনেক কারণ থাকতে পারে। হয় নিজে সাফাই হবে বলে এই চালাকি খেলেছে। না হয়—চুরির ভাগ দেবে না বলে—চোরেরাই শেষে ঐরূপ অজ্ঞান করে রেখে গেছে।

এই সময় দুর্গাদাস কহিলেন—"কাল সন্ধ্যার সময় যখন খুব জল হয়ে গেছে, তখন একবার জানালার দিক্‌টা দেখ্‌বার জন্য বাগানের মধ্যে গেলেই সব জান্‌তে পারা যাবে; চোর যদি জানালা দিয়েই এসে থাকে, নিশ্চয় তার আস্‌বার পায়ের দাগ দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। আর কোন্ পথ দিয়ে গিয়েছে, তাও পায়ের দাগে ধরা পড়্‌বে। বাগান থেকে কোন্ রাস্তা ধরে গেছে—সে কথাও বোধ হয়, এখন চেষ্টা কর্‌লে, ধর্‌তে পারা যায়।"

দুর্গাদাসের প্রস্তাব তখন আহ্লাদের সহিত ইন্‌স্পেক্টার গ্রহণ করিলেন। দুর্গাদাসের বাটীর সংলগ্ন বাগানে তৎক্ষণাৎ আলো লইয়া তদারকে যাওয়া হইল। জানালার সন্নিকট গিয়া দেখা গেল—দুই জন লোকের তথায় অবিকল পায়ের চিহ্ন রহিয়াছে, আবার তাহারা যে সেই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে, তাহারও স্পষ্ট চিহ্ন দেখা গেল। বাগান হইতে বাড়ীর পশ্চাতের গলি পর্য্যন্ত পদচিহ্ন রহিয়াছে। গলি হইতে কিন্তু পায়ের চিহ্ন নাই। একখানি শকটের চাকার চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সে শকট বড় রাস্তায় আসিয়াছে ধরা যায়; কিন্তু তার পরে সে শকট কোন্ দিকে গিয়াছে, বড় রাস্তায় অনেক গাড়ীর চাকার দাগে তাহা আর ধরা যায় না। এই সকল প্রমাণ পাইয়াও কিন্তু ইন্‌স্পেক্টার বাবু কহিলেন—"চোর জানালা দিয়ে এসেছে এবং জানালা দিয়েই গিয়েছে সত্য, কিন্তু যে লোক এই ঘরের মধ্যে ছিল, সেই তাদের জানালা খুলে দিয়েছে। সুতরাং তার যোগেই এ কাজ হয়েছে।"

তখন দুর্গাদাস কহিলেন—"দেখুন, ইন্‌স্পেক্টার বাবু সে আমারই পাচক ব্রাহ্মণ, অনেক দিন আমার বাড়ীতে আছে, তার উপর আমার কোন সন্দে হয় না।"

ইন্‌স্পেক্টার বাবু কহিলেন—"যে চাকর চোর হয়, সে এমনি করে, প্রভুকে ভুলিয়ে রাখে। আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে।"

এই সময় ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—"আচ্ছা, ইন্‌স্পেক্টার বাবু, আপনি ভিতর দিক হইতে জানালা বন্ধ করুন, আমি বাহির দিক হইতে খুলে দিচ্ছি।"

ঘোষাল মহাশয় তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া ভিতর দিক্ হইতে বন্ধ করা জানালা খুলিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টার বাবু দুর্গাদাস বাবুকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ লোকের উপর আপনার কোন সন্দেহ হয় না কি?"

দুর্গাদাস সে কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন—"সে কি মহাশয়। উনিত রাত্রে বাড়ীও যান্ নাই, উনি রাত্রে আমার কাছেই ছিলেন।"

ইন্‌স্পেক্টার বাবু তখন আর কথাটি কহিতে পারিলেন না। এদিকে ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। তখন ইন্‌স্পেক্টার বাবু সমস্ত ঘটনা লিখিয়া লইয়া থানায় চলিয়া গেলেন। এখন তিনটা মোকদ্দমা হইল। প্রথম মৃত্যুবাণ চুরি। দ্বিতীয়—খুন। তৃতীয়—লাস চুরি।

ইন্‌স্পেক্টার বাবু চলিয়া গেলে পর, প্রাতে সাতটার সময় একজন ছদ্মবেশধারী পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরিচয়ে জানা গেল—তিনি ডিটেক্‌টিভ

বিভাগের জনৈক ইন্‌স্পেক্টার। এই তিন তিনটা মোকদ্দমার অনুসন্ধানে আসিয়াছেন। লোকটী বিচক্ষণ বটে। তিনি প্রথমে যে গৃহে লাস ছিল, সেই গৃহ ভালরূপ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। গৃহের মধ্যে কোথায় কি ভাবে লাস রাখা হইয়াছিল, তাহাও জানিলেন। তাহার পর সে জানালা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া তার পর জানালার দক্ষিণের বাগানে আসিলেন। সেই জানালা হইতে গলির রাস্তা পর্য্যন্ত যে পদচিহ্ন ছিল, তাহা ভালরূপ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—"দুই জন লোকে এই ঘরের মধ্য থেকে লাস চুরি করে নিয়ে গেছে। একজন পুরুষ, আর অপর জন স্ত্রীলোক। যে পুরুষ, সে বাহির হতে জানালা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; আর যে স্ত্রীলোক, সে বাহির থেকে আসে নাই; কারণ তার কোন পদচিহ্ন দেখ্‌তে পাওয়া যায় নাই। সে নিশ্চয়ই এই বাড়ীর লোক। লাস চুরি করে নিয়ে যাবার সময় দুই জনের পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে। এ বাড়ীর কোন স্ত্রীলোক জানে যে, লাস চুরি গিয়েছে। এ বাড়ীতে স্ত্রীলোক কে কে আছেন, জান্‌তে ইচ্ছে করি।"

তখন দুর্গাদাস কহিলেন—"স্ত্রীলোকের মধ্যে এক কামিনী ঝি ব্যতীত এ বাড়ীতে আর কোন স্ত্রীলোক থাকে না। কিন্তু তার প্রতি আমার কোন সন্দেহ হয় না।"

কিন্তু ইন্‌স্পেক্টার বাবুর তাহাতে বিশ্বাস হইল না। তিনি সেই কামিনী ঝিকে একবার দেখিতে চাহিলেন। কামিনী আসিলে তাহার পায়ের মাপ লইয়া বাগানের দুই রকম পায়ের দাগের মধ্যে যেটাকে স্ত্রীলোকের পায়ের দাগ বলিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইয়াছিল, সেই দাগের সহিত এই মাপ মিলাইলেন। কিন্তু এ মাপে সে দাগ কিছুতেই মিলিল না। তখন কামিনী অব্যাহতি পাইল। তখন একখানা কোদালী আনিয়া দুই রকমের দুইটা পায়ের দাগ ইন্‌স্পেক্টার বাবু মাটিশুদ্ধ কাটিয়া লইয়া গেলেন। তখন দুর্গাদাস ঘোষাল মহাশয়কে কহিলেন,—"দেখুন মামা, পুলিসের দ্বারা যে ঘটনার কোন কিনারা হয়, তাত আমার বোধ হয় না। কিন্তু যেমন করে হউক, এর একটা কিনারা আমাদের কর্‌তেই হবে। আপনি একটু কষ্ট স্বীকার করে যদি লাগেন, তবে আমার বিশ্বাস, সব ধরা পড়ে। দেখুন যাদের সঙ্গে পাহাড়ী বাবার খুব হরিহর আত্মা, তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে হবে—আর রামচন্দ্রকে হাত কর্‌তে হবে। রামচন্দ্রের আড্ডাও ত আপনি জানেন। এখন আপ্‌নিই আমার একমাত্র ভরসা। আমি আপনার শরণাগত।"

ঘোষাল মহাশয়ের একটা কাজ পাইলেই হইল। তবে নিজের নয়—কাজটা পরের হওয়া চাই। কেহ যদি তাঁহার শরণাগত হইয়া কোন কাজের জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসে, তখন ঘোষাল মহাশয় সে কাজ করিতে এতদূর উন্মত্ত হইয়া পড়েন যে, সে কাজ ভাল কি মন্দ—করা উচিত কি না—সে বিচার শক্তিও তখন ঘোষাল মহাশয়ের থাকে না। সুতরাং ঘোষাল মহাশয় তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন —"আমার সাধ্য যতদূর হয়, আমি কর্‌বো।"

দুর্গাদাস কহিলেন—"এ কাজে আমারও যথাসর্ব্বস্ব পণ।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দোষ ও গুণ লইয়াই মানুষ। এমন মানুষ সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার শরীরে আদৌ দোষ নাই। আবার এমন মানুষও বিরল, যাহার শরীরে আদৌ গুণ নাই। সেই কারণই আদর্শ মনুষ্যকে আর মানুষ বলা হয় না। একবারে ভগবানের অবতার আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। নরঘাতক দস্যুদিগের মধ্যেও দলপতি ভক্তি ও দেবদেবী-ভক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা ঘোষাল মহাশয়ের চরিত্রের কেবল উজ্জ্বল অংশ দেখাইয়াছি। এইবার সে চরিত্রের অপর অংশ দেখাইব।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ঘোষাল মহাশয় কালীঘাটে গিয়া প্রথমে গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করিলেন। তার পর মায়ের মন্দিরে গিয়া আরতি দেখিলেন। মন্দিরে অন্যান্য কাজ শেষ করিতে তথায় রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। সে দিন শনিবার—অমাবস্যা। ঘোষাল মহাশয় মন্দির হইতে বাহির হইয়া মন্দিরের দক্ষিণাংশে এক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দক্ষিণদিকের একটা ঘরের মধ্যে গেলেন। সে ঘরের দরজা কেবল ভেজান ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। গৃহের মধ্যে ছয় জন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহারা ঘোষাল মহাশয়ের বিশেষ পরিচিত। সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে সকলেই গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিতেছিল। এ বাড়ী তাঁহারই। সেই গুরুদেব ঘোষাল মহাশয়কে কহিলেন—"কি ঘোষাল মহাশয়, আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না যে?"

ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—"আজ্ঞে কাজে ব্যস্ত থাকি, আস্‌তে সময় পাই না, নইলে অমৃতে আর কার অরুচি বলুন?"

তখন গুরুদেব চেলাদিগকে কহিলেন—"আজ ঘোষাল মহাশয়কে নিয়ে চক্রে বসা যাক। ঘোষাল মহাশয় ঠিক সময়েই এসেছেন।"

তখন আজ্ঞা পাইয়া চেলারা 'কারণের' উদ্যোগ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে 'সুধা', 'শুদ্ধি', 'পাত্র' প্রভৃতি সমস্ত বাহির হইল। তখন একটা রীতিমত চক্র করিয়াই বসা হইল—ঘোষাল মহাশয়ও তাঁহাদের মধ্যে বসিয়া গেলেন। গুরুদেব সুধাকে শোধন করিলেন। তার পর সেই মন্ত্রপূত সুধা একে একে সকলকে বণ্টন করা হইতে লাগিল। এক এক পাত্র সকলেই সেবন করিল। এই সময় একজন ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। ঘোষাল মহাশয় দেখিলেন—সেই দলের মধ্যে দুইজন শূদ্রও ছিল, কিন্তু তাঁহাদের জন্য শূদ্রের হুঁকা আসিল না। সেই একই হুঁকাতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সকলেই তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন। সে হুঁকা যখন ঘোষাল মহাশয়ের হাতে আসিল, তখন একজন ভৃত্যকে একটা ব্রাহ্মণের হুঁকা আনিতে কহিলেন। সে কথা শুনিয়া গুরুদেব কহিলেন—"চক্রে কোন দোষ নাই।"

ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—"আজ্ঞে, আমি এখনও পাপ-আছি—অভিষিক্ত নই। সুতরাং আপনাদের পক্ষে দোষ না হলেও আমার পক্ষে দোষ আছে বই কি।"

ঘোষাল মহাশয় স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণের হুঁকাতেই তামাকু খাইলেন। ক্রমে পাত্র পুনঃপুনঃ ফিরিতে লাগিল। এইরূপে একে একে ৩।৪ বার পাত্র ফিরিয়া গেল। তখন ভৃত্যের উপর 'চাবুকের' হুকুম হইল।

এইবার দস্তুর মতন 'চাবুক' বা বড় তামাকু চলিতে লাগিল। ঘোষাল মহাশয় কিন্তু তাহাতে যোগ দিতে পারিলেন না। প্রথমে চক্রকারীদিগের মধ্যে "তারা—জগদম্বা—কালী" প্রভৃতি শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল এবং কোনরূপ গোলযোগও ছিল না। কিন্তু সুধাপাত্রের কি অপূর্ব্ব মহিমা! ক্রমে সে ইষ্টদেবীর নাম কোথায় চলিয়া গেল। তখন রীতিমত সকার বকার আরম্ভ হইল। এই সময় ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—"এমন আহ্লাদের দিনে কই পাহাড়ীবাবাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না যে?"

তখন একজন চেলা উত্তর করিল—"আজ একে শনিবার, তার অমাবস্যা—যেন একে বাপ, তায় বয়সে বড়—আজ তিনি এখানে আস্‌বেন কেন? আজ তিনি শ্মশান জাগিয়ে ব'সেছেন। ক্যাওড়াতলা গিয়ে দেখে এস বাবা।"

আর একজন চেলা কহিল—"পাহাড়ী বাবা থাক্‌লে আমার আনন্দ হয় না বাবা! পাহাড়ী বাবার দরকার নেই, আমাদের এই গুরুদেবই ভাল।"

এই সময় ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—"পাহাড়ী বাবার সঙ্গে আমার ত সে রকম আলাপ নাই, তিনি লোক্‌টা কি রকম মনে হয়?"

সে প্রশ্নের উত্তরে গুরুদেব কহিলেন—"পাহাড়ী বাবা যথার্থ সিদ্ধ-পুরুষ।"

ঘোষাল। কিন্তু অতুলের খুনের ঘটনা নিয়ে অনেকেই অনেক রকম সন্দেহ কর্‌ছে। পাহাড়ী বাবার উপর সে রকম কোন সন্দেহ কেউ কর্‌তে পারবে না, তবে মহামায়ার সঙ্গে অতুলের যাতে বিবাহ না হয়, সে পক্ষে তাঁর বড়ই চেষ্টা। আরও শুনি—মহামায়াকে কুমারী রাখ্‌তে পারিলেই তাঁর ইষ্টসিদ্ধ হয়।

তখন গুরুদেব কহিলেন—"মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে কুমারীর আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক কথা [illegible] আছে জানি—কিন্তু পাহাড়ী বাবা [illegible] একজন সিদ্ধ পুরুষ, তাঁর আর কুমারীর আবশ্যক কি? এখন একটা ভৈরবী হলেই চল্‌তে পারে।"

তখন পাহাড়ী বাবা সম্বন্ধে আরো অনেক কথা হইল, কিন্তু তাহাতেও ঘোষাল মহাশয়ের কার্য্যসিদ্ধি হইল না। এই সময় একজন চেলা দুই হাতে দুইটা বোতল উল্টাইয়া দেখাইয়া বিজড়িত ভাষায় কহিল—"এ দিকে যে সব খালি বাবা!"

"সে কি বাবা! একবারে আনন্দটা মাটী কর্‌লে? এখন ত আর পাবার আশা নাই—নূতন কমিশনর এসে সে আইন উল্টে দিয়েছে যে। সব মাটি হল বাবা!" গুরুদেব এই কথা কয়েকটী কহিয়া যেন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণভাব ধারণ করিলেন। গুরুদেবের সেই বিষণ্ণভাব ঘোষাল মহাশয়ের অসহ্য হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"এ রাত্রে আরও মদ আবশ্যক হ'লে, আমি কিন্তু আন্‌তে পারি।"

তখন একজন চেলা শিহরিয়া কহিলেন—"ছি! ছি! ও নামটা মুখে আন্‌বেন না—বলুন সুধা। আমারা ত মদ খাইনে, আমরা সুধা খাই। ও নাম শুন্‌লে আর গুরুদেব সে জিনিষ খাবেন না।"

গুরুদেব কিন্তু ঘোষাল মহাশয়ের কথায় আহ্লাদে অধীর হইয়া স্বহস্তে পদধূলি লইয়া ঘোষাল মহাশয়ের মস্তকে বুলাইয়া দিলেন। তখন ঘোষাল মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"তবে আমার সঙ্গে একটী লোক দিন, এখানে হবে না, আমার সঙ্গে সেই ভবানীপুরের বকুলতলায় যেতে হবে। চাইও চাই কি?"

একজন চেলা অমনি বলিয়া উঠিল—"চুপ্—চুপ্—চুপ্! চাট বলোনা 'শুদ্ধি' বলো বাবা।"

একজন চেলা বোতল বগলে করিয়া ঘোষাল মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ঘোষাল মহাশয় বরাবার আসিয়া চড়কডাঙ্গার মোড়ের কাছে একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে গলিটা অন্ধকার হইলেও যাইতে ঘোষাল মহাশয়ের কোন কষ্ট হইল না। অনেকদূর গিয়া একটা খোলার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সে বাড়ীর—ভিতর হইতে দরজা বন্ধ দেখিলেন, তখন আস্তে আস্তে কড়া নাড়িতে লাগিলেন। ভিতরে যে লোক ছিল, সে তখনও নিদ্রা যায় নাই; কারণ কড়া নাড়ার অল্প শব্দ হইবামাত্র ভিতর হইতে বামা-কণ্ঠে কে বলিল—"কে গা?"

তখন ঘোষাল মহাশয় উত্তর করিলেন—"আমি তোমার ঠাকুরদাদা—নাত্‌নী, দরজাটা খোল।"

তখন তাড়াতাড়ি একজন স্ত্রীলোক দৌড়িয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং ঘোষাল মহাশয়কে কহিল—"কেও ঠাকুর-দাদা যে। আর দেখ্‌তে পাইনা কেন? এত রাত্রে কি মনে করে?"

ঠাকুরদাদা। কিছু আছে?

এ কিছুর অর্থ সে স্ত্রীলোক জানিত, সুতরাং চুপি চুপি কহিল "থাক্‌বে না কেন? তবে সঙ্গে লোক দেখ্‌ছি; নিয়ে যাবে না কি?"

ঠাকুর দাদা। তোমার ছেলে রামচন্দ্র এখানে আছে?

স্ত্রীলোক। এখন নাই কিন্তু একটু পরে আস্‌বে।

ঠাকুরদাদা। তবে আমি তার অপেক্ষায় থাক্‌বো। এই লোককে দিয়ে জিনিষটা কিন্তু পাঠিয়ে দিতে হবে।

তখন সেই স্ত্রীলোক ঘোষাল মহাশয়কে গোপনে ডাকিয়া লইয়া কহিল, "দেখ ঠাকুরদাদা, এখন বড় কড়াকড়ি। বাড়ী বসে যত ইচ্ছা খাও, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু বাহিরে মাল ছেড়ে দিতে বড় ভয় করে। তবে তুমি যখন এসেছ, তখন আমায় দিতেই হবে—লোকটা তোমার বিশ্বাসী ত?"

"সে জন্য তোমার কোন ভয় নাই"—এই কথা বলিয়া ঘোষাল মহাশয় সেই স্ত্রীলোকের হস্তে টাকা দিলেন। তখন সে স্ত্রীলোক আর কোন আপত্তি করিল না; বোতল লইয়া গিয়া সে শূন্য বোতল পূর্ণ করিয়া দিল।

লোকটা চলিয়া গেলে পর, ঘোষাল মহাশয় সেই স্ত্রীলোকের ঘরে গিয়া বসি-লেন। সে গৃহে আর একজন লোক ছিল, তাহার নাম হৃদয় বাবু। এই হৃদয় বাবু সেই বাড়ীর বাড়ীওয়ালা এবং স্ত্রীলোকটিই বাড়ীওয়ালী।

এই হৃদয় বাবুর আর একটু পরিচয় এইখানে দিব। হৃদয় বাবুর ভবানীপুরেই বাড়ী। গবর্ণমেণ্ট আফিসে চাকুরী করেন, পাড়ায় মানসম্ভ্রমও আছে, কিন্তু সে বড় কৃপণ। আমোদ করিবার সখ আঠার আনা, তবে সে আমোদে একটি পয়সাও খরচ করিতে নাচার। বিনা খরচে আমোদ করিয়া সখ মিটাইবার জন্য এই বাড়ীওয়ালীর বাড়ীওয়ালা হইয়াছেন। বাড়ীখানা নিজের টাকায় প্রস্তুত বটে, কিন্তু এখানা ঠিক বাড়ী নয়—যেন একটা ফাঁদ! এ ফাঁদে অনেকেই আসিয়া পড়ে, এবং তাহাতেই বাড়ীওয়ালীর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, আর বাড়ীওয়ালারও বিনা

পক্ষলার আমোদ চলে। বাড়ীওয়ালা গবর্ণমেণ্ট আফিসে চাকুরী করিলে কি হইবে —জাতিতে যে সূত্রধর!

বাড়ীওয়ালা ঘোষাল মহাশয়কে দেখিয়া কহিলেন—"ঠাকুর দাদার অনুগ্রহটা এখন আর আমাদের প্রতি নাই।"

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর দাদা কহিলেন "সে কি নাতি! আমি মাঝে মাঝে আসি —তবে অনেক সময় তোমাকেই দেখ্‌তে পাই না।"

এই সময় ব্রাহ্মণের হুঁকায় জল পরিবর্ত্তন করিয়া ঠাকুর দাদাকে তামাকু দিয়া বাড়ীওয়ালী কহিল—"এখন বাবুর আর সে দিন নাই ঠাকুরদাদা। এখন বাবুর রস বিঁধেছে—এলেই দেখ্‌তে পাবে কি করে? রসরাজ এখন বুড়া বয়সে এখানে সেখানে বেড়ান আরম্ভ করেছেন। এখন খুব বাবুগিরী চল্‌ছে।"

বাড়ীওয়ালী বাড়ীওয়ালার সম্ভ্রম বৃদ্ধির জন্য প্রায়ই এইরূপ অভিযোগ করিত। মনে মনে কিন্তু বিলক্ষণ জানিত যে সে লোক এ বাড়ীওয়ালা নয়,—তথাপি সকলের কাছে এই কথা বলিতে ছাড়িত না। এমন কি এই মিথ্যা অভিযোগ লইয়া অনেক সময় উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ ঝগড়া ও মারামারি চলিত।

বাড়ীওয়ালীর কথার উত্তরে বাড়ীওয়ালা কহিল—"আজ অনেক দিনের পর ঠাকুরদাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে, আজ আর সে সকল কথা থাক্, এখনি একটা ঝগড়া হয়ে যাবে। এখন ঠাকুরদাদার কিছু চাই কিনা—জিজ্ঞাসা কর।"

তখন বাড়ীওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল—"কি ঠাকুর দাদা, কতখানি দেবো?"

ঠাকুরদাদা। আমরা তিন জন ত?

বাড়ীওয়ালা। আর সেই রাম পোড়ার মুখোও এসে জুটবে।

ঠাকুরদাদা। তবে এক বোতল দাও।

সেই বোতলের দামটি অগ্রে লইয়া দেরাজের মধ্যে রাখিয়া, তার পর বাড়ীওয়ালী বোতল বাহির করিয়া দিল। এমন সময় পুনরায় কড়ানাড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। সেই কড়ানাড়ার শব্দ শুনিয়াই "রাম ছেলে এসেছে"—বলিয়া বাড়ীওয়ালী দরজা খুলিতে গেল। দেখিতে দেখিতে বাড়ীওয়ালীর পশ্চাতেই রাম আসিয়া সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘোষাল মহাশয়ের হস্তে বোতল দেখিয়াই রাম একবারে আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িল!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

তখন রামকে আর কোন কথা বলিতে হইল না। রাম বোতল ও গেলাসের ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বহস্তে গ্রহণ করিল। কিন্তু সে কার্য্য বাড়ীওয়ালীর মনোনীত হইল না। বাড়ীওয়ালী এক ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিল—"খবরদার!"

রামচন্দ্র বাড়ীওয়ালীর এই একটী মাত্র কথাতেই একবারে ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। রামকে অপ্রস্তুত হইতে দেখিয়া ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—"তাতে দোষ কি নাত্‌নী? আহা! রাম বড় বংশের ছেলে।"

সে কথার উত্তরে বাড়ীওয়ালী কহিল—"সে যখন ছিল, তখন ছিল? এখন রামচন্দ্র আমার ছেলে। আমি ওকে সহবৎ শেখাব না?"

এই সময় হৃদয়নাথ কহিল,—"ওরে রাম, আগে ঠাকুর দাদার সেবা হ'ব

তারপর আমরা প্রসাদ পাবো। কি রকম বামুন জানিস্ ত?”

সে কথার উত্তরে ঘোষাল মহাশয় কহিলেন,—“সে কি কথা! আমি খেয়েছি, আমি কেবল তোমাদের জন্যে নিয়েছি। আচ্ছা, আমি তোমাদের ঢেলে ঢেলে দেবো?”

তখন বাড়ীওয়ালী যেন শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন,—“ওমা! সে কি কথা ঠাকুর দাদা? তুমি প্রসাদ না করে দিলে আমরা ত কেউ খাবো না।”

এই সময় রামের মুখ হইতে হঠাৎ বহির্গত হইল—“বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে যে বাবা।”

তখন ঘোষাল মহাশয় বাড়ীওয়ালীকে একটি গেলাস ভাল করিয়া ধুইয়া আনিতে কহিলেন। বাড়ীওয়ালী তাড়াতাড়ি সে কার্য্য সম্পন্ন করিল। ঘোষাল মহাশয় বোতল হইতে এক পাত্র সেবন করিলেন এবং সেবনের পরেই বাড়ীওয়ালী, হৃদয়নাথ ও রামচন্দ্রকে পর্য্যায়ক্রমে ঢালিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। রাম প্রতিবারেই পূর্ণ-পাত্র খাইতেছিল, সুতরাং অবিলম্বে তাহার স্ফূর্ত্তি বেশ জমিয়া উঠিল। তখন ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—“রাম তুমি আজ যে তোমার গুরুজী পাহাড়ী বাবার আড্ডায় যাও নাই? একে শনিবার, তায় অমাবস্যা, সেখানে যে আজ বড় ধূম।”

রাম কহিল,—“ও গুরুতে আমার পোষায় না বাবা। ও গুরুতে কেমন অভক্তি হয়ে গেছে। অত কট্‌কিনে কি পারা যায়? অত তন্ত্রমন্ত্র আমার ত ভাল লাগে না বাবা। ঢাল্‌লুম—খেলুম, আর যাকে প্রাণভরে ডাক্‌লুম। আমি ত এই বুঝি বাবা—একবার যার নাম কর্‌বো?”

তখন বাড়ীওয়ালী ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিল—“খবরদার রাম ছেলে! এখন রাত্রি কত হয়েছে জানিস্?”

এমন সময় সদর দরজায় পুনরায় কড়ানাড়ার শব্দ হইল। বাড়ীওয়ালী তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিতে দৌড়িয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে আসিয়া কহিল—“ঠাকুর-দাদার আর কত খানি চাই?”

ঘোষাল মহাশয় ত সেই প্রথমে এক পাত্র খাইয়াছিলেন। তার পর প্রায় অব-শিষ্ট বোতলটি তিন জনকে স্বহস্তে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তিনি আর এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন—“তোমার রাম ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর, ও আজ যত খেতে চাইবে, আমি ওকে তত খাওয়াবো।”

তখন বাড়ীওয়ালী সেই আগন্তুককে মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিয়া কহিল—“দেখ ভূতনাথ, আজ আর তোমায় দিতে পার্‌লুম না বাবা। লক্ষ্মী ধন আমার, কাল অবিশ্যি অবিশ্যি সন্দ্যে বেলাই আস্‌বে। না এলে আমার মাথা খাবে, আমার মরা মুখ দেখ্‌বে কিছু মনে করো না বাপধন আমার।”

আগন্তুক ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল। তখন রাম বাড়ীওয়ালীকে কহিল—“দেখ্‌ বেটী, তুই যে ঠাকুরদাদা, ঠাকুরদাদা কেন করিস্—তা এত দিন পরে আমি বুঝেছি। তোমার রাম ছেলে যত খেতে চাইবে, ঠাকুরদাদা তত খাওয়াবে, এমন সুমধুর কথা ত আমাকে কেউ কখন বলে না বাবা। আমি আর কারু চেলা হব না বাবা, আমি ঠাকুরদাদাকেই গুরু কর্‌বো।”

তার পর রাম ঘোষাল মহাশয়ের চরণ-ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া কহিল—“একটু চরণসেবা কর্‌বো ঠাকুরদাদা?”

ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—“কিছু

অদরকার নাই রাম। আমি অমনি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক।"

রাম কহিল—"গুরুজী আমায় ও আশীর্ব্বাদটী করবেন না, বরং আশীর্ব্বাদ করুন—যেন আমি শীগ্‌গির শীগ্‌গির সরে পড়ি।"

ঘোষাল মহাশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"কেন রাম?"

রাম উত্তর করিল—"আজ্ঞে কি ছিলুম আর কি হয়েছি বলুন দেখি। এখন আর কি বাঁচ্‌তে সাধ যায়?"

এই সময় হৃদয়নাথ কহিলেন—"ঠাকুরদাদাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন? আমি তাঁর কাজ করি।"

এই কথা বলিয়া হৃদয়নাথ সে বোতলে যে অবশিষ্ট মদ ছিল, নিজেই সমস্ত ঢালিয়া খাইল। তখন রাম সে শূন্য বোতল উল্টাইয়া ঘোষাল মহাশয়কে দেখাইল। ঘোষাল মহাশয় তৎক্ষণাৎ বাড়ীওয়ালীকে আর এক বোতল মদ দিতে কহিলেন। বাড়ীওয়ালী ইঙ্গিতের সহিত হাত পাতিল, ঘোষাল মহাশয় সেই হাতে বোতলের মূল্য দিলেন। বাড়ীওয়ালী এই বার সেদিনকার তহবিলের সমস্ত টাকা কড়ি দেরাজের মধ্যে চাবী বন্ধ করিয়া সোণার অনন্ত ও বালা সেই সঙ্গে খুলিয়া রাখিয়া মদ খাইতে বসিল। এখন আর কোন নিয়ম পদ্ধতি রহিল না। যখন যাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে বোতল হইতে মদ ঢালিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ পরেই তিন জনেরই নেশা বেশ জমিয়া গেল। ঘোষাল মহাশয় এতক্ষণ কেবল [illegible] অনুরোধ রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার যৌবনে এ রূপ অনিয়মে মদ খাওয়া অভ্যাস থাকিলেও, এত রাত্রি পর্য্যন্ত একাল অবস্থায় [illegible]কা, তাঁহার পক্ষে বিরক্তিকর হইতেছিল; কেবল পরোপকারের জন্যই সে কষ্ট সহ্য করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার অসহ্যবোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি রামকে কহিলেন—"দেখ রাম, তুমি যখন আমায় গুরু বলে স্বীকার করেছ, তখন আমার সামনে কখন কোন মিথ্যা কথা বল্‌তে নাই, তা জান?"

রাম উত্তর করিল—"গুরুর সাম্‌নেই হ'ক্, আর এই লক্ষ্মী ছাড়া বেটীর সাম্‌নেই হক্, তোমার রাম ঘোষ কখনও মিথ্যে কথা বল্‌তে জানে না বা'বা।"

এই সময় বাড়ীওয়ালী কহিল—"হাঁ ঠাকুরদাদা, আমার রাম ছেলের ঐ এক মহৎ গুণ। প্রাণ গেলেও কখন মিথ্যা বল্‌বে না।"

সে কথার পোষকতা করিয়া হৃদয়নাথ কহিল—"সে কথাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক সকলেই জানে। একবার চুরি করে সব সত্যকথা বলেছিল বলে, থানার ইন্‌স্পেক্টার বাবু রামকে আর চালান দিলেন না, থানা থেকেই ছেড়ে দিলেন। রামের চুরিতেও খুব বাহাদুরী আছে, ঠাকুরদাদা তোমার লাখ টাকা পড়ে থাকুক, ওর যদি চারিটি পয়সার দরকার পড়ে, ও নিজের দরকার মতন কেবল সেই চারিটি পয়সা চুরি করবে, তার বেশী কখনই চুরি করবে না।"

ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—"সে লাখ টাকার মধ্যে যদি পয়সা না থাকে, তা হলে কি হবে?"

হৃদয় সে কথার উত্তরে কহিল—"কে—একটি টাকা চুরি করে সে টাকাটি ভাঙ্গাবে, তাই থেকে চারিটি পয়সা নিয়ে বাকি পনর আনা বার টাকা [illegible] ফেরৎ দিবে।"

তখন সে কথা শুনিয়া ঘোষাল মহাশয় মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া রামকে কহিলেন—"আচ্ছা রাম, তোমার সামান্য পয়সার দরকার হয় বই ত নয়, তুমি কারু কাছে চাইলেও ত পেতে পার, তা চুরি কর কেন?"

রাম। আজ্ঞে, চুরি যে করি—সে কেবল স্বভাবের দোষে বাবা। তবে চেয়ে যখন না পাই, তখন কাজেই বাবা, চুরি করতে হয়। পেটের জন্য ত আর চুর না, না খেয়ে অমন দুই এক দিন কাটিয়ে দিতে পারি বাবা, কিন্তু মৌতাত—'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে ভেদ নাই।'

ঘোষাল।—দেখ রাম, তোমার অমন সামান্য পয়সার দরকার হলে, তুমি বরং আমার কাছে চেও, আমি তোমায় দেবো। আর চুরি টুরি করো না।

রাম। তোমাদের পাড়ায় যেতে পারলে, আমার পয়সার অভাব থাকে না বাবা। কিন্তু সেই চেতলা থেকে ভবানীপুর পর্য্যন্ত আর আমায় প্রায়ই যেতে হয় না। মাঝ রাস্তায় মা রয়েছেন যে বাবা, তিনিই আমায় যথেষ্ট দেন। চুরি টুরি বড় আমায় কর্ত্তে হয় না। আর তোমাদের পাড়াতেও আমার আর এক নূতন মা হয়েছেন যে।

ঘোষাল। কে তোমার নূতন মা রাম?

রাম। কেন—মহামায়া। তবে এই খুনের হাঙ্গামা হয়েছে বলে, আমি এখন আর ওপাড়ায় যাবো না বাবা।

এই কথা বলিয়াই রামের যেন হঠাৎ কি একটা কথা স্মরণ হইয়া গেল। রাম বাড়ীওয়ালীকে কহিল—"ওরে বেটী, সে দিন মহামায়ার বাড়ীর দরজার সামনে যে জিনিষটা কুড়িয়ে পেয়েছি, সেটা বার কর্‌তো। সেটা সোণা দিয়ে বাঁধান, কি পেতল দিয়ে বাঁধান, তা ঠাকুরদাদা দেখ্‌লেই ঠিক বলে দেবে বাবা। আমায় ফাঁকি দিয়ে যে নেবে, সেটি হচ্ছে না বাবা, এখনই বার কর। আমার বোধ হয়, তাতে নিশ্চয় সোণা আছে।"

রামের এই কথা শুনিয়া ঘোষাল মহাশয় বাড়ীওয়ালীকে জিজ্ঞাসা করিলে—"সে কি জিনিষ নাত্‌নী?"

বাড়ীওয়ালী তখন কহিল—"ও ঠাকুরদাদা, সে আর কিছু নয়, একটু ছোট ছড়ির মতন। তার মুখটার কাছে পেতল দিয়ে বাঁধান। ও বেটা মনে করে সেটা সোণা। সোণা যদি হবে, তবে অমন রাস্তার মধ্যে পড়ে থাক্‌বে কেন?"

ঘোষাল মহাশয় তখন আগ্রহের সহিত কহিলেন—"একবার বার কর না নাত্‌নী—সে জিনিষটা কি দেখি।"

তখন নাত্‌নী অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেরাজ খুলিয়া সে জিনিষ বাহির করিল। ঘোষাল মহাশয় বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন—সে জিনিষ অন্য কিছুই নহে, দুর্গাদাসের বৈঠকখানা হইতে অপহৃত সেই মৃত্যুবাণ!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাদাসের গৃহে এইরূপ আকস্মিক ভয়ঙ্কর ঘটনায় পুলিশ বিভাগে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা দলে দলে তাঁহার গৃহে দর্শন দিতে লাগিলেন। কিন্তু দর্শনদানের ফল যে কিছুই হইবে না, সে কথা দুর্গাদাস মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং এ যেন একটা বিপদের উপর নূতন বিপদ হইয়া দাঁড়াইল। তবে তিনি সে বিপদে সাধারণ লোকের ন্যায় অস্থির না হইয়া অনেকটা স্থির থাকিতে পারিয়াছিলেন।

সেই কারণ, কেবল পুলিসের উপর নির্ভর না করিয়া গোপনে গোপনে নিজেই সেই চুরি ও খুনের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রামের দ্বারা যে কতক সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, আর পাহাড়ী বাবাই যে এই বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক—সে বিশ্বাস কি জানি কেন—তাঁহার মনে একরূপ দৃঢ় হইয়াছিল, তিনি সে কথা পুলিসকে জানাইলেও পুলিসের মনে কিন্তু সেরূপ কোন সন্দেহ হইল না, সুতরাং পুলিস সে দিকে আর কোন অনুন্ধান লইল না। সেই কারণ, তিনি ঘোষাল মহাশয়কে সে অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যে রাত্রে ঘোষাল মহাশয় বাড়ীওয়ালীর গৃহ হইতে রামের দ্বারা মৃত্যুবাণ বাহির করেন, তাহার পর দিবস প্রাতে পুলিসের বড় সাহেব স্বয়ং তদারকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া কি ভাবে তদারক করিলেন, আমরা নিম্নে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

পুলিশ সাহেব দুর্গাদাস বাবুকে কহিলেন—"বাবু, আপনি কিরূপে জানিলেন—যে অস্ত্র আপনার বৈঠকখানা হইতে চুরি গিয়াছে, সেই অস্ত্রের দ্বারাই এই খুন হইয়াছে?"

দুর্গাদাস বাবু উত্তর করিলেন—"মৃত দেহের হাতের তালুতে যে রক্তের ধারা ও আঘাত দেখেছি, তাই দেখে আমার এ বিশ্বাস মনে দৃঢ় হয়েছে। সেরূপ বিষাক্ত অস্ত্র না হলে, এরূপ স্পর্শমাত্র মৃত্যু হতেও পারে না।"

সাহেব। আপনি এরূপ ভয়ঙ্কর অস্ত্র গৃহে কেন রাখিয়াছিলেন? আর এরূপ প্রকাশ্যস্থানে বৈঠকখানার দেওয়ালের গায়েই বা সাজাইয়া রাখিলেন কেন?

দুর্গা। আমি তাতে এরূপ কোন বিপদের আশঙ্কা করি নাই। কারণ সে অস্ত্র বিষশূন্য ছিল। সে বিষ প্রস্তুত করতেও এ অঞ্চলে কেহ জানে না। সেই কারণ দেয়ালে সে অস্ত্র সাজিয়ে রাখায় আমি কোন দোষ মনে করি নাই।

সাহেব। সে অস্ত্রচুরির সংবাদ পুলিসে দেওয়া হয় নাই কেন?

দুর্গা। পুলিশের দ্বারা সে চুরির যে কোন কিনারা হবে, আমি সে আশা করি নাই।

সাহেব সে উত্তরে কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"বিনা লাইসেন্সে এরূপ ভয়ঙ্কর অস্ত্র গৃহে রাখা আর চুরি হইলেও পুলিশে সংবাদ না দেওয়া যে আইনবিরুদ্ধ, এ কথা আপনি কি জানেন না?"

দুর্গাদাস নীরব হইয়া রহিলেন। এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় পুলিস সাহেব কহিলেন—"আচ্ছা, এখন সে সকল কথা থাক। আপনার ভৃত্য শ্যামাচরণ কেন অজ্ঞান হইয়া সেই লাসের ঘরে পড়িয়াছিল জানেন?"

দুর্গাদাস। না, আমি তার কিছুই জানি না।

সাহেব। আপনিও একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কোন অনুমান করিতে পারেন না কি?

দুর্গাদাস। অনেকে ভৌতিক কাণ্ড বলিতেছে, কিন্তু আমি তাতে বিশ্বাস করি না।

সাহেব। আপনার ভৃত্য কোন তীব্র গন্ধযুক্ত দ্রব্যের আঘ্রাণে অজ্ঞান হইয়াছিল, কিন্তু সে দ্রব্য ক্লোরোফরম্ নয়। আর সে দ্রব্য যে কি, সে কথা এখনও হাঁসপাতালের ডাক্তারেরাও স্থির করিতে পারেন নাই। এই কারণে সেই দ্রব্য আপনার

ছিল, রুমাল খানা তাহারই কাপড়ের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এখনও ইহাতে কিরূপ গন্ধ আছে দেখুন।

এই কথা বলিয়া পুলিস সাহেব একখানি রুমাল দুর্গাদাসের হস্তে দিলেন। সে রুমালের আঘ্রাণ লইয়াই দুর্গাদাস শিহরিয়া উঠিলেন। পুলিস সাহেব কহিলেন—"এ রুমালে ধোপার দাগ আছে, সুতরাং এ রুমাল যে কাহার সে সন্ধান পরে করা যাইবে। এখন সে অস্ত্রচোরকে ধরিতে না পারিলে আর খুনের ও লাসচুরির কিছুই কিনারা হইবে না।"

দুর্গাদাস। আপনি হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে দিন, আর উপযুক্ত ডিটেক্‌টিভ্ নিযুক্ত করুন। এতে যে ব্যয় হবে, আমি সে সমস্ত ব্যয় বহন কর্‌তে প্রস্তুত।

সাহেব। আপনার চাকর শ্যামাচরণের এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আজই তাহার জ্ঞান হওয়া সম্ভব। তাহার জ্ঞান হইলে লাসচুরির কিনারা হইতে পারে। তবে সেই মৃত্যুবাণ-অস্ত্র বাহির করিতে না পারিলে আর খুনের কিনারা হইবে না।

এই সময় ঘোষাল মহাশয় সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"মৃত্যুবাণ বাহির হয়েছে, এখন খুনের কিনারা করুন।"

পুলিস সাহেব ও দুর্গাদাস উভয়ে বিস্মিতনেত্রে ঘোষাল মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই সময় সাহেব দুর্গাদাসকে কি ইঙ্গিত করিলেন। সে ইঙ্গিতের উত্তরে দুর্গাদাস বাবু সাহেবকে কহিলেন—"ইনি আমারই আত্মীয়। সেই মৃত্যুবাণ চুরির অনুসন্ধানে আমি ইহাকে নিযুক্ত করেছিলুম।"

সাহেব তখন ঘোষাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে অস্ত্র কোথায়?"

ঘোষাল মহাশয় আপনার গাত্র-বস্ত্র হইতে বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই অস্ত্র সাহেবের সম্মুখে ধরিলেন। এই ঘটনায় উভয়ের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। কিছুক্ষণ কাহার মুখে আর কোন কথা নাই। তার পর সাহেব কহিলেন—"কাহার নিকট হইতে আপনি এ অস্ত্র বাহির করিলেন?"

ঘোষাল। যার কাছ থেকে পেয়েছি, তাকে সঙ্গে করে এনেছি। এখানে আন্‌বো কি?

সাহেব তখন আগ্রহের সহিত কহিলেন—"এখনই আনুন।"

ঘোষাল মহাশয় তৎক্ষণাৎ সে গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই রামকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। রামের আপাদ মস্তক ভালরূপ নিরীক্ষণ করিয়া সাহেব কহিলেন—"তোমার নাম কি?"

পুলিস সাহেবকে দেখিয়া রাম কোনরূপ ভীত না হইয়া উত্তর করিল—"আমার নাম রাম।"

সাহেব। তোমার বংশের নাম বা পদবী কি?

রাম। সে পরিচয় আর আমি দিতে ইচ্ছা করি না।

সাহেব। তোমার জীবিকা কি?

রাম। কালীবাড়ীতে ভিক্ষা করি।

সাহেব। আর ভিক্ষা যখন না পাও?

রাম। তখন চুরি করি।

সাহেব। নিশ্চয়ই কর। কারণ অস্ত্রও তুমি চুরি করিয়াছ?

রাম। চুরি করি নাই সাহেব, কুড়িয়ে পেয়েছি।

"আমায় ক্ষমা করুন, আমি তার কারণও বল্‌তে পারবো না।"

দুর্গাদাস একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনুকূলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।"

অনুকূল চলিয়া গেলে পর, দুর্গাদাস ঘোষাল মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"এখন ত আমার এ ছোঁড়ার উপরই সন্দেহ হয়।"

ঘোষাল মহাশয় সে কথার উত্তরে কেবল একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মস্তক অবনত করিলেন!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাদাসের প্রাণের ভিতর এই সময় যাহা হইতেছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তিনি এতদিন দুইটি বালককে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন—একটি ভাগিনেয় এবং অপরটি মাতুল-পৌত্র। এ সংসারে তাঁহার আর কেহই নাই। ইহাদের মধ্যে একজন অপরকে হত্যা করিয়াছে—এই ভয়ঙ্কর সন্দেহ তাঁহার মনে উদয় হইবামাত্র কি অসহ্য যন্ত্রণা তিনি ভোগ করিতে লাগিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এককালীন সহস্র সহস্র বৃশ্চিকদংশনের হতও সে যন্ত্রণার তুলনা হয় না। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেই গৃহের মধ্যেই আকুলপ্রাণে বেড়াইতে লাগিলেন। সে সময় তাঁহার মুখাবয়ব এক ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সে মুখ দেখিয়া ঘোষাল মহাশয় বড়ই চিন্তিত হইলেন। কোন কথা কহিতে তাঁহার আর সাহস হইল না। কেবল বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণের পর দুর্গাদাস কহিলেন—"মামা, যার দ্বারাই এ কার্য্য হক, তাকে উপযুক্ত দণ্ড দিতে হবে। অনুকূল যদি এ কার্য্যের সংস্রবে থাকে, তবে তারও নিস্তার নাই। পুলিসের দ্বারা সে কাজ হবে না, অনর্থক টাকা খরচ হবে মাত্র। তুমি আমার একমাত্র ভরসা। তুমি মৃত্যুবাণ উদ্ধার করেছ, এখন তুমিই এই খুনের কিনারা কর।"

ঘোষাল মহাশয় উত্তর করিলেন—"বাবা দুর্গাদাস, তুমি অধীর হয়ো না। খুনের কিনারা ভগবানই করবেন। এরূপ ভয়ঙ্কর পাপ কাজ কখনই ছাপা থাক্‌বে না। অবশ্য আমার দ্বারা যা কিছু হওয়া সম্ভব, সে বিষয়ে কোন ত্রুটি হবে না।"

আবার সে গৃহ নিস্তব্ধ হইল। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ নাই! দুর্গাদাস সেইরূপ অস্থির ভাবে বেড়াইতে ছিলেন। হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার! মৃতদেহটাও পাওয়া গেল না! তার শেষ কার্য্যটা করেও মনে একটু শান্তিলাভ কর্‌তে পার্‌লুম না! মামা—মামা—এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে কি পার্‌বো না?"

বলিতে বলিতে দুর্গাদাস কাঁদিয়া ফেলিলেন। দুর্গাদাসের চক্ষে জল দেখিয়া ঘোষাল মহাশয় কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সে ক্রন্দন কোথায় চলিয়া গেল। আবার তাঁহার মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। নিদাঘের সন্ধ্যাকাল পুনরায় যেন ঘোর ঘন-ঘটায় সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু এখন আর বর্ষণ নাই—ঘন ঘন সুদীর্ঘ নিশ্বাসরূপ প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল মাত্র। কিছুক্ষণ

পরে দুর্গাদাস গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"অনুকূল! —অনুকূলের এই কাজ! আমি যে তাকে এত করে লেখাপড়া শেখালাম—তার কি এই ফল? অসম্ভব—অসম্ভব।"

আবার সে গৃহ নিস্তব্ধ হইল। অল্পক্ষণ পরেই দুর্গাদাস কহিলেন,—"হয়েছে—হয়েছে। সে এক ঢিলে দুটো পাখী মারতে গিয়েছে। অতুলকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে, সে মহামায়াকে বিয়ে করবে, আর আমার সমস্ত বিষয়ের মালিক হবে মনে করেছে। কিন্তু তার দুই আশাতেই ছাই পড়বে—আমি বেঁচে থাকতে মহামায়ার সঙ্গে তার বিয়ে হবে না—আর আমি মরে গেলেও সে আমার বিষয় পাবে না। তবে একটা ফল সে হাতে হাতে পাবে—ফাঁসি-কাঠে তার প্রাণটা যাবে।"

ক্রোধ কম্পিতস্বরে দুর্গাদাস শেষের কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে একবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ঘোষাল মহাশয়ের মুখে পুনরায় বিষম চিন্তার রেখা দেখা দিল। বেলা তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি দুর্গাদাসকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া তিনি কিরূপে গৃহে যাইতে পারেন? দুর্গাদাস ত দূরের কথা—একজন পথের পথিক হইলেও তাহাকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া ঘোষাল মহাশয় গৃহে যাইতে পারেন না। তাঁর নিজের ঘর সংসারের কথা?—সে তুচ্ছ কথাটা পরের বিপদের সময় ঘোষাল মহাশয়ের ত আদৌ মনে থাকে না।

সেই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—"হাঁসপাতাল থেকে শ্যাম-ঠাকুর ফিরে এসেছে।"

সে কথা শুনিয়া দুর্গাদাস সেই ভৃত্যকে কহিলেন—"সে কেমন আছে—এ ঘরে আসতে পারবে?"

ভৃত্য উত্তর করিল—"পারবে।"

তখন দুর্গাদাস পুনরায় কহিলেন—"তা হলে তাকে এখনি এখানে পাঠিয়ে দাও।"

ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য চলিয়া গেল। তার অল্পক্ষণ পরেই শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী নামক সেই পাচক ব্রাহ্মণ সেই গৃহে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া দুর্গাদাস জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কেমন আছ, শ্যামাচরণ?"

শ্যামাচরণ উত্তর করিল—"আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে এ যাত্রা বেঁচে গেছি, তবে এখনও বড় দুর্ব্বল।"

দুর্গাদাস। কথা কইতে কষ্ট হবে না ত?

শ্যামাচরণ। আজ্ঞে না, তবে বেশী-ক্ষণ কথা কইতে পারবো না।

দুর্গা। আচ্ছা তোমায় বেশী কথা জিজ্ঞাসা করবো না। কেবল সে রাত্রে কি হয়েছিল—আমায় বল। আগে বল—তুমি অজ্ঞান হয়ে গেলে কি করে?

শ্যামা। আজ্ঞে লোহিয়ার কথা জিজ্ঞেস করছেন?

দুর্গা। লোহিয়ার কথা! আচ্ছা, লোহিয়ার কথাই জিজ্ঞেস্ করছি—কি জান বল।

শ্যামাচরণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে ক্ষীণস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল—"আপনারা সব চলে যাবার পর, আমি মড়ার খাটিয়ার পাশে বসে রইলুম। ঘরের মধ্যে প্রদীপটা মিটু মিট্ করছিল, তাতে বেশী করে তেল দিলুম। তার পর বড় ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল বলে, দক্ষিণ দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিলুম। তার পর—

দুর্গাদাস এই সময় তার কথায় বাধা

হিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি নিজের হাতে সে জানালা বন্ধ করেছিলে ?"

শ্যামা। আজ্ঞে হাঁ, আমি নিজের হাতে সে জানালা বন্ধ করে ছিট্‌কিনী দিয়েছিলুম। তার পর পাহারাওলাটা দরজার কাছে শুয়ে আছে বলে, দরজাটা আর বন্ধ করি-নি, কেবল ভেজিয়ে রেখেছিলুম। অনেক ক্ষণের পর আমার একটু ঘুম ধরেছিল মশাই। আমি বসে বসেই একটু ঘুমুচ্ছিলুম। ঘুমুতে ঘুমুতে যেন স্বপ্ন দেখলুম—আমার গলা কে যেন চেপে ধরেছে—আমার নিশ্বেস পড়্‌ছে না। তখন হঠাৎ সে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল—চেয়ে দেখি—লোহিয়া একখানা সাদা রুমাল আমার নাকের কাছে ধরে রয়েছে। আমি ভয়ে চীৎকার করতে গেলুম—কিন্তু পারলুম না। তখন লোহিয়া আমার ঘাড়টা টিপে ধরে, সেই রুমালখানা আমার মুখের উপর চেপে ধর্‌লে। তার পর আর আমার কোন কথা মনে নাই।

দুর্গা। আচ্ছা, লোহিয়া যে তোমার মুখে রুমাল চেপে ধরেছিল, এ কথা তুমি ঠিক বল্‌ছ ?

শ্যামা। আজ্ঞে হাঁ। সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তবে কেন সে আমায় অজ্ঞান কর্‌লে তা জানি না। আমি ত তার কখন মন্দ করি-নি।

দুর্গা। মড়া চুরি করে নিয়ে যাবে বলে, শ্যামাচরণ, তোমায় অজ্ঞান করেছিল।

শ্যামাচরণ তখন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"মড়া চুরি করে নিয়ে যাবে কেন মশাই ?"

দুর্গা। তা এখন কি করে বল্‌বো ? রাত্রি তিনটার সময় আমরা গিয়ে দেখি—খাটিয়াতে মড়া নাই—তুমি কাপড়-জড়ান অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছ, আর দক্ষিণ দিকের জানালা খোলা—আর তার দুটো গরাদে ভাঙ্গা।

শ্যামা। তবে এ নিশ্চয়ই—সেই পাহাড়ে মাগী লোহিয়ার কাজ।

দুর্গা। আচ্ছা, পাহাড়ী বাবাকে সে ঘরে দেখেছিলে কি ?

শ্যামা। আজ্ঞে, না।

দুর্গা। তবে জানালা খোলা পেয়ে গরাদে কেটে শেষে এসে থাক্‌বে। এখন বেশ বুঝ্‌ছি—লোহিয়াই হক্ আর পাহাড়ী বাবাই হক্, এই দুই জনের এক জন আমার অতুলকে খুন করেছে। অনুকূলের উপর বৃথা সন্দেহ করেছি! কি বল মামা ?

এই কথা বলিয়া দুর্গাদাস একবার ঘোষাল মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। ঘোষাল মহাশয় উত্তর করিলেন—"এই কথাই সম্ভব। পর দিন বিয়ে হবে বলে তারাই এই ভয়ঙ্কর কার্য্য করেছে। মহামায়ার যাতে বিয়ে না হয়, পাহাড়ী বাবা আর লোহিয়া প্রাণপণে বরাবরই সেই চেষ্টা করে এসেছে। তা হলে পাহাড়ী বাবা কি ভয়ঙ্কর লোক! ধর্ম্মের আবরণে মূর্ত্তিমান পাপ! কি ভয়ঙ্কর কথা।"

দুর্গাদাস বাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন—"আচ্ছা এ ছোঁড়া তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর্‌লে কেন ? তার ভাবগতিক আমার ভাল বোধ হচ্ছে না। সেও এদের এই পাপ কার্য্যের সঙ্গী হতে পারে। এ যে বিষম প্রহেলিকা মামা! কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

ঘোষাল মহাশয় তখন বিষণ্ণ মনে এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যার পর পুলিস সাহেব দুর্গাদাসকে কহিলেন—"সে রুমালের অনুসন্ধান হইয়াছে, সে রুমাল অন্য কাহার নহে, সে রুমাল মহামায়াদের বাড়ীর। ধোবার দাগ দেখিয়া এ অনুসন্ধান ঠিক করা হইয়াছে।"

সে সময় দুর্গাদাসের নিকটে কেবল ঘোষাল মহাশয় ছিলেন। ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—"সে বাড়ীতে কেউ ত পুরুষ নেই—সে রুমাল ও-বাড়ীর কি করে হবে? আমাদের দেশের মেয়েরা ত আর রুমাল ব্যবহার করে না সাহেব।"

সাহেব তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"আপনাদিগের মেয়েদেরও আচার ব্যবহার আমার ভালরূপ জানা আছে। এ সন্দেহ প্রথমে আমার মনেও উদয় হইয়াছিল, কিন্তু ধোবাকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে, মহামায়া রুমাল ব্যবহার করিয়া থাকেন। তার চাল-চলন সম্পূর্ণ এদেশের মেয়েদের মতন নহে।"

সাহেবের উত্তর শুনিয়া ঘোষাল মহাশয় নিরুত্তর হইলেন। তখন দুর্গাদাস বলিলেন—"সাহেবের কথা মিথ্যা নয়—সে রুমাল মহামায়ার, এ কথা আমি অবিশ্বাস করি না। তা হলে লোহিয়াই আমার এ সর্ব্বনাশ করেছে। লোহিয়াই মৃত্যুবাণ চুরি করেছে—সেই আমার অতুলকেও খুন করেছে—আবার পাছে ধরা পড়ে সেই ভয়েই সে রাত্রে বামুন-ঠাকুরকে অজ্ঞান করে লাস চুরি করে নিয়ে গেছে।"

তার পর শ্যামাচরণের মুখে আরো অন্যান্য যে সকল কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, সে সমস্তই সাহেবের নিকট প্রকাশ করিলেন। সে কথা শুনিয়া এই সময় সাহেব কহিলেন—"আপনি কি মনে করেন লোহিয়া একাকী লাস চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে?"

দুর্গাদাস। আজ্ঞে না মহাশয়—আমি তা কখনই সম্ভব মনে করি না। লোহিয়ার সঙ্গে পাহাড়ী বাবা নিশ্চয়ই ছিল। পায়ের দাগ দেখে আপনার ডিটেক্‌টিব যাহা বলেছিলেন, তাই ঠিক। একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোকের দ্বারাই এ কাজ হয়েছে। পুরুষ—পাহাড়ী বাবা, আর—স্ত্রীলোক লোহিয়া। কারণ, অতুলের সঙ্গে মহামায়ার যাতে বিয়ে না হয়, এরা দুজনেই সেই চেষ্টা প্রাণপণে কর্‌ছিলো। পাহাড়ী বাবা এক জন ভয়ঙ্কর তান্ত্রিক—তার নিজের কু-অভিপ্রায় চরিতার্থ কর্‌বার জন্যেই এত দিন মহামায়াকে কুমারী করে রেখেছে। তার ভয়েই মহামায়ার মা মেয়েটিকে নিয়ে আমার কাছে পালিয়ে এসেছে। এখন এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। পাহাড়ী বাবা পালিয়ে যাওয়া সম্ভব, সে পালালে, তাকে ধরা বড় মুস্কিল হবে, আপনি এখনই তার উপায় করুন।

সাহেব। সে উপায় আমি পূর্ব্বাহ্নে করিয়াছি। পাহাড়ী বাবা পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। লোহিয়া এখন পুলিসের নজরবন্দীতেই আছে। পাহাড়ী বাবাই মূল আসামী, লোহিয়া তাহার সাহায্যকারী। তবে লোহিয়াকে আসামী শ্রেণীভুক্ত না করিয়া সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত করিতে মনঃস্থ করিয়াছি। এখন সেই রাম কোথায়?

দুর্গাদাস সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন—"সে আমার বাড়ীতেই আছে। কিন্তু সাহেব, আপনাকে আর একটি কথা বলা আমি আবশ্যক বোধ কর্‌ছি। যে বিয়ে

এ খুন হয়েছে, আমার বিশ্বাস সে বিষ লোহিয়া ভিন্ন আর কেহই প্রস্তুত করতে জানে না—পাহাড়ী বাবা, পর্য্যন্ত নয়। সুতরাং লোহিয়াকে আসামী করা উচিত কি না—আপনি এখন সে বিচার করুন। আমার মতে এরা দুজনেই আসামী, তবে প্রধান আসামী—সেই পাহাড়ী বাবা।"

সাহেব তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"সে সম্বন্ধে আমি পরে বিবেচনা করিব। এখন আপনি সেই রামকে একবার হাজির করুন।"

দুর্গাদাস এক জন ভৃত্যকে অনুমতি করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ রামকে সেই গৃহে আনিয়া উপস্থিত করিল। সাহেব সতৃষ্ণদৃষ্টিতে রামের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—"তুমি এ মৃত্যুবাণ কেমন সময় পাইয়াছিলে?"

রাম একবার সাহেবের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিল, তার পর মস্তক অবনত করিল। সে প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিল না। সাহেব এবার ধমক দিয়া কহিলেন—"আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

রাম তখন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল—"আমি সে কথার উত্তর ত পূর্ব্বেই দিয়েছি।"

সাহেব। কি দিয়াছ—আবার বল।

রাম। সকাল বেলায়।

সাহেব। তখন কয়টা বাজিয়াছিল?

রাম। আমি ঘড়ি দেখিনি, সুতরাং তা বল্‌তে পার্‌বো না।

সাহেব। আচ্ছা, কত সকাল?

রাম। খুব সকাল।

সাহেব। সে দিন রাত্রিকালে তুমি কোথায় শয়ন করিয়াছিলে?

রাম। সেদিন রাত্রে আমি আদৌ শয়ন করি-নি।

সাহেব। তবে কোথায় ছিলে?

রাম। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিলুম।

সাহেব। কি উদ্দেশ্যে?

সাহেব। পাহাড়ী বাবার অনুসন্ধানে।

সে কথায় দুর্গাদাস ও ঘোষাল মহাশয় একবারে বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"কি পাহাড়ী বাবার অনুসন্ধানে!"

সাহেব তখন একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"আপনারা চুপ করুন।"

তার পর রামের দিকে ফিরিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"পাহাড়ী বাবা সে দিন রাত্রে কোথায় ছিল?"

রাম একটু চিন্তা করিয়া কহিল—"সমস্ত রাত্রের সংবাদ আমি জানি না। তবে সে দিন সন্ধ্যার সময় পাহাড়ী বাবাকে এ বাড়ীর দিকে আস্‌তে দেখেছি, আর রাত্রি দেড়টার সময় এ বাড়ীর পিছনের বাগান থেকে বেরিয়ে যেতেও দেখেছি।"

সাহেব তখন আগ্রহের সহিত তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সঙ্গে আরো কেহ ছিল কি?"

রাম। আস্‌বার সময় ত দেখ্‌লুম একা, কিন্তু যাবার সময় দেখ্‌লুম্—সঙ্গে লোহিয়া আর একটা মড়া।

সাহেব। দেখ সব সত্য কথা বলিবে—কোন কথা গোপন করিবে না।

রাম। রাম কখন মিথ্যা কথা বলে না সাহেব। তবে যা জিজ্ঞেস্ কর্‌বেন—কেবল সেই কথারই উত্তর দেবো।

সাহেব। পাহাড়ী বাবা আর লোহিয়াতে একটা মৃত দেহ বহিয়া লইয়া যাইতেছিল কি?

রাম। আজ্ঞে হাঁ।

সাহেব। সে মৃত দেহ কাহার তুমি বলিতে পার?

রাম। তা কেমন করে পার্বো? আমি দূর থেকে দেখেছি।

সাহেব। আচ্ছা, সে মৃত দেহ অতুলের কি না—সে কথা তুমি বলিতে পার?

রাম। তাই বা কেমন করে বল্বো সাহেব? তবে হলেও হতে পারে।

সাহেব। তোমার মনে যদি সে সন্দেহ হইয়াছিল—তবে এত দিন সে কথা গোপন রাখিয়াছ কেন?

রাম। আমার মনে ত কোন সন্দেহ হয় নি।

সাহেব তখন আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"কি! রাত্রি দেড়টার সময় দুই জনে একটা খূনী-লাস চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়াও তোমার মনে কোনরূপ সন্দেহ হইল না!"

রাম। সাহেব, অন্য কেউ হলে হতো, কিন্তু পাহাড়ী বাবাকে দেখে আমার সে সন্দেহ হয়-নি।

সাহেব। কেন—পাহাড়ী বাবা কি এত বড় সাধু?

রাম। সাধু কি অসাধু—তা আমি জানিনে। তবে শব না হলে পাহাড়ী বাবার সাধনাই হয় না—একথা আমি জানি। আর রাত্রিকালই যখন সে সাধনার উপযুক্ত সময়, তখন সে সময় পাহাড়ী বাবাকে সে অবস্থায় দেখে, আমার মনে অন্য সন্দেহ হবে কেন?

সাহেব। একথা এত দিন প্রকাশ কর নাই কেন?

রাম এবার যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"জিজ্ঞেস্ না কর্লেও প্রকাশ কর্বো! কই—এ কথাত এত দিন কেউ আমায় একবারও জিজ্ঞেস্ করেনি।"

সাহেব কিছুক্ষণ মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর পকেট হইতে দেশলাই ও চুরুট বাহির করিয়া ধূমপান আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ ধূমপানের পর কহিলেন—"সে মৃতদেহ লইয়া তাহারা কোথায় গেল?"

রাম উত্তর করিল—"তা আমি জানি না—দূর থেকে দেখেছিলুম। তার পর গলির মোড়টা ফিরে দেখি—আর কেউ কোথাও নেই। সেই সন্ধানেইত সমস্ত রাত্রি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি।"

সাহেব। এ লাস চুরি সম্বন্ধে আর কোন কথা তুমি জান?

রামচন্দ্র। আজ্ঞে—না।

সাহেব তখন দুর্গাদাসকে কহিলেন, "বাবু, আমি আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করিতে পারি না। লোহিয়াকেও এখনই গেরেপ্তার করিতে হইবে। আর এই রাম আপনার হেপাজতেই থাকিল।"

এই কথা বলিয়া সাহেব দ্রুতগতিতে সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। সাহেব চলিয়া গেলে পর, ঘোষাল মহাশয় একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"কি ভয়ঙ্কর কথা বাবা!"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

"যথার্থই ভয়ঙ্কর কথা ঠাকুর-দা।"—বলিতে বলিতে সেই গৃহের মধ্যে অনুকূলচন্দ্র প্রবেশ করিল। দুর্গাদাস বাবু ও ঘোষাল মহাশয় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে মুখে বিস্ময় যেন মাখান রহিয়াছে। অনুকূল তার পর কহিল,—"আপনারা কি প্রমাণে পাহাড়ী বাবাকে খুনের আসামী কর্লেন?"

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। দুর্গাদাস বাবু কি ঘোষাল মহাশয় কাহার মুখে কোন কথা নাই। অনুকূল পুনরায় বলিতে

আরম্ভ করিল—"পাহাড়ীবাবা এ খুন করেন নাই। এক জন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অন্যায়রূপে কষ্ট দেওয়া কখনই উচিত হয় না। যে লোক সংসারী নয়—একবারে শ্মশানবাসী, তার উপর এ কি ভয়ঙ্কর দোষারোপ! পাহাড়ীবাবা এ খুন করবেন কেন?"

দুর্গাদাসের মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে গম্ভীরভাব ধারণ করিল। ঝটিকার পূর্ব্বে আকাশ যে মূর্ত্তি ধারণ করে, এ মূর্ত্তি তাহার সহিত তুলনীয়। তার পর বজ্রগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করিলেন—"তবে এ খুন কে করেছে অনুকূল?"

সে প্রশ্ন শুনিয়া অনুকূলের সেই বিস্ময়-বিস্ফারিত মুখখানি একবারে শুষ্ক হইয়া গেল! কিছুক্ষণ অনুকূল সে প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। তার পর সেই উত্তেজিত কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তে অতি মৃদুকণ্ঠে অনুকূল কহিল—"যেই করুক, কিন্তু পাহাড়ীবাবা নয়।"

তখন পুনরায় প্রশ্ন হইল—"তুমি এ কথা কেমন করে জান্‌লে?"

অনুকূল এবার অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিল—"আমি এ কথা ভালরূপই জানি। না জান্‌লে আপনার সাম্‌নে এত জোর করে কি এ কথা বল্‌তে পারি জ্যেঠা মহাশয়?"

দুর্গাদাস তখন এক ভীষণ বজ্রনাদ করিলেন—"তবে কে খুন করেছে—তুমি নিশ্চয়ই জান। না জান্‌লে এ কথা তুমি এত জোর করে—কি করেই বা বল্‌বে। আর কেবল ত খুন নয়—মৃত্যুবাণ চুরি—খুন—আর লাস-চুরি—এই তিনটা অপরাধেরই প্রধান আসামী পাহাড়ীবাবা।"

অনুকূল তখন ধীরে ধীরে কহিল—"অন্য অপরাধ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু জ্যেঠা মহাশয়, আপনার পা ছুঁয়ে আমি দিব্য করে বল্‌ছি—পাহাড়ীবাবা অতুলকে খুন করে-নি।"

দুর্গাদাস বাবু তখন ক্রোধভরে কহিলেন—"তবে কে করেছে বল্।"

অনুকূল ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"এ প্রাণ থাক্‌তে সে কথা বল্‌তে পার্‌বো না।"

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া দুর্গাদাস একবার অনুকূলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন! তার পর সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন—"অতুল যে তোর সহোদর ভেয়ের মতন ছিল রে! তাকে কে খুন করেছে—জেনেও তুই তার নাম প্রকাশ করবি-নি—এ কথা আমার সম্মুখে বল্‌তে সাহস কর্‌লি?—তুই এমন নীচ—এমন নরাধম—এমন কুলাঙ্গার?"

অনুকূল উত্তর করিল—"জ্যেঠা মহাশয়, আমায় আপ্‌নি নীচ, নরাধম ও কুলাঙ্গার যা ইচ্ছে বলুন—আমি সকল কথা অম্লানবদনে সহ্য কর্‌বো—এমন কি ঝাঁটা জুতা মার্‌লেও পিট পেতে দেবো, কিন্তু তবুও সে কথা বল্‌তে পার্‌বো না—সে প্রস্তাব আমার কাছে আর কখন আপ্‌নি উত্থাপনও কর্‌বেন না।"

তখন ক্রোধভরে দুর্গাদাস চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"তুই আমার সম্মুখ হতে দূর হ।"

অনুকূল। দূর হবো—কিন্তু আগে আপ্‌নি পাহাড়ী বাবাকে পুলিসের হাত থেকে মুক্ত করুন।

দুর্গাদাস। নিশ্চয়ই পাহাড়ীবাবা তোকে যাদু করেছে।

অনুকূল। না জ্যেঠা মহাশয়, আমায় যাদু করে নাই। নিরপরাধ পাছে শাস্তি পায়, সেই জন্যে আমার প্রাণ কাঁদ্‌ছে।

দুর্গাদাস। আর সেই ভাইটের জন্য তোর প্রাণ কি একটুও কাঁদে নেই? তার হত্যাকারীর যাতে উপযুক্ত শাস্তি হয়, সে পক্ষে প্রাণপণে চেষ্টা করা কি তোর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য নয়? আমার এখনও বিশ্বাস —তুইও এই খুনের ভিতর আছিস্? তুইও ত মহামায়াকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল—তাই এ সকল কাণ্ড। আমি কি বুঝ্‌তে পারি-নি? শোন অনুকূল—

ক্রোধভরে ব্রাহ্মণের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ঘোষাল মহাশয় তখন বড় ভীত হইলেন। তাড়াতাড়ি সে ক্রোধ উপশমের নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দুর্গাদাস একটু স্থির হইয়া কহিলেন—"আমি আগাগোড়া যে প্রমাণ পেয়েছি, তাতে পাহাড়ীবাবাকে চোর ও খুনী আসামী বলে আমার মনে একবারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে। এখন আমি সেই বিশ্বাস অনুযায়ীই কার্য্য করবো। পাহাড়ী বাবার উপরই খুনের চার্জ্জ দেবো, তার পর মোকদ্দমার মুখে যা হবার তা হ'ক।"

এই সময় হঠাৎ অনুকূলের মুখ হইতে বহির্গত হইল—"তা হলে আমি পাহাড়ী-বাবার পক্ষ অবলম্বন করবো—তার মোকর্দ্দমার ওকালতনামা নেবো।"

দুর্গা। কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমায় আমার এ গৃহ পরিত্যাগ করে যেতে হবে। এমন কাল-সর্পের কখনই এ গৃহে আর স্থান হবে না।

অনুকূল। আমি এখনই সে জন্য প্রস্তুত।

দুর্গা। সোজা রাস্তা—আবি নেকাল যাও।

অনুকূল। তবে যাবার পূর্ব্বে একটি কথা বলে যাই। আমি আপনার আশ্রয়ে অনেক দিন আছি। আপনিও আমায় আপনার সন্তানের মতন লালনপালন করেছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে চলে যাবার সময় আপনার মনে বড় কষ্ট দিয়ে গেলুম। কি করবো—উপায় নাই। আমার এই প্রথম ও শেষ অপরাধ ক্ষমা করুন।

এই কথা বলিয়াই অনুকূল সে গৃহ হইতে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। দুর্গাদাস অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। আর ঘোষাল মহাশয় বিষণ্ণমুখে আকুল প্রাণে সেই দরজার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাহাড়ী বাবা খুন ও চুরি অপরাধে ধৃত হইলে পর, ভবানীপুর অঞ্চলে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। যাহারা নব্যসম্প্রদায় —যাহাদের সাধু সন্ন্যাসীতে কিছুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি নাই, এই ঘটনায় তাহারা অনেকেই মহা আস্ফালনের সহিত পাহাড়ী বাবার চরিত্রে নানারূপ দোষারোপ আরম্ভ করিয়া দিল, কিন্তু প্রবীণ ও ধর্ম্মভীরু সম্প্রদায়ের লোকেরা এই ঘটনায় একবারে মর্ম্মাহত হইল। তাহারা পাহাড়ী বাবার ন্যায় একজন সাধু লোককে এরূপ গুরুতর অপরাধে পুলিস কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া তাঁহারই স্বপক্ষে নানারূপ আন্দোলন উপস্থিত করিতে লাগিল। আর—বিশেষতঃ যাহারা পাহাড়ীবাবার অমানুষিক ক্ষমতার বিষয় জ্ঞাত ছিল, তাহারা বিপক্ষ দলের একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিত হইল। সুতরাং এ সম্বন্ধে দুইটা দল হইল, এক দল অপর দলকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিতেও সাধ্যমতে ত্রুটি করিল না, সুতরাং আন্দোলনটা ক্রমেই গুরুতর মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল।

অনেকেই পাহাড়ীবাবাকে দেখিতে থানায় পর্য্যন্ত গিয়াছিল, তাঁহার সেই প্রফুল্লমূর্ত্তি দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইয়া সকলেই গৃহে ফিরিল। এমন একটা গুরুতর অপরাধে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াও পাহাড়ী বাবা কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই দেখিয়া স্বপক্ষ লোকদিগের ভক্তি একবারে উথলিয়া পড়িতে লাগিল, আবার বিপক্ষ লোকেরা এই ঘটনায় পাহাড়ী বাবা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর লোক তাহারই ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিল। তবে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কারণ হইল—অনুকূল। অনুকূল সহোদরসম অতুলের হত্যাকারীর পক্ষ প্রকাশ্যরূপে কেন যে অবলম্বন করিল—সে রহস্য কেহই উদবাটিত করিতে পারিল না। এই ঘটনা লইয়াও ঘরে বাহিরে খুব একটা আন্দোলন চলিতে লাগিল। সকলেই এই মোকদ্দমার বিচারফল দেখিবার জন্য বিশেষরূপে উৎসুক হইয়া রহিল।

এদিকে দুর্গাদাস ও ঘোষাল মহাশয় এই মোকদ্দমার প্রমাণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অপর দিকে অনুকূলও মোকদ্দমার বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের কোন ত্রুটি করিতে ছিল না। অনুকূলের এইরূপ ব্যবহারে আলিপুরের উকিল মহলেও একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। যে দিন পাহাড়ীবাবাকে জামিনে খালাস করিবার জন্য অনুকূল খোদ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিলেন ও সেই দরখাস্তের হেতু দর্শাইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, সেই দিন আদালত শুদ্ধ লোক একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল! কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব খুনী আসামীকে জামিনে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না। তখন হাজতে যাহাতে পাহাড়ীবাবার কোনরূপ কষ্ট না হয়, নিজ হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া সে পক্ষে বন্দোবস্ত করিতেও অনুকূল কোন ত্রুটি করিলেন না। তখন নানা লোকে নানা কথা কহিতে আরম্ভ করিল। কেবল দুর্গাদাসের মুখে সে সম্বন্ধে কোন কথাই ছিল না।

একদিন সন্ধ্যার পর কি ভাবিয়া দুর্গাদাস নিজ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনুকূলের বাসায় গিয়া দর্শন দিলেন। ঘটনাক্রমে সে সময় পাহাড়ীবাবার মোকদ্দমার কাগজ পত্র লইয়াই অনুকূল ব্যস্ত ছিলেন। দুর্গাদাস নিকটে গিয়াই তাহা বুঝিতে পারিলেন। ক্রোধের কোন চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া ধীর ও গম্ভীরভাবে দুর্গা[দাস] কহিলেন—"অনুকূল, তোমার এরূপ ব্যবহারের কারণ আমায় বল।"

সে কথা শুনিয়া প্রথমে অনুকূল কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তার পর ধীর ও স্থিরভাবে উত্তর করিলেন—"সে কারণ বল্‌বার এ সময় নয়—জ্যেঠা মহাশয়।"

দুর্গাদাস এবারও সেইরূপ গম্ভীরভাবে কহিলেন—"আমাকেও গোপনে বল্‌তে পার না?"

অনুকূলের মুখ হইতে তৎক্ষণ বহির্গত হইল—"আজ্ঞে না।"

এই ক্ষুদ্র 'না' কথাটিতে কিন্তু ব্রাহ্মণ একবারে ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। যেন প্রশান্ত সাগরে অকস্মাৎ এক প্রবল ঝটিকা বহিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণের সে ক্রোধমূর্ত্তি দেখিয়া অনুকূলও ভীত হইলেন। ক্রোধভরে বজ্রনাদে ব্রাহ্মণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"তবে লোকে যা বলে, তাই ঠিক্। তোর মতন বিশ্বাসঘাতক তোর মতন কৃতঘ্ন, তোর মতন নরাধম আর পৃথিবীতে নাই!"

ভয়বিহ্বল হৃদয়ে অনুকূল সবিস্ময়ে কহিলেন—"কি! আমি বিশ্বাসঘাতক!"

দুর্গাদাস পুনরায় গর্জিয়া উঠিলেন—“হাঁ, তুই বিশ্বাসঘাতক! যে আপনার সহোদরের মতন ভেয়ের হত্যাকারীর সাহায্যের জন্য এত দূর কর্‌তে পারে, সে বিশ্বাসঘাতক যদি না হয়, তবে আবার বিশ্বাসঘাতক কে? আজ দেশ শুদ্ধ লোকে তোকে কি বল্‌ছে?”

অনুকূল। অন্যে যার যা ইচ্ছে বলুক, সে কথা আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু আপনি আমার স্বভাব চরিত্র ভালরকমই জানেন, আপনার মুখে এরূপ কথা শুন্‌লে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। যতদূর সম্ভব আমি ধর্ম্মপথেই চলে থাকি।

দুর্গাদাস। তুই আর ধর্ম্মের নাম মুখে আনিস্‌নে। তোর মতন অধার্ম্মিক আর কে আছে? অতি নীচ চণ্ডালেও যে কাজ কর্‌তে সাহস করে না, তুই এখন সেই কাজ কর্‌ছিস্।”

অনুকূল। কিন্তু সে কেবল ধর্ম্মের জন্য জ্যেঠামহাশয়। জেনে শুনে একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে খুনী মোকদ্দমার আসামী কর্‌তে পার্‌বো না।

দুর্গাদাস। পাহাড়ীবাবা যে দোষী সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ ত আমরা পেয়েছি। আর তুই যে বল্‌ছিস্—পাহাড়ীবাবা নির্দ্দোষ, তার কি প্রমাণ আছে—আমায় বল্।

অনুকূল। বল্‌বো জ্যেঠামহাশয়, কিন্তু এখন নয়।

দুর্গাদাস। তবে আর কখন্ বল্‌বি?

অনুকূল। আদালতে বল্‌বো—বিচারের সময় আদালতে সব কথা জান্‌তে পার্‌বেন।

দুর্গাদাস। কি আদালতে।

অনুকূল। আজ্ঞে হাঁ। আমি যখন আসামী পক্ষের উকিল হয়ে আদালতে দাঁড়াবো, তখন আমারই মুখে আপনি সব কথা শুন্‌তে পাবেন।

দুর্গাদাস। এখন আমায় বলায় দোষ কি?

অনুকূল। দোষ যে কি আছে—যখন কথাটা শুন্‌বেন, তখন সেটা জান্‌তে পার্‌বেন।

দুর্গাদাস। আচ্ছা, পাহাড়ী বাবা যদি নির্দ্দোষ, বল্ এ খুন কর্‌লে কে?

অনুকূল। সে কথাও সেই দিন আমার মুখেই শুন্‌তে পাবেন।

দুর্গাদাস বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে অনুকূলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন—“তবে কে আমার অতুলকে খুন করেছে—তা তুই জানিস্?”

অনুকূল মস্তক অবনত করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত কহিলেন—“জানি।”

দুর্গাদাস কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর কহিলেন—“দেখ, তুই আমা মামাতো ভেয়ের ছেলে বলে ঠিক্ ছেলের মতন তোকে মানুষ করেছি—সুতরাং আমি তোর পিতৃতুল্য—আমার কাছে কোন কথা গোপন করিস্‌নে—কে খুন করেছে আমায় বল্।”

অনুকূল। বল্‌বো—কিন্তু আজ নয়—আর এখানেও নয়। আদালতে বিচারের দিন বল্‌বো।

তখন কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দুর্গাদাস কহিলেন—“নিশ্চয়ই পাহাড়ীবাবা যাদু জানে, সে তোকে নিশ্চয়ই যাদু করেছে। তা নইলে তোর মুখে এমন কথা কখনই শুন্‌তে পেতুম না। আচ্ছা, তাই হবে—আদালতেই সে কথা শুন্‌বো। কিন্তু পাহাড়ীবাবাই এই খুনের আসামী বলে

আমার মনে যে বিশ্বাস জন্মেছে, তোর কথায় আমার সে বিশ্বাসের কিছুমাত্র হ্রাস হলো না। যাতে সে ফাঁসিকাঠে ঝোলে, সে পক্ষে আমি বিধিমতে চেষ্টা কর্‌বো।"

"আমিও তাঁর জীবন রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌বো"—এই কথা বলিয়া অনুকূল মস্তক অবনত করিলেন। দুর্গাদাস একবার ঘৃণাসূচক দৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন করিয়া দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

তখন উভয় পক্ষ হইতে মোকদ্দমার বিশেষরূপ তদ্বির আরম্ভ হইল। মৃত্যুবাণ-চুরি হইতে লাস-চুরি পর্য্যন্ত প্রমাণের জন্য দুর্গাদাসের পক্ষে অনেকগুলি সাক্ষীর আবশ্যক। অবশ্য এরূপ খুনী মোকদ্দমায় পুলিসই সে সকল সাক্ষীর সংগ্রহকর্ত্তা। প্রথম মৃত্যুবাণ-চুরির প্রমাণ সংগ্রহের জন্য পুলিস যে তদ্বির করিয়াছিল, আমরা এস্থলে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

এ চুরির সম্বন্ধে প্রধান সাক্ষী হইতেছে —আমাদের ঘোষাল মহাশয় ও রাম। তবে কে যে চুরি করিয়াছিল, পুলিস সে বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া প্রথমে আমাদের সেই বাড়ীওয়ালীর বাড়ী গিয়া দর্শন দিল। এইখানে বাড়ীওয়ালীর আরো একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে।

বাড়ীওয়ালীর পরিচয় দিতে গেলে প্রথমেই বাড়ীর পরিচয় দিতে হয়। বাড়ীওয়ালীর বাড়ীখানি উত্তর দক্ষিণে লম্বা— বাড়ীর মধ্যে এগার কামরা ঘর। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘরখানিতে বাড়ীওয়ালী নিজে বাস করে, আর বাকি দশ খানা ঘর ভাড়া দেওয়া। উত্তর মুখে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় —ঠিক্ সম্মুখের উত্তর দিকের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে লম্বা ঘরখানি বাড়ীওয়ালীর নিজের —তাহার পার্শ্বে আর একখানি মাত্র ঘর। বাড়ীর মধ্যস্থিত এক সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণ দিয়া সেই দুই ঘরে যাইতে হয়। যাইতে বামদিকে পাঁচখানি—দক্ষিণ দিকে চারিখানি—এই সর্ব্বশুদ্ধ বাড়ীর মধ্যে এগার খানি ঘর। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে প্রথমেই দুই দিকে রাস্তার ধারেরই দুই খানি ঘর। ডান দিকের ঘরের পরেই কল ও পাইখানা—এই কারণ বাড়ীওয়ালীর একখানা ঘর মারা গিয়াছে। আহা! তার জন্যে বাড়ীওয়ালী সময়ে সময়ে কতই দুঃখ করিত। একখানি ঘর বাড়িলে বাড়ীওয়ালীর কোন্ না দুই টাকা আয় বাড়িত। সকল ঘরেরই দাওয়া আছে— সেই দাওয়ার এক পার্শ্বে প্রত্যেকেরই রন্ধনের ব্যবস্থা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বাড়ীওয়ালীর অপর দশখানি ঘরে দশ জন ভাড়াটিয়া। কলিকাতা অঞ্চলে 'ঝি' নামে যে এক অপূর্ব্ব জীব আছে—এই সকল ভাড়াটিয়া সেই শ্রেণীর। পৃথিবীতে এমন পাপ নাই— যাহা ইহাদের দ্বারা প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় না—এমন কুকর্ম্ম নাই,—যাহা ইহারা করিতে কুণ্ঠিত হয়—এমন মহাপাতক নাই —যাহা ইহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য নহে! এ হেন জীব সমস্ত দিন—কোথায় থাকে জানেন? গৃহস্থের অন্তঃপুরে—ভদ্র-পরিবারের কন্যা ও বধূদিগের মধ্যে! আর রাত্রে—এই বাড়ীওয়ালীর ঘরই তাহাদের লীলাভূমি। এমন পৈশাচিক কাণ্ড নাই —যাহা রাত্রে ইহাদের করণীয় নহে। এই 'ঝি' জাতীয় অপূর্ব্ব জীব আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। গৃহস্থ বাড়ীর ঝি,

মেসের ঝি, হোটেলের ঝি, রাতদিনের ঝি ইত্যাদি। সকল ঝিরই এক একটী জল-পাত্র আছে, তবে নির্দ্দিষ্টটি ব্যতীত অন্য জল পাত্রেও ইহাদের অরুচি নাই। আলুওয়ালা—পটলওয়ালা, খানসামা ও পাচক ব্রাহ্মণ হইতে 'বাবু' লোক পর্য্যন্ত সেই জলপাত্র শ্রেণীর অন্তর্গত। এই ভারাটিয়াদিগের দাওয়ানী, ফৌজদারী প্রভৃতি সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি ভার বাড়ীওয়ালীর উপর। সুতরাং ইহাকে বাড়ীওয়ালীর বাড়ী না বলিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বাড়ীর মধ্যে বাড়ীওয়ালীর কি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ!

ঘটনাক্রমে পুলিশের সে শুভাগমন সন্ধ্যাকালেই সংঘটিত হয়। পুলিশ যখন সদলবলে বাড়ীওয়ালীর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন বাড়াওয়ালীর ঘরে হৃদয় বাবু ও আরো ২।৩ জন তাঁহার বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য বন্ধুবর্গের আগমনের কারণ বোধ হয়, আর আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না। পুলিস ইন্‌স্পেক্টার, একজন জমাদার ও দুই জন পাহারাওয়ালা সে দিন বাড়ীওয়ালীর বাড়ী সেই মৃত্যুবাণ চুরির তদন্তে উপস্থিত। আমাদের বাড়ীওয়ালীর বাড়ীর সদর দরজা কোন গোপনীয় কারণ বশতঃ সন্ধ্যাকালেই ভিতর হইতে বন্ধ থাকে। তবে কড়ারূপ ঘণ্টার বাদ্যরবে সে দরজা খুলিয়া যায়। অনেক সময় কড়া-নাড়ার শব্দে কে আসিয়াছে, বাড়ীওয়ালী বুঝিতে পারে। সে পক্ষে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে দরজা খোলার পূর্ব্বে আগন্তুককে পরিচয় দিতে হয়।

আমাদের ইন্‌স্পেক্টার বাবু যখন সদলবলে আসিয়া বাড়ীওয়ালীর দরজায় উপস্থিত হইলেন, তখন অবশ্য সে দরজা বন্ধই ছিল। ইন্‌স্পেক্টার বাবু সে বাড়ীর ইতিহাস সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না, আর বিশেষতঃ ঘোষাল মহাশয়ের মুখে তিনি ইতঃপূর্ব্বে সমস্তই অবগত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আসিয়া দরজা খোলার জন্য সেই কড়াদ্বয়ের শরণাগত হইলেন। তখন খটাখট্ খট্—খট্ খট্ কড়ার শব্দে চারিদিক্ কম্পিত হইতে লাগিল। এমন সময় ভিতর হইতে বামাকণ্ঠে অওয়াজ হইল—"কে গা?"

তখন বাহির হইতে সে প্রশ্নের উত্তর হইল—"আমি।"

কিন্তু এরূপ উত্তর বাড়ীওয়ালীর মনঃপূত হইল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল—"আমি কে?"

তখন বাহির হইতে পুনরায় উত্তর হইল—"মাসী, আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না?"

এবার আর যায় কোথায়? বাড়ীওয়ালী এইবার সেই মাসীরূপে সম্বোধনের ফাঁদে একবারে লাফাইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ সে দরজার অর্গল খুলিয়া গেল! দরজা খুলিতে না খুলিতেই সদলবলে পুলিস ইন্‌স্পেক্টার বাবু সেই বাড়ীর মধ্যে একবারে প্রবেশ করিলেন। তখন মাসীরূপ বাড়ীওয়ালীও একবারে স্তম্ভিত!

কিন্তু অধিকক্ষণ বাড়ীওয়ালী এ ভাবে থাকিল না, অল্পক্ষণ পরেই বাড়ীওয়ালী একটা চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো পুলিস কেন বাড়ীর ভিতর আসে গো?"

এই সাঙ্কেতিক চীৎকারে বাড়ীওয়ালীর ঘরের ভিতর মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা প্রলয়-কাণ্ড হইতে লাগিল। ভয়বিহ্বল হৃদয়-নাথ গেলাস ও বোতলাদি সংগোপন করিবার জন্য একবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার

পূর্বেই স্বয়ং ইন্‌স্পেক্টার বাবু সদলবলে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই তিনি কহিলেন—"কি হৃদয় বাবু —আমাকে অত লজ্জা কর্‌বার দরকার কি?"

হৃদয় বাবু ইন্‌স্পেক্টার বাবুর একবারে অপরিচিত ছিলেন না। কাজেই হৃদয় বাবু থতমত খাইয়া উত্তর করিলেন— "আস্তে আজ্ঞে হয়—ইন্‌স্পেক্টার বাবু।"

তখন ইন্‌স্পেক্টার বাবু কহিলেন— "কেবল মুখের অভ্যর্থনায় চল্‌বে না— একটু কাজের অভ্যর্থনা করুন।"

হৃদয়নাথ তখন তাড়াতাড়ি সেই অর্দ্ধ লুক্কায়িত বোতল ও গেলাসের দিকে হস্ত প্রসারণ করিতেছিলেন, এমন সময় বাড়ী ওয়ালী মুখভঙ্গিমার সহিত হৃদয়নাথকে কি ইঙ্গিত করিয়া কহিল—"ভদ্রলোকের খাতির কি করে কর্‌তে হয় জানিস্‌নে? তুই তামাক সাজ আর আমি পাণ সাজি।"

ইন্‌স্পেক্টার বাবু তখন উত্তর করিলেন —"আমিত পাণ খাইনে—আমি পান করি।"

সে কথা শুনিয়া বাড়ীওয়ালীর মুখ একবারে শুকাইয়া গেল। তথাপি বাড়ী-ওয়ালী শুষ্ককণ্ঠে কহিল—"কোথায় পাবো বাবা? দুটি ভদ্রলোককে বাবু আজ নিমন্ত্রণ করেছেন বলে, একটু কিনে এনেছিলুম, তা সে কি আর আছে? বিশ্বাস না হয়— তুমি বরং খানাতল্লাস করে দেখ্‌তে পার বাবা। আমি কোন দোষে দোষী নই, লোকে আমার নামে মিছে বদ্‌নাম দেয়।"

বাড়ীওয়ালীর কথায় ক্রমেই করুণ-রসের আধিক্য দেখা যাইতে লাগিল। এমন সময় ইন্‌স্পেক্টার বাবু নিজমূর্ত্তি ধরিয়া কহি-লেন—"বটেরে হারামজাদী! আমার কাছে মিথ্যা কথা! আমি এখনই সকলকে বেঁধে চালান দেবো জানিস্‌নে? কোথায় মদ রেখেছিস্ বার্ কর্।"

বাড়ীওয়ালী তখন আর একটুও দমিয়া গেল না। বড় গলা করিয়া কহিল— "আমি কি মদ বেচি যে মদ বার্ কর্‌বো? আমার বাবু মদ খায়, তাই দোকান থেকে কিনে আনি।"

তখন ইন্‌স্পেক্টার বাবু জমাদারকে হুকুম করিলেন—"পাঁড়েজী, এ সিন্ধুকটো তোড়ডাল।"

যেমন হুকুম, সঙ্গে সঙ্গে সেই কার্য্যও শেষ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ ভগ্ন সিন্ধুক হইতে দুইটা পূর্ণ বড় বোতল, একটা মাপের শিশি এবং একটা ফনেল বাহির হইয়া পড়িল। হৃদয়নাথ ও অপর দুই জন ভদ্রলোক ভয়ে তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ধরা পড়িয়াও বাড়ীওয়ালা ধরা দিল না—সে তখন গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল—"আমার সিন্ধুক ভাঙ্গবার পুলিসের কি এক্তার আছে? আমার সিন্ধুকে অনেক টাকা ছিল—সে সব কোথায় গে[illegible] আমিও পুলিসের নামে মোকদ্দমা চ[illegible]বো।"

তখন ইন্‌স্পেক্টার বাবু [illegible] গর্ব্বিত স্বরে হুকুম দিলেন, "সবকোই বঁধকে চালান দেও।"

সে হুকুম কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিয়া তখন হৃদয় বাবু করযোড়ে কহিলেন— "মহাশয়, ক্ষমা করুন। ও মাগীর কথা শুন্‌বেন না। আমি আপনার কাছে সব দোষ স্বীকার কর্‌ছি।"

এইবার ইন্‌স্পেক্টার বাবু বাড়ীওয়ালীর প্রতি এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন—"কি বাড়ী-ওয়ালী? তোমার কি কথা?"

বাড়ীওয়ালী তখন একবারেই জল

হইয়া গেল। নাকি স্বরে আরম্ভ করিল —"কি করি—বাবা? পেট চলে না, তাই দু পয়সা পাই বলে ঘরে ও জিনিস রাখতে হয়। তা বাবা, এই নাকে কাণে খৎ— আর না। তোমার মাথার দিব্য করে বল্‌ছি—আমি এ কাজ আ'র কর্‌বো না। এবার আমায় ছেড়ে দাও বাবা?"

ইন্‌স্পেক্টার বাবু তখন ইংরাজীতে হৃদয় বাবুকে কহিলেন—"আমি মদ ধর্‌তে আসিনে। আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে। রাম বলে একজন লোক একটা মৃত্যুবাণ বলে অস্ত্র এখানে রেখেছিল, আমি সেই চুরির তদন্তে এসেছি। এখন সে সম্বন্ধে বাড়ীওয়ালী এবং আপনি কি জানেন— আমার সমস্ত সত্য কথা বল্‌তে হবে।"

তখন হৃদয় বাবুর ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। হৃদয় বাবু প্রফুল্ল মুখে ইংরাজী-তেই উত্তর দিলেন—"সে সম্বন্ধে আপনি যা কিছু জান্‌তে চান, আমরা সকল কথাই সত্য বল্‌বো।"

শেষে কার্য্যেও-তাহাই হইল। কিন্তু সে ইংরাজী কথা বাড়ীওয়ালী না বুঝিলেও হৃদয়নাথের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া সে এক-বারে অবাক্ হইয়াছিল

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুলিস পাহাড়ী বাবার বিপক্ষে এইরূপে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিল। অবশ্য, দুর্গাদাস ও ঘোষাল মহাশয়ও এ সম্বন্ধে পুলিসকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। লোহিয়াকে প্রথমে সাক্ষী-শ্রেণীভুক্ত করিতে চেষ্টা করা হয়, কারণ তাহা হইলে মূল আসামী পাহাড়ী বাবার অপরাধ প্রমাণের আর কোন গোল-যোগ হয় না, কিন্তু লোহিয়া কিছুতেই সে পথে গেল না। এদিকে লোহিয়াই যে মৃত্যুবাণ চুরি করিয়াছিল, এবং সেই যে মৃত্যুবাণের বিষ প্রস্তুতকারিণী—সে বিষয়ের প্রমাণের অভাব হইল না। গোবর্দ্ধন নামে যে একজন হিন্দুস্থানী বেহারা বিমলার গৃহে ছিল, সেই এ সম্বন্ধে প্রমাণ দিল। তবে পুলিস সহজে লোহিয়াকে ছাড়িয়া দিল না। প্রথমে তাহাকে সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত করিতে চেষ্টা করা হয়। সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত হইলে যে আর তাহার কোন শাস্তি হইবে না, সে কথাও তাহাকে বুঝাইয়া বলা হয়; কিন্তু লোহিয়া পাহাড়ী বাবার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে কোন মতেই সম্মত হইল না। তার পর মৃত্যুবাণ চুরি এবং বিষ প্রস্তুত সম্বন্ধেও তাহাকে অনেক প্রশ্ন করা হয়, কিন্তু লোহিয়া সে সকল প্রশ্নের একটিও উত্তর করিল না, একবারে নির্ব্বাক্ ও নিস্তব্ধ-ভাবে রহিল। শেষে লোহিয়ার উপর পুলিসের পীড়ন আরম্ভ হইল। অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য অথবা সাক্ষীর শ্রেণীভুক্ত করাইবার জন্য, যত রকম পীড়ন প্রকরণ আছে, পুলিস একে একে সমস্তই লোহিয়ার উপর পরীক্ষা করিল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। অবশেষে আসামী পীড়নে পুলিস হারিল, আর অমানুষিক সহ্যগুণে লোহিয়া জিতিয়া গেল। লোহিয়াকে কথা কহাইবার জন্য পীড়ন, যখন একবারে শেষ সীমায় উঠিত, তখন কোনরূপ মিথ্যা কথা না কহিয়া নির্ভীকের ন্যায় লোহিয়া বলিত—"হামি কুছু বল্‌বে না—হামার জান্ দেবে—তবু বাৎ বল্‌বে না" লোহিয়ার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া পুলিস একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কাজেই তখন লোহিয়াকে মৃত্যুবাণ চুরি এবং মৃতদেহ চুরি ও খুনের সাহায্যকারিণী সাব্যস্ত করিয়া আসামী শ্রেণীভুক্ত করা হইল।

তার পর পুলিস বিমলাকে সাক্ষী-শ্রেণীভুক্ত করিতে চেষ্টা পায়। কারণ খুনের উদ্দেশ্য প্রথমেই প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। পাহাড়ী বাবা বরাবর মহামায়ার বিবাহের বিপক্ষ। নিজের কোন অসদুদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাহাকে এতাবৎকাল কুমারী অবস্থায় রাখিয়াছেন। তার পর বিমলা পাহাড়ী বাবার ভয়ে দেশে পালাইয়া আসিলে, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পাহাড়ী বাবা এখান পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মহামায়া যাহাতে কুমারী থাকে, এখানে আসিয়াও প্রাণপণে পাহাড়ী বাবা সেই চেষ্টাতেই আছেন। অতুলের সহিত মহামায়ার পর দিন বিবাহের কথা পাহাড়ী বাবা জানিতেন, সেই কারণেই পূর্ব্ব দিন অতুলকে খুন করিয়াছেন। মহামায়ার বিবাহ বন্ধ করাই—পাহাড়ী বাবার খুনের উদ্দেশ্য! সুতরাং এই উদ্দেশ্য প্রমাণের জন্য বিমলার সাক্ষ্য বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বিমলা তাহার গুরুদেবের বিপক্ষে এই স[illegible]ল কথা সাক্ষ্য দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। দুর্গাদাস বাবু এ সম্বন্ধে তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—তাঁহাকে গুরুর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইলে তাহার পূর্ব্বেই তিনি আত্মঘাতিনী হইবেন। অগত্যা বিমলার স্থলে মহামায়ার অভিভাবকের স্বরূপ স্বয়ং দুর্গাদাস বাবু সেই সকল প্রমাণের ভার গ্রহণ করিলেন। বিমলা অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোক বলিয়াই যেন তাহাকে সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত করা হইল না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পাহাড়ী বাবা পুলিসকর্ত্তৃক ধৃত হইলে ভবানীপুর অঞ্চলে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। —কিন্তু কেবল ভবানীপুর অঞ্চলে কেন—এ সকল কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবামাত্র দেশময় একটা তুমুল আন্দোলন উঠিল। পাহাড়ী বাবা একজন সংসারত্যাগী সাধু বলিয়াই সে আন্দোলনের মাত্রা এত অধিক উঠিয়াছিল। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ দিন কতক মনের সাধ মিটাইয়া সেই সংবাদে কাগজ পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। পাহাড়ী বাবা সম্বন্ধে প্রেরিত পত্রস্তম্ভেও নানা কথা [illegible]কাশিত হইতে লাগিল। সহর ছাড়াইয়া পল্লীগ্রামেও এই ঘটনার আন্দোলনের ঢেউ উঠিল। তখন ঘরে বাহিরে, হাটে বাজারে, পথে ঘাটে, কেবল সেই পাহাড়ী বাবার কথা। এই ঘটনায় কালীঘাটের পাণ্ডা ও দোকাদারদিগের আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। পল্লীগ্রাম হইতে কালীদর্শন ছলে দলে দলে লোক পাহাড়ী বাবাকে দেখিতে আসিতে লাগিল।

পাহাড়ী বাবা পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া প্রথমে থানায় আসিলেন। তার পর তাঁহাকে হাজতে পাঠান হয়। কিন্তু হাজতে যাইবার পূর্ব্বে থানায়, পুলিস-সাহেবের সম্মুখে তাঁহার যে এজাহার হইয়'ছিল, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

এত বড় একটা গুরুতর অপরাধে ধৃত হইয়া পাহাড়ী বাবা কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। অন্ততঃ তাঁহার বাহ্যিক আকারে কোনরূপ চাঞ্চল্যভাব প্রকাশ পায় নাই। পুলিস সাহেব পাহাড়ী বাবাকে প্রথম প্রশ্ন করিলেন—"তুমি দুর্গাদাস বাবুর ভাগিনেয় অতুলকে খুন করিয়াছ কি না?"

পাহাড়ী বাবা সাহাস্যবদনে উত্তর করিলেন—"আমি অতুলকে খুন করি নাই। তারা—তারা।"

পুলিস সাহেবের দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল—"তুমি দুর্গাদাস বাবুর বৈঠকখানা হইতে মৃত্যুবাণ চুরি করিয়াছ কি না ?"

পাহাড়ী বাবা এবারও ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"না, আমি মৃত্যুবাণ চুরি করি নাই। তারা—কুলকুণ্ডলিনী মা আমার।"

তৃতীয় প্রশ্ন হইল—"তুমি অতুলের মৃতদেহ চুরি করিয়াছ কি না ?"

উত্তর। মৃতদেহ কেহ কখন কি চুরি করে সাহেব ? তারা—তারা।

প্রশ্ন। যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি—তাহার উত্তর দাও।

উত্তর। এ চুরিতে আমার লাভ কি ? তারা—তারা।

প্রশ্নের উত্তরে পুনরায় প্রশ্ন হইতে দেখিয়া সাহেব বড চটিয়া গেলেন। তখন ধমক দিয়া কহিলেন—"হত্যাকারীর লাস গোপন করায় অবশ্যই লাভ আছে, তুমি অতুলকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ গোপন করিয়াছ।"

পাহাড়ী বাবা তখন হো হো করিয়া হাসিয়া কহিলেন—"তবে এটা চুরি নয়—লাস গোপন করা। আচ্ছা সাহেব, আগে আমার বিপক্ষে খুন প্রমাণ হ'ক, তার পর আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিব। তারা—তারা।"

তখন পুলিস সাহেব আসামীর উপর বড়ই বিরক্ত হইলেন। এ বয়সে তিনি অনেক খুনী আসামী দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন খুনী আসামীত কখন দেখেন নাই। আসামীকে আর প্রশ্ন করা বৃথা হইবে দেখিয়া, তিনি ইন্‌স্পেক্টার বাবুকে গোপনে ডাকিয়া কি কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। সে গোপনীয় কথা আর কিছুই নহে—আসামীকে দস্তুর মত পীড়ন করিয়া অপরাধ স্বীকার করান হউক। কিন্তু আমরা জানি—পাহাড়ী বাবাকে পীড়ন করিতে কেহই সাহস করিল না। লোহিয়ার স্থায় পাহাড়ী বাবার উপর কোনরূপ পীড়নও হইল না। পীড়ন করিবে কি ? সেই তেজোময় প্রশান্ত মূর্ত্তির সম্মুখে আসিলেই ভয়ে পুলিস কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত জড়সড় হইয়া যাইত। তাঁহার দেহের মধ্যে কি একটা অপূর্ব্ব তেজ ছিল, সেই তেজের নিকট সকলকেই পরাভব মানিতে হইত। সুতরাং হাজতেও পাহাড়ী বাবার কোনরূপ কষ্ট হয় নাই, এবং সেখানেও তিনি যাহাকে যে আজ্ঞা করিতেন, নিয়মবিরুদ্ধ হইলেও অনিচ্ছাসত্ত্বে সে সেই আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইত।

প্রথমে আলিপুরের এক ডেপুটী বাবুর নিকট পাহাড়ী বাবার মোকদ্দমা উঠিল। মোকদ্দমার প্রথম সাক্ষী—দুর্গাদাস বাবু। দ্বিতীয় সাক্ষী—ঘোষাল মহাশয়। তৃতীয় সাক্ষী—গোবর্দ্ধন বেহারা। চতুর্থ সাক্ষী—রাম। পঞ্চম সাক্ষী—গণেশ ধোবা। ডেপুটি বাবু এই কয়েক জন সাক্ষীর এজাহার লইয়াই আসামীদ্বয়কে সেসন আদালতে বিচারার্থে প্রেরণ করিলেন। আমরা সেসন আদালতের মোকদ্দমার বিবরণ বলিব।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ আলিপুরের সেসন আদালতে পাহাড়ী বাবার বিচারের দিন। আদালত গৃহ একবারে লোকে লোকারণ্য। কেবল আদালত গৃহ কেন—আদালত গৃহের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত এক বারে লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বিচার আরম্ভের পূর্ব্বেই আদালত গৃহে আর তিলমাত্র

স্থান নাই। শান্তিরক্ষার জন্য জন্য বাহা-দুরকে অতিরিক্ত পুলিস পর্য্যন্ত আনাইতে হইয়াছিল। যখন আসামীদ্বয়কে বিচারা-লয়ে উপস্থিত করা হইল, তখন পাহাড়ী বাবাকে দেখিবার জন্য আদালত গৃহের মধ্যেই একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা হইবার উপক্রম হইল। অনেক কষ্টে পুলিস শান্তিরক্ষা করিল। বিচারপতির সহিত এই মোকদ্দ-মার বিচারের জন্য ছয় জন জুরী বসিয়া-ছিলেন। প্রথমেই সরকারী উকিল তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। আমরা সেই বক্তৃতার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। বলা বাহুল্য—আসামীর পক্ষে উকিল—একমাত্র অনুকূলচন্দ্র ছিলেন।

সরকারী উকিল প্রথমেই মোকদ্দমারই ইতিহাস আরম্ভ করিলেন—"শিমলা শৈলের সন্নিকটে এক নিভৃত পল্লীতে শিব-নাথ নামক গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী এক ভদ্রলোক বাস করিতেন। সংসারের মধ্যে তাঁহার কেবল এক স্ত্রী ও কন্যা ছিল। স্ত্রীর নাম—বিমলা, আর কন্যার নাম মহামায়া। হঠাৎ" শিবনাথের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বিধবা স্ত্রী বিমলা কন্যাটিকে লইয়া দেশে আসিবার জন্য প্রস্তুত হন, কারণ কন্যাটি তখন বয়ঃস্থা হইয়াছিল। কন্যার বিবাহ দিবার উদ্দেশ্যেই দেশে আসা। এই মোকদ্দমার প্রথম আসামী পাহাড়ী বাবা সেই শিবনাথের গুরু আর দ্বিতীয় আসামী লোহিয়া সেই সংসারের এক জন দাসী। পাহাড়ী বাবা একজন ভয়ঙ্কর কাপালিক। ধর্ম্মের নামে কাপালিকগণ যে কত বীভৎসকাণ্ড করিয়া থাকে, তাহা বোধ হয়, জুরী মহাশয়দিগের অবিদিত নাই। এমন কি ধর্ম্মের নামে কুমারীর সতীত্বনাশ পর্য্যন্ত কাপালিকের তান্ত্রিক ধর্ম্মের অনুমোদিত। সেই অঞ্চলের পাহাড়ীদিগের উপর পাহাড়ী বাবার অসীম প্রভুত্ব, সেই কারণ দ্বিতীয় আসামী লোহিয়া তাঁহারই হস্তের একটি কাষ্ঠপুত্তলিকামাত্র। বিমলা যাহাতে দেশে আসিয়া মহামায়ার বিবাহ দিতে না পারেন এবং মহামায়াকে দেবীর উদ্দেশ্যে কুমারী করিয়া রাখেন—ইহাই গুরু পাহাড়ী বাবার একান্ত চেষ্টা। গুরুর উদ্দেশ্য বুঝিয়া বিমলা ভীত হইয়া গোপনে দেশে পালাইয়া আইসেন। এখানে আসিয়াই তাঁহার আত্মীয় ও অভিভাবক দুর্গাদাস বাবুকে তিনি শীঘ্র শীঘ্র কন্যার বিবাহ দিবার জন্য অনুরোধ করেন। এ দিকে সঙ্গে সঙ্গেই পাহাড়ী বাবাও এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, আর লোহিয়া'ত পাহাড়ী বাবার চরস্বরূপ বিমলার সঙ্গেই আসিয়াছিল। দুর্গাদাস বাবু আপনার ভাগিনেয় অতুলের সহিত মহামায়ার বিবাহ স্থির করেন। ভৈরবচন্দ্র ঘোষাল নামক তাঁহারই এক জন আত্মীয় এই বিবাহের ঘটক। পাহাড়ী বাবা লোহিয়ার মুখে সমস্ত সংবাদ পাইয়া যাহাতে এ বিবাহ না হয়, সেই উদ্দেশ্যে দুর্গাদাসবাবুর গৃহে পর্য্যন্ত উপস্থিত হন। এই সময় তাঁহারই বৈঠক-খানায় ঐ টেবিলের উপরিস্থিত মৃত্যুবাণ নামক অস্ত্র তিনি দেখিতে পান। গুপ্ত-হত্যার জন্যই নাকি এই অস্ত্রের আবি-ষ্কার। পাহাড়ীরাই কেবল এই অস্ত্রের ব্যবহার জানে। পাহাড়ী বাবা দুর্গাদাসের নিকট সেই অস্ত্রের প্রার্থী হন, কিন্তু দুর্গা-দাস পাহাড়ী বাবাকে সেই অস্ত্র প্রদান করিতে সম্মত হন নাই। তার পর হঠাৎ এক দিন সেই অস্ত্র চুরি যায়। আপনারা প্রথম ও দ্বিতীয় সাক্ষী দুর্গাদাস বাবু ও ঘোষাল মহাশয়ের এজাহারে এই সকলের প্রমাণ পাইবেন। এখন এই মৃত্যুবাণ যে কে চুরি করিল—তাহার প্রমাণ দিবে

তৃতীয় সাক্ষী বিমলার গোবর্দ্ধন বেহারা। সে তাহাদের বাড়ীর পশ্চাতে এক নিভৃত স্থানে লোহিয়াকে বিষ প্রস্তুত করিতে এবং তাহারই নিকট এই অপহৃত মৃত্যুবাণ অস্ত্র পর্য্যন্ত দেখিয়াছিল।"

এই সময় আসামীর পক্ষ হইতে অনুকূল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"ইহাতে মৃত্যু-বাণ চুরি যে আসামীরা করিয়াছে—তাহার প্রমাণ হইবে কিরূপ? এই চুরির বিপক্ষে অন্য কোন প্রমাণ আছে কি না—আমি সরকারী উকিল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

তখন সরকারী উকিল মহাশয় পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"এ চুরির চাক্ষুষ প্রমাণ না থাকিলেও প্রমাণের কোন অভাব হইবে না। চোর কখন সাক্ষী রাখিয়া চুরি করে না। চোরাই মাল যাহার নিকট পাওয়া যায়, সে সেই দ্রব্য প্রাপ্তির সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে না পারিলেই চোর বলিয়া ধৃত হইয়া থাকে।"

এই সময় জজ সাহেব কহিলেন—"সরকারী উকিলের মোকদ্দমার ইতিহাস বর্ণনার সময় আসামীর উকিল এইরূপ মধ্যে মধ্যে বাধা দিলে, আদালতের অনেক সময় বৃথা নষ্ট হইবার সম্ভব। আর সরকারী উকিল মহাশয়কেও আমি অতি সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বলিতে অনুরোধ করি।"

সরকারী উকিল তখন হাসিতে হাসিতে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমি অতি সংক্ষেপেই সমস্ত কথা নিবেদন করিব। যে দিন অতুল খুন হয়, সেই দিন প্রথম আসামীকে খুনের অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই ঘটনাস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। তার পরই জল ঝড় আরম্ভ হয়, সুতরাং সেই ভয়ঙ্কর জল ঝড়ের সময় প্রথম আসামী পাহাড়ী বাবা ঘটনাস্থল হইতে অধিক দূর যাইতে পারেন নাই। সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিমলার গৃহেও পাহাড়ী বাবার পদার্পণ হইয়াছিল, এবং দ্বিতীয় আসামী লোহিয়ার সহিত তাঁহার একটা গোপনে কি পরামর্শও হয়। যাঁহারা সেই রাত্রে অতুলের মৃত দেহের দক্ষিণ হস্তের তালু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষ্য দিবেন যে, ভয়ঙ্কর তীব্র বিষপূর্ণ মৃত্যুবাণের ন্যায় কোন অস্ত্রের আঘাতে বা স্পর্শেই অতুলের মৃত্যু হইয়াছে। সে বিষের গন্ধের কিছু বিশেষত্ব আছে। আপনারা এখনও সেই মৃত্যুবাণ আঘ্রাণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আর এই বিষ যে লোহিয়া প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারও প্রমাণ আমি দিব। এক সময় আসামী পাহাড়ী বাবা মহামায়াকে বিবাহ করিলে অতুলের জীবনহানির ভয় পর্য্যন্ত দেখাইয়াছিল। সুতরাং সেই এই মৃত্যু-বাণের দ্বারা অতুলকে খুন করিয়াছে।"

এই সময় আসামীর উকিল পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"আমি বিজ্ঞ সরকারী উকিল মহাশয়ের এ কথার প্রতিবাদ করি। কে খুন করিয়াছে—যতক্ষণ সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের বিচক্ষণ সরকারী উকিল মহাশয় এ কথা বলিতে পারেন না।"

সরকারী উকিল পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমি সে প্রমাণও দিব। তার পর অতুলের মৃতদেহ একটা ঘরের মধ্যে রাখা হয়। সে ঘরে শ্যামা-চরণ ঠাকুর রাত্রে মড়া চৌকি দিতে থাকে। লোহিয়া পূর্ব্বাহ্নেই সেই ঘরে লুক্কায়িত ছিল। অধিক রাত্রে সে একখানা বিষাক্ত রুমালের আঘ্রাণে শ্যামাচরণকে অজ্ঞান

করে, তার পর পাহাড়ী বাবা ও লোহিয়া উভয়ে মিলিয়া সেই গৃহের জানালার গরাদে কাটিয়া সেই মৃত দেহ চুরি করিয়া লইয়া যায়। সে রুমালও ঐ টেবিলের উপর রহিয়াছে। রুমালখানায় যে বিষ মাখান ছিল, মৃত্যুবাণেও সেই বিষের গন্ধ। একবার আঘ্রাণ করিলেই আপনারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। কি ভয়ঙ্কর বিষ দেখুন—ঘ্রাণে অজ্ঞান হয়, আর কোন রকমে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু!"

এই সময় জজ বাহাদুর কহিলেন—"ভরসা করি—অজ্ঞান হইবার ভয়ে জুরী মহাশয়েরা সে বিষের ঘ্রাণ লইতে সাহসী হইবেন না।"

জজের এই কথায় একটা হাসির ধ্বনি উঠিল। স্বয়ং জজ বাহাদুর পর্য্যন্ত হাসিলেন কিন্তু সে হাসির ধ্বনি আদালত গৃহের চাপরাশীর আর সহ্য হইল না। সে অস্থির হইয়া "আস্তে—আস্তে" বলিয়া এই সময় একটা বিকট চীৎকার ছাড়িয়া দিল।

সরকারী উকিল পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"বিষের সে তীব্রতা এখন নাই, সুতরাং সাবধানে অল্প আঘ্রাণ লইলে, আপনাদিগের অজ্ঞান হইবার ভয় থাকিবে না। আর এই রুমালও যে কাহার সে প্রমাণও আপনারা জানিতে পারিবেন। রামচন্দ্র ঘোষ পাহাড়ী বাবারই এক জন শিষ্য। রাম, শ্যামাচরণ, বাড়ীওয়ালী ও রজকের এজাহারে এই লাস ও মৃত্যুবাণ চুরির সমস্ত প্রমাণই আপনারা পাইবেন। আর আমি অধিকক্ষণ আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করিব না।"

এই কথা বলিয়া সরকারী উকীল একে একে সাক্ষীগণের এজাহার আরম্ভ করিলেন। আসামী পক্ষের উকিল অনুকূল যে সকল সাক্ষীকে জেরা করিতেও কোন ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু শেষে মোকদ্দমার অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইল, তাহাতে উপস্থিত সকল লোক আসামীদ্বয়ের শাস্তি অনিবার্য্য মনে করিতে লাগিল। অনুকূলের মুখেও যেন সেই ভাব স্পষ্টই দেখা যাইতে লাগিল। পুলিসের তদ্বিরে প্রমাণের মধ্যে যেখানে ত্রুটি ছিল, সে সমস্তই পূরণ হইয়াছিল। আদালত গৃহমধ্যস্থিত লোক দ্বারা বাহিরের অসংখ্য জনতার নিকটও সে সংবাদ গিয়া পৌঁছিল। সকলেই আগ্রহের সহিত মোকদ্দমার শেষ ফল জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিল। এইবার আসামীর আত্মরক্ষার সাক্ষীর আবশ্যক। কিন্তু সে পক্ষে কোন সাক্ষীর আর ডাক হইল না। তখন আসামী পাহাড়ী বাবার উকিল অনুকূল ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। কাজেই পাহাড়ী বাবার পক্ষীয় লোকে একবারে হতাশ হইয়া গেল। অনুকূল ধীরে ধীরে স্পষ্ট ভাষায় জজ ও জুরীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আপনারা সরকারী পক্ষের সমস্ত সাক্ষীর এজাহার শুনিয়াছেন, তাহাতে আপনাদিগের মনে হয়ত ধারণা হইয়া থাকিবে যে, আমার মক্কেল দোষী। আমি একটী সাক্ষীর দ্বারা আপনাদিগের নিকট এখনই প্রমাণ করিব —আসামীর বিপক্ষের অধিকাংশ এজাহার মিথ্যা, আর আমার মক্কেল সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আপনারা বিস্মিত হইবেন না—আমিই সেই সাক্ষী। আমার পকেটেই আমার অপরাধ-স্বীকার-পত্র রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই আপনারা প্রকৃত ঘটনা সমস্তই বুঝিতে পারিবেন। পাহাড়ী বাবা নয়—আমিই অতুলকে খুন করিয়াছি। হাঁ,

আমিও মহামায়াকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, সেই কারণ অতুলের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে দেখিয়া আমার ভয়ঙ্কর হিংসা হইয়াছিল। লোহিয়ার নিকট যে মৃত্যুবাণ আছে, তাহা আমি জানিতাম। আমি আরো জানিতাম—লোহিয়াই মৃত্যুবাণের বিষ প্রস্তুত করিতে পারে। কিরূপ জানিয়াছিলাম —সে কথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমিই তাহাকে অর্থ দিয়া বশীভূত করিয়া এই অস্ত্র গ্রহণ করি। সে দিন কলিকাতা হইতে আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিয়াছিলাম। আসিয়াই আমি লোহিয়ার নিকট হইতে এই বিষপূর্ণ অস্ত্র পাই।"

এই কথা বলিয়াই অনুকুল সম্মুখস্থিত টেবিলের উপর হইতে সেই মৃত্যুবাণ অস্ত্র স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

জজ ও জুরীগণ এবং আদালত শুদ্ধ লোক একবারে তখন স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন! অনুকুল পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"অস্ত্র লইয়া বাহির হইয়াই আমি রাস্তায় অতুলকে দেখিতে পাই। অতুলকে দেখিয়াই আমার প্রতিহিংসাবৃত্তি একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই দুর্য্যোগ রাত্রে এরূপ সুযোগের লোভ আমি আর তখন পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। দৌড়িয়া অতুলের সম্মুখে আসিলাম এবং তাহাকে এই মৃত্যুবাণ প্রহার করিতে উদ্যত হইলাম। অতুল দক্ষিণ হস্তের দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে গেল, আমি এমনি করিয়া তাহার হস্তের তালুতে এই অস্ত্র আঘাত করিলাম।"

মুখে বলিতে বলিতে কার্য্যেও অনুকুল তাহাই করিলেন। আপনার বাম হস্তের দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ অস্ত্র আপনারই দক্ষিণ হস্তের তালুতে সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তার পর মুহূর্ত্তের মধ্যেই কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! সেই নীরব ও নিস্তব্ধ—স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি আদালত গৃহের মেজের উপর অনুকুলের মৃত দেহ পতিত হইল! কি সর্ব্বনাশ!

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পাহাড়ী বাবার উকিলের এইরূপ শোচনীয় পরিণামে আদালতময় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তখন খুনের মোকদ্দমার আর বিচার আবশ্যক হইল না। কিন্তু চুরির অপরাধ উভয় আসামীর উপরই রহিয়া গেল। জজ বাহাদুর মোকদ্দমার ঘটনার এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে এরূপ বিস্মিত হইয়া গেলেন যে, তিনি আর অধিকক্ষণ বিচারাসনে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেদিনকার বিচার কার্য্যের মধ্যে লোহিয়াকে মৃত্যুবাণ চুরির অপরাধে দুই বৎসরের জন্য সপরিশ্রম কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা দিলেন, এবং কেবল মৃতদেহ চুরির অপরাধ নিয়া আদালতে বিচারের জন্য পাহাড়ী বাবাকে হাজার টাকার জামিনে ছাড়িয়া দিলেন। এখন পাহাড়ী বাবার আর জামিনের অভাব হইল না। শত শত লোক তাঁহার জামিন হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শেষে কালীঘাটের সেই তান্ত্রিক গুরুদেব পাহাড়ী বাবার মনোমত হইলেন।

সেই আদালতেই একজন সরকারী ডাক্তারকে আনাইয়া অনুকূলের ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহ পরীক্ষা করা হইল। ডাক্তার সে দেহ মৃত অবধারিত করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন দুর্গাদাসের প্রার্থনায় জজ বাহাদুর আপাততঃ সে মৃতদেহ তাঁহারই গৃহে বহন করিয়া লইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। শবচ্ছেদ আবশ্যক হইলে,

তাঁহারই গৃহে সেই কার্য্য হইবে—এরূপ আদেশও প্রদান করিলেন। যে গৃহ হইতে অতুলের মৃতদেহ চুরি যায়, নিম্নতলের সেই গৃহে অনুকূলের মৃতদেহ রক্ষা করা হইল। দুর্গাদাসের মনের অবস্থা আজ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যে দুইটী যুবাকে তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন, কি এক ভয়ঙ্কর ঘটনায় তাঁহাদের উভয়েরই মৃত্যু হইল! একজন অপর জনকে খুন করিয়া নিজেই আত্মহত্যা করিল। উভয়ের এইরূপ শোচনীয় পরিণামে দুর্গাদাস আজ একবারে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আদালত হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আজ একবারে ম্রিয়মাণ হইয়া আছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে গভীর শোকচিহ্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এ অবস্থায় ঘোষাল মহাশয় কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়া হন নাই। তিনি নীরবে তাঁহার সন্নিকটে বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণের পর, এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দুর্গাদাস কহিলেন—"মামা, সব ফুরিয়ে গেল! জীবনের আশা ভরসা সব ফুরিয়ে গেল। আর কেন—এবার আমি কাশীবাসী হবো।"

ঘোষাল মহাশয় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—"তোমায় কি বলে যে প্রবোধ দেবো, তা ত ভেবে পাই না। তুমি শোকে অধীর না হয়ে নিজে ধৈর্য্যধারণ না করলে, আমাদের প্রবোধ দেবার ত কিছুই নাই।"

দুর্গাদাস। কি করে ধৈর্য্য ধরি মামা? এরূপ ঘটনা যে হবে, একথা কখনও স্বপ্নেও মনে ভাবি নাই। কোন রোগে মৃত্যু হলেত আমার এত কষ্ট হতো না।"

ঘোষাল। দেখ বাবা, সকলই অদৃষ্টের লিখন। তাদের অদৃষ্টে যখন এরূপ মৃত্যু লেখা আছে, তখন তুমি তার কি করতে পার?

এই সময় কামিনী-ঝি আসিয়া কহিল—"মহামায়ার মা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

কামিনীর কথায় হঠাৎ দুর্গাদাসের প্রাণ যেন শেলবিদ্ধ হইল। তখন একে একে সকল কথাই তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। কি কুক্ষণে তিনি শিবনাথের স্ত্রীকে দেশে আসিতে পত্র লিখিয়াছিলেন। কি অশুভক্ষণে তিনি তাঁহাদিগকে নিজ গৃহে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিয়াছিলেন। কি অশুভলগ্নেই তিনি অতুলের সহিত মহামায়ার বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। একে একে এই সকল কথা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হওয়ায়, তিনি আরো অধীর হইয়া পড়িলেন। একবার মনে করিলেন—মহামায়ার জননীর মুখ আর দেখিবেন না। আবার কি কথা মনে করিয়া তিনি ঝিকে কহিলেন—"তাঁকে এইখানেই পাঠিয়ে দাও, আমার আর উঠে যাবার শক্তি নাই।"

অল্পক্ষণ পরেই বিমলা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। ঘোষাল মহাশয়কে সেই গৃহের মধ্যে দেখিয়া তিনি অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। তখন ঘোষাল মহাশয় ধীরে ধীরে সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। বিমলা আসিয়া প্রথমে কোন কথা কহিল না, কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দুর্গাদাসও অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন। তার পর কহিলেন—"বৌঠাকুরুণ, সকলই অদৃষ্টের লিখন। কাকে আর কি দোষ দেবো? যা হবার তাত হয়ে গেছে। এখন কি কথা আছে বল?"

বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"তোমায় আর কি বলবো ঠাকুর-পো?

সকলই আমার অদৃষ্টের দোষে হয়েছে। আমি বড়ই হতভাগিনী। তা না হলে এমন ঘটনা কি কারু অদৃষ্টে ঘটে? আমার জন্যই তোমার এত কষ্ট। আমি আর কোন্ মুখ নিয়ে এদেশে থাকবো? আমি যেখান থেকে এসেছি সেই খানেই চলে যাই। আর তোমায় জ্বালাতন কর্‌বো কেন? বড জ্বালা পেয়ে, সেই জ্বালা জুড়ুতে আমি তোমার কাছে এসেছিলাম। আর মনে করেছিলাম যে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে সংসারী হবো। তা ভগবান আমার অদৃষ্টে কি সে সুখ লিখেছেন? আমার জন্যে তুমিও বডই কষ্ট পেলে। আর তোমায় জ্বালাতন করতে ইচ্ছে করি না—আমি সেইখানেই যাই।”

দুর্গাদাস দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—“সেখানে তোমায় কে দেখ্‌বে? সেখানে তুমি কার কাছে যাবে?”

বিমলা উত্তর করিল—“তাত জানি। কিন্তু তোমায় এত কষ্ট দিই কেন? আমার জন্যেই ত তোমার এই সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।”

দুর্গাদাস। সে সব ত হয়ে চুকে গেছে। এখন ত আর আমার সর্ব্বনাশের ভয় নাই—তবে আর তোমায় যেতে দেবো কেন? কিন্তু এক কথা—মহামায়া এখন কোথায়?

বিমলা। সেও আমার সঙ্গে তোমার কাছে জন্মের মতন বিদায় নিতে এসেছে। এখানে আর কি করে মুখ দেখাবো? আমার আর কে আছে—কে আর আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমার জাতকুল রক্ষা কর্‌বে?

দুর্গাদাস। তার অন্য উপায় আছে। যে দেশে ঘোষাল মামার মতন পরোপকারী লোক আছেন, সে দেশে অনাথা, বিধবার কন্যার বিয়ের ভাবনা নাই। তবে এখন সে সকল কথার সময় নয়। তুমি এখন বাড়ীর মধ্যে যাও।

তখন বিমলা আর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে সে গৃহ হইতে অন্দর বাড়ীর মধ্যে গেল। ঘোষাল মহাশয় বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সকল কথাই শুনিয়াছিলেন। বিমলা চলিয়া গেল পর, তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিলেন। উভয়ে অবনত মস্তকে কিছুক্ষণ আবার নীরবে বসিয়া রহিলেন। এমন সময় বাহিরের বারাণ্ডায় খটাখট্ খড়মের শব্দ হইতে লাগিল। সে শব্দ ক্রমে যেন এই গৃহের দিকেই আসিতেছে—এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। দুর্গাদাস হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া ঘোষাল মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। সে মুখে তখন কেবল বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময় সেই গৃহের মধ্যে এক দীর্ঘাকার প্রশান্ত মূর্ত্তি আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। যদি স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব আসিয়া তথায় আবির্ভূত হইতেন, উভয়ের মধ্যেই কেহই এতদূর বিস্মিত হইতেন না। উভয়েই ঘৃণায় ও লজ্জায়, ক্রোধে ও ভয়ে একবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সে মূর্ত্তি আর কাহার নহে—সে মূর্ত্তি পাহাড়ী বাবার!

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পাহাড়ী বাবার মুখমণ্ডলে অন্য কোন ভাবের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই—তাহা স্থির, শান্ত ও হাস্যময়। তিনি প্রফুল্ল মনে হাসিতে হাসিতে কহিলেন—“আমি মনে করেছিলাম—দুর্গাদাসকে এ ঘরে এখন নির্জ্জনে পাবো—তা এখানে ঘোষাল মহাশয়ও রয়েছেন যে।”

পাহাড়ী বাবাকে দেখিয়া এবং তাঁহার উপরোক্ত কথা কয়েকটি শুনিয়া দুর্গাদাসের সে গভীর শোক কোথায় চলিয়া গেল। ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কহিলেন, "নরাধম! তুই কোন্ সাহসে আবার আমার বাড়ী এসেছিস্?"

গৃহস্বামীর এরূপ অভ্যর্থনায় পাহাড়ী বাবার সে প্রফুল্ল মূর্ত্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। পূর্ব্বের ন্যায় হাসিতে হাসিতেই পাহাড়ী বাবা উত্তর করিলেন— "একটা বড় গোপনীয় কথা আছে বাবা, তাই এসেছি—অনর্থক আসি নাই। তারা—তারা।"

দুর্গাদাস। আর তোর ভণ্ডামীতে কাজ নাই—আমি তোর মুখদর্শন করতে চাই না—আমি কোন কথা শুন্‌তে চাই না। তুই দূর হ।

পাহাড়ী। কথাটা বলেই দূর হবো বাবা। এক মুহূর্ত্তও আমি আর এদেশেই থাক্‌বো না। তারা—তারা।

দুর্গাদাস। সহজে বার না হলে, আমি দারোয়ান দিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দেবো।

পাহাড়ী। তা দাও—তাতে আমার কোন দুঃখ নাই। তবে যে কথাটা বল্‌তে এতদূর এলাম সে কথা আর ইহজীবনে কখন শুন্‌তে পাবে না। তারা কুলকুণ্ডলিনী মা আমার।

এই সময় ঘোষাল মহাশয় দুর্গাদাসকে কাণে কাণে কি কথা কহিলেন। তখন দুর্গাদাস যেন একবারে জল হইয়া গেলেন। এইবার দুর্গাদাস বাবু ধীরে ধীরে কহিলেন —"আচ্ছা, কি কথা আছে, শীঘ্র বলুন। কি সম্বন্ধে আপনার কথা?"

পাহাড়ী। তোমার এই শোচনীয় ঘটনা সম্বন্ধেই কথা। এ সম্বন্ধে সত্য ঘটনা কি—তা কি তোমার জান্‌বার ইচ্ছা নাই? তারা—তারা।

দুর্গাদাস। সে কথা ত আমি আদালতেই সব শুনেছি।

পাহাড়ী। আদালতে যাহা শুনেছ— সে কথা সত্য নয়। আমি এখন যাহা বল্‌বো—এই কথাই সত্য। কেবল মুখে বলা নয়—কোন্ কথা সত্য আর কোন্ কথা মিথ্যা, তার যথেষ্ট প্রমাণও আমি দিব। তারা—তারা।

দুর্গাদাস এইবার আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"তবে অমুকূলের কথা কি মিথ্যা?"

পাহাড়ী। হাঁ, সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি যাহা বল্‌বো—সেই কথাই সত্য। এখন তোম্‌রা আমার কথা কি শুন্‌বে বাবা? না দরোয়ান দিয়ে গলা ধাক্কা দিতে দিতে আমায় বাড়ীর বার করে দেবে?"

উভয়েই একবারে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলেন। কেহই কিছুক্ষণ পাহাড়ী বাবার সে প্রশ্নের আর উত্তর দিতে পারিলেন না। যে ভাবে পাহাড়ী বাবা উপরোক্ত কথা কহিলেন, তাহাতে তাঁহাদের উভয়ের মনেই কেমন একটা কৌতূহলের উদ্রেক হইল। এতক্ষণ পাহাড়ী বাবাকে বসিবার জন্য কোন আসন দেওয়া হয় নাই। এত ক্ষণের পর ঘোষাল মহাশয় কোথা হইতে একখানি আসন আনিয়া সেই গৃহের মেজের উপর পাতিয়া দিলেন। পাহাড়ী বাবা তাহাতে উপবেশন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমি আজ খুনের দায় থেকে উদ্ধার হয়েছি, কারণ, সে বিষয়ে আমি নির্দ্দোষ। তবে অতুলের মৃত দেহ আমি চুরি করেছি বটে। সে বিষয়ে—"

এই সময় পাহাড়ী বাবার কথায় বাধা দিয়া দুর্গাদাস কহিলেন—"সে মৃত দেহ

আপনি কি করলেন ? আমার সেই কথাটা আগে বলুন।”

পাহাড়ী। দেখ বাবা, আমার সে চুরি অপরাধ এখনও কাটে নাই। আমি সে অপরাধে এখনও জামিনে খালাস আছি। এ অবস্থায়, আমার সে কথা প্রকাশ করা এখন উচিত হয় না। তা হলেও সে কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করবো—কারণ, এ সম্বন্ধে আমার যে সাফাই সাক্ষী আছে—সে বিষয় তোমরা স্বপ্নেও কখন অনুভব করতে পারবে না। দেখ বাবা, জামিনে খালাস হয়েছি ব'লেই, আজই সে কথা তোমাদের বলতে এসেছি—তা নইলে এ সত্য ঘটনা তোমরা কিছুই জানতে পারতে না। আমি যে কথা বলবো—”

এই সময় পাহাড়ী বাবার কথায় বাধা দিয়া পুনরায় দুর্গাদাস কহিলেন—“আর গৌরচন্দ্রিকায় কাজ কি ? আসল কথাটাই বলে ফেলুন না।”

পাহাড়ী। বলবো—যে কথা বলতেই তোমাদের বাড়ী এসেছি—সে কথা কি আর বলবো না ? একটু ধৈর্য্য ধর বাবা—একটু ধৈর্য্য ধর। সে সময় উপস্থিত হলেই সব শুনতে পাবে। তারা—তারা।

দুর্গাদাস। তবে কি এখন আপনি সে কথা বলবেন না ? তবে যান্। আর আমি আপনার সে কথা শুনতে চাই না। নিশ্চয়ই কি একটা মতলব করে আপনি এসেছেন। যান—আর বিলম্ব করেন কেন ? আজ আপনি ফাঁসীর হাত থেকে মুক্ত হয়েছেন। আজ আপনার আনন্দের দিন হতে পারে। আজ আমার কি সর্ব্বনাশের দিন একবার ভেবে দেখুন দেখি।

পাহাড়ী। সে কথা মনেও স্থান দিও না বাবা। আমার সর্ব্বমঙ্গলা জগদম্বা যাহা করেন, সকলই মঙ্গলের জন্যেই করেন। আজ তোমার সর্ব্বনাশের দিন নয়—আজ তোমারও আনন্দের দিন। এ তোমার মঙ্গলের জন্যই হয়েছে। আর আজ আমারও আনন্দের দিন বটে, তবে তুমি যে কারণ নির্দ্দেশ করছ—সে কারণ নয়। ফাঁসী আমার কখনই হতো না—কারণ আমিত খুনী নই। তবে অনুকূলের দোষ স্বীকারে আমিও হঠাৎ একবারে হতবুদ্ধি হ'য়ে গিয়েছিলুম। তারা—তারা।

দুর্গাদাস। তবে অনুকূল অতুলকে খুন করে নাই ?

পাহাড়ী। না।

দুর্গাদাস। আপনার একথা সত্য হলে আমি মনকে কতকটা প্রবোধ দিতে পারি। তবে কেন সে এ খুন নিজের ঘাড়ে নিলে ? কেনই বা সে আত্মহত্যা করলে ? এযে একবারে বিষম প্রহেলিকা—আমি যে বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পাচ্ছি না। বাবা অনুকূল—তবে তুমি এ কি করলে ?

পাহাড়ী। সে বড়ই নির্ব্বোধ বাবা—বড়ই নির্ব্বোধ। নির্ব্বোধ না হলে একজন বালিকাকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন কেউ কি নষ্ট করে ? আবার সে বালিকাও তাকে আদৌ ভালবাসে না—সে অন্য এক জনকে ভালবাসে। তারা—তারা।

দুর্গাদাস। আপনি কোন্ বালিকার কথা বলছেন ?

পাহাড়ী। যে বালিকার জন্য তোমাদের এত কাণ্ড বাবা।

দুর্গাদাস। তাকে আবার বাঁচান কি ?

পাহাড়ী। তা না হলে তারইত ফাঁসি হবার কথা।

দুর্গাদাস। কেন—তার অপরাধ ?

পাহাড়ী। অপরাধ নরহত্যা ! অতুলকে ত খুন করেছে—সেই মহামায়া।

দুর্গাদাস নিদ্রিত না জাগ্রৎ? এ স্বপ্ন না প্রহেলিকা?

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে, দুর্গাদাস ও ঘোষাল মহাশয় পাহাড়ী বাবার মুখের প্রতি চাহিলেন! উভয়ের মুখ হইতে সমস্বরে বহির্গত হইল—"কি, মহামায়া অতুলকে খুন করেছে!"

বজ্রগম্ভীরস্বরে পাহাড়ী বাবা উত্তর করিলেন—হাঁ; মহামায়া—মহামায়াই অতুলকে খুন করেছে। অনুকূল স্বচক্ষে সে ঘটনা দেখেছিল। সেই জন্য সে আমার পক্ষ অবলম্বন করে, আর মহামায়াকে সেও প্রাণের সহিত ভালবাসে বলেই, তাকে বাঁচাবার জন্য সে ঐরূপ মিথ্যা কথা আদালতে প্রকাশ করে, অবশেষে নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। তারা—তারা।"

একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মস্তক নাড়িতে নাড়িতে দুর্গাদাস কহিলেন—"অসম্ভব—অসম্ভব—এরূপ অদ্ভুত কথা আমি কখনই বিশ্বাস করতে পারি না।"

ঘোষাল মহাশয় পাহাড়ী বাবাকে কহিলেন—"আপনি যে বল্‌ছিলেন—আপনার কথার প্রমাণ আপনি দেবেন। এ সম্বন্ধে আপ্‌নার কিছু প্রমাণ আছে কি?"

পাহাড়ী। প্রমাণ যথেষ্ট আছে। তবে সকল কথা আগে ভাল করে শোনা হ'ক, তার পর প্রমাণ দেবো।

ঘোষাল। আচ্ছা, তবে সকল কথা আগে খুলে বলুন। মহামায়া অতুলকে খুন করেছে—এটা কিন্তু বড়ই অসম্ভব কথা!

পাহাড়ী। সজ্ঞানে করে নাই—অজ্ঞানে করেছে

ঘোষাল। অজ্ঞানে খুন করেছে কি রকম?

পাহাড়ী। নিজের ইচ্ছায় করে নাই—আমিই তার মঙ্গলের জন্য তাকে দিয়ে সে কাজ করিয়েছি।

ঘোষাল। আপ্‌নি কিরূপে করালেন?

পাহাড়ী। আমাদের তান্ত্রিক মতে মারণ, উচাটন ও বশীকরণ মন্ত্রের কথা শুনেছ কি?

ঘোষাল। হাঁ, শুনেছি।

পাহাড়ী। তবে বশীকরণ ঠিক্ মন্ত্রের দ্বারা হয় না। এ বিদ্যা সকল স্থলেও খাটে না, আমা অপেক্ষা যে মানসিক প্রভৃতি বলে হীন কেবল তারই উপর আমার প্রভুত্ব খাটে, আমার সেই বশীকরণ প্রভাবে মহামায়াকে সম্পূর্ণ বশীভূত করে, আমিই তার দ্বারা এই হত্যাকার্য্য সাধন করিয়েছি। তারা—তারা।"

এই সময় দুর্গাদাস অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"হিপ্‌নোটিস্‌ম বা মিস্‌ম্যারিসম্ বিদ্যা তাহলে আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। আর একথা যখ আপনি নিজের মুখেই স্বীকার করছে তখন এ খুন ত আপনিই করেছেন। আপনার ফাঁসী হওয়া উচিত ছিল।

কথা কয়েকটি বলিয়া দুর্গাদাস সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঘোষাল মহাশয়ও এই সময় রাগান্বিত স্বরে কহিলেন—"তা হলে বাস্তবিক আপনি ত বড় ভয়ঙ্কর লোক।"

ঈষৎ হাসিয়া পাহাড়ী বাবা কহিলেন—"এই কথাটা শুনেই তোমরা আমায় একটা ভয়ঙ্কর লোক বলে সিদ্ধান্ত কর্‌লে! এতো বাবা, অতি সামান্য—অতি তুচ্ছ কাজ। লোহিয়া মাগীও এ কাজ কর্‌তে পারে। আমার সকল কথা শুনলে

তোমরা আমায় কি মনে কর্‌বে—আমি সেই কথাটাই ভাব্‌ছি। তারা—তারা।”

বিস্ময়ের উপর বিস্ময় আসিয়া উভয়কে যেন একবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ কাহার মুখে আর একটিও কথা শুনিতে পাওয়া গেল না। তার পর দুর্গাদাস কহিলেন—“আমার অতুলের মৃত দেহ কোথায় রেখেছেন, সে কথা আমায় বলুন। এ কথা আগে না বল্‌লে আমি আপনার কোন কথা শুন্‌বো না।”

পুনরায় ঈষৎ হাসিয়া পাহাড়ী বাবা উত্তর করিলেন—“না শুন্‌লে আমার কোন ক্ষতি হবে না বাবা। কারণ আমার কাজ আমি করেছি। এখন আমার এ সকল কথায় তোমাদেরই স্বার্থ যথেষ্ট আছে। তারা—তারা।”

ঘোষাল মহাশয় এই সময় বিনীতভাবে উত্তর করিলেন—“আপ্‌নি যখন কোন কথাই গোপন কর্‌ছেন না—তখন সে কথাটাই অনুগ্রহ করে আগেই বলুন না।”

পাহাড়ী-বাবা এইবার কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন—“আচ্ছা, সেই কথাই তবে আগে শোন। এখন যেখানে অতুলের দেহ আছে, সেই খানেই অনুকূলের দেহও আছে। তারা—তারা—তারা।”

ঘোষাল মহাশয় বিস্মিত স্বরে কহিলেন—“সে কি! অনুকূলের মৃতদেহ আমাদের নীচের ঘরে রাখা হয়েছে! সেই ঘর থেকেইত অতুলের মৃতদেহ চুরি যায়। এখন আবার সেখানে অতুলের মৃতদেহ কি করে থাক্‌বে?”

“আমার কথায় বিশ্বাস না হয়—একবার দেখে এস।” এই কথা বলিয়া পাহাড়ী বাবা মস্তক অবনত করিলেন। ঘোষাল মহাশয় তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে নীচে যাইতে দেখিয়া দুর্গাদাসও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—ব্যস্তভাবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পাহাড়ী বাবা কিন্তু অটল ও অচলভাবে সেই খানেই বসিয়া রহিলেন। দুর্গাদাস ও ঘোষাল মহাশয় উভয়ে দ্রুতগতিতে নিম্নতলে আসিয়া, যে ঘরে অনুকূলের মৃতদেহ রাখিয়াছিলেন, সেই ঘরের দিকে চলিলেন। দেখিলেন—সে গৃহ যেরূপ চাবিবন্ধ ছিল, সেইরূপ রহিয়াছে। সে চাবি দুর্গাদাসের নিকট ছিল—তিনি তাড়াতাড়ি চাবি খুলিলেন। তখন উভয়েই তাড়াতাড়ি সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন—তাহা স্বপ্নবৎ—তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব—তাহা কল্পনাতীত! দেখিলেন—অতুল ও অনুকূলের মৃতদেহ নহে—একবারে সজীব মূর্ত্তি! কেহ মরে নাই—উভয়েই জীবিত! সেই সজীব মূর্ত্তিদ্বয় তাঁহাদিগকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আসিয়া প্রণাম করিল। দুর্গাদাস বিস্ময়নেত্রে একবার ঘোষাল মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন—আর ঘোষাল মহাশয়ও সেইভাবে এক বার দুর্গাদাসের মুখের দিকে চাহিলেন! উভয়েই নির্ব্বাক—উভয়েই নিস্পন্দ—উভয়েই স্তম্ভিত!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

“রক্ষা করুন—ক্ষমা করুন—আপনাকে চিন্‌তে পারিনি।”—বলিতে বলিতে দুর্গাদাস পাহাড়ীবাবার চরণতলে পতিত হইয়া দুই পা জড়াইয়া ধরিলেন। তখন ভয় ও বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বহির্গত হইয়া দুর্গাদাসের ভক্তিস্ফীত বক্ষঃস্থল একবারে ভাসাইয়া দিতেছিল। সে

গৃহে তখন দুর্গাদাস ব্যতীত ঘোষাল মহাশয়, অনুকূল, বিমলা, মহামায়া এবং দুর্গাদাসের অন্যান্য ভৃত্যগণ প্রভৃতিও সকলেই উপস্থিত। এই আকস্মিক ঘটনায় প্রবল আনন্দের স্রোতে তখন সকলেই ভাসমান। পাহাড়ী বাবা ধীরে ধীরে দুর্গাদাসকে চরণতল হইতে তুলিয়া কহিলেন—"দুর্গাদাস, আমার নিকট তুমি কোন অপরাধে অপরাধী নও, বরং আমি তোমার নিকট অপরাধী। সে জন্য তোমার কোন ক্ষোভ বা অনুতাপ করবার আবশ্যক নাই। তারা—তারা।"

দুর্গাদাস কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"আপনি স্বয়ং ভগবান—সাক্ষাৎ ঈশ্বর—আপনার আবার অপরাধ কি? আমরা অতি পাপী—অতি নারকী, তাই আপনার কার্য্যে সন্দেহ করেছিলাম—আপনাকেই ভয়ঙ্কর নরাধম মনে করেছিলাম। আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করুন—আপনি নিজগুণে ক্ষমা না করলে আর আমাদের অন্য উপায় নাই।"

পাহাড়ী বাবা শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন—"দেখ বৎস, আমার সম্বন্ধে অমন কথা কখন মুখে এনো না। আমিও তোমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানুষ। তবে কেন আমি তোমাদের এই সকল অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেছিলাম, এখন সেই কথা আজ প্রকাশ করে বলবো। মা বিমলে, তোমার কন্যার মঙ্গলের জন্যেই আমার এই সকল করা। তুমি আমার উপর বিশ্বাস হারিয়েই গোলে পড়ে গেলে। প্রথমেই বলেছিলাম, মা বিশ্বাস হারিও না। যদি সে বিশ্বাস না হারাতে, তাহলে এত কাণ্ড কিছু করতে হতো না। শিবনাথের সে বিশ্বাস ছিল, তাই ন্যায় হ'ক আর অন্যায় হ'ক—আমি যাহা যখন বলিয়াছি, সে তৎক্ষণাৎ তাই করিয়াছে। সে জীবিত থাকলে আমার আর এ সকল কিছুই করবার আবশ্যক হত না। তারা—তারা।"

এই সময় সাশ্রুনয়নে বিমলা গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া করযোড়ে ও গললগ্নীকৃতবাসে কহিল—"গুরুদেব, আপনি ত আমার পক্ষে সাক্ষাৎ ভগবান। আমি কিন্তু আপনার সে মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝতে না পেরে, ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছি—আমার সে অপরাধের কি আর মার্জ্জনা আছে?"

পাহাড়ী বাবা বিমলাকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন—"তোমার কি অপরাধ মা? তুমি একে স্ত্রীলোক—তায় আবার স্বামীশোকে কাতরা। তোমার ঐ একটি মাত্র কন্যা—সেই কন্যাস্নেহের বশীভূত হয়েই, তোমার আমার কার্য্যে সন্দেহ হয়েছিল। এতে তোমার আমি বিশেষ কোন অপরাধ দেখি না।"

এই সময় ঘোষাল মহাশয় ভক্তিগদগদচিত্তে করযোড়ে কহিলেন—"আপনি আমাদের দয়াল প্রভু। আমরা অতি অজ্ঞ, আপনার কার্য্যকলাপ বুঝবার ক্ষমতা আমাদের নাই। এখন দয়া করে সেই কথা—আমাদের বুঝিয়ে দিন—আমাদের ঔৎসুক্য নিবারণ করুন—আমরা বড়ই অধৈর্য্য হয়েছি।"

পাহাড়ী বাবা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"এই বার আমি সেই কথাই বলবো। মহামায়া জন্মিবার পর শিবনাথ আমায় তাহার কোষ্ঠী প্রস্তুত করতে দেয়। আমি কোষ্ঠি প্রস্তুত করতে গিয়ে দেখিলাম—অন্যান্য সকল বিষয়ে কন্যাটি সুলক্ষণযুক্ত বটে, কিন্তু এক বিষয়ে বড়ই অশুভ যোগ। কন্যা নিজে প্রণয়পাত্রের প্রাণহন্ত্রী হবে। কিন্তু অষ্টাদশ বৎসরের পর, সে অশুভ যোগ আর থাকবে না! হিন্দু স্ত্রীলোকের

প্রণয়পাত্র এক স্বামী ভিন্ন আর কেহই হতে পারে না। সুতরাং অষ্টাদশ বৎসর কাল কন্যাটিকে অবিবাহিতাবস্থায় রাখ্‌লে পর, এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আমি নানাপ্রকারে গণনা করে, এই সকল বিষয় স্থির করেছিলাম। জ্যোতিষশাস্ত্র না জান্‌লে—সে সকল কথা তোমরা ভালরূপ বুঝ্‌তে পার্‌বে না বলেই, এ স্থলে আর আমি সে সকল গণনার বিস্তারিত উল্লেখ কর্‌লাম না। শেষে আমি যখন কোষ্ঠীখানি শিবনাথকে দিলাম, তখন শিবনাথ আমায় কোষ্ঠীর ফলাফল জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগিল। ভক্ত শিষ্যের নিকট আমি আর কোন কথা গোপন রাখ্‌তে পার্‌লাম না। কন্যার শুভাশুভের সকল কথাই খুলে বল্‌লাম। শেষে উভয়ে পরামর্শ করে, আমরা এই স্থির করি যে, মহামায়ার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর উত্তীর্ণ না হলে আর, শিবনাথ দেশে ফিরিবেন না। অষ্টাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হলে তখন তিনি দেশে এসে কন্যার বিবাহ দিবেন। হিন্দুর ঘরে এত বড় অবিবাহিতা কন্যা রাখায় পাছে লোকে নিন্দা করে, কিম্বা বিবাহের পূর্ব্বেই পাছে কন্যা কাহাকেও ভাল বাসিয়া ফেলে—এই ভয়ে শিবনাথ অমন নিভৃত পর্ব্বতময় প্রদেশে গিয়ে বাস কর্‌ছিলেন। শিবনাথের মৃত্যুর পর আমি এই জন্যই বিমলার স্বদেশে প্রত্যাগমনের প্রতিকূলাচরণ করি। শেষে মহামায়াও দেশে আস্‌বার জন্য ব্যগ্র শুনে আমি আর বাধা দিতে পার্‌লাম না। তবে অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ হবার পূর্ব্বে যাতে মহামায়ার বিবাহ না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই আমি লোহিয়াকে বিমলার সঙ্গে পাঠিয়ে দি। লোহিয়া এ সকল কথা কিছুই জানে না। তবে সেও মহামায়াকে প্রাণের সহিত ভাল বাসে, আর আমার উপরও তার অন্ধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু লোহিয়াকে সঙ্গে দিয়েও আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌লাম না। কাজেই মহামায়ার মঙ্গলের জন্যই আমায় এখান পর্য্যন্ত আস্‌তে হয়। এসে দেখি—আমি যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই ঘটেছে। অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই মহামায়া অতুলকে ভালবেসেছে, আর উভয়ের বিবাহেরও এক রকম স্থির হয়ে গিয়েছে। সে বিবাহে বাধা দেবার জন্যই আমি অতুলকে নানা রকমে ভয় দেখাই। এই বাড়ীতে এসেই আমি বৈঠকখনায় মৃত্যুবাণ দেখ্‌তে পাই। মৃত্যুবাণের উদ্দেশ্য, কার্য্য ও প্রয়োগ আমি সমস্তই জান্‌তাম। আরো জান্‌তাম যে লোহিয়া সেই মৃত্যুবাণের বিষ প্রস্তুত কর্‌তে জানে। সে বিষের প্রতিষেধক কি—সেটাও আমার জানা ছিল। তখন মহামায়ার ললাট-লিখন খণ্ডাইবার জন্য আমি মনে মনে একটা মৎলব স্থির করি। সেই জন্যই দুর্গাদাস, তোমার নিকট মৃত্যুবাণ ভিক্ষা চাই। তুমি দিতে অস্বীকার হলে, আমার আজ্ঞায় লোহিয়া সেটা চুরি করে নিয়ে যায়। গোপনে গোপনে বিবাহের সমস্ত স্থির—পরদিনই বিবাহ হবে জান্‌তে পেরে, আমি মৃত্যুবাণের বিষ লোহিয়ার দ্বারা প্রস্তুত করাই। মহামায়ার কোষ্ঠীর ফল—সে যাকে ভালবাসে, তারই প্রাণহন্ত্রী হবে। আমি সেই কারণ মৃত্যুবাণ সাহায্যে মহামায়ার দ্বারাই অতুলচন্দ্রকে হত্যা করাই। আমার মোহিনী শক্তিতে অজ্ঞান অবস্থায় মহামায়া সে ভয়ঙ্কর কার্য্য করেছে—সুতরাং সে যে কি করেছে—সে তা কিছুই জানে না। এই হত্যাকাণ্ড অনুকুল স্বচক্ষে দেখেছিল, সেই কারণ আমি যে হত্যা করি নাই—সেটা তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আমার

নিরপরাধ জেনেই অনুকূল আমার পক্ষ অবলম্বন করে। আর মহামায়াকেও সে ভালবাসে, সুতরাং মহামায়া এই হত্যাকাণ্ড স্বহস্তে করেছে—সে কথা সেই ভালবাসার খাতিরেই গোপন করে। শেষে মহামায়ার রক্ষার জন্য নিজের স্কন্ধে সে অপরাধ গ্রহণ করে--নিজের জীবন বিসর্জ্জন দেয়। তার পর সেই হত্যাকাণ্ডের দিনের কথা বলি। সে দিন রাত্রে লোহিয়াকে আমিই এ বাড়ীতে পাঠিয়ে দি। লোহিয়াই কৌশল করে যে ঘরে অতুলের মৃতদেহ ছিল, সেই ঘরের মধ্যে গোপনে লুকিয়ে থাকে। তার পর আমরা দুইজনেই সে লাস চুরি করে নিয়ে যাই। সে চুরির উদ্দেশ্য—অতুলকে জীবিত করা। জ্ঞানকৃতই হ'ক, আর অজ্ঞানকৃতই হ'ক—মহামায়ার ললাট-লিখন পূর্ণ করে, আমি মৃত্যু'বাণ বিষের প্রতিষেধক ঔষধের দ্বারাই অতুলকে বাঁচাই। সে বিষ আঘ্রাণেও মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। লোহিয়া সে দিন রাত্রে সে বিষ রুমালে করে এনেছিল, তার দ্বারাই সেই ঘরের ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে অজ্ঞান করে। সে বিষ একবিন্দুর শতাংশের এক অংশও যদি শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, তবে মানুষের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। কিন্তু আমার নিকট ঐ বিষের যে প্রতিষেধক আছে, তাও যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই পরিমাণে সেই মৃত দেহের মধ্যে প্রবেশ করান যায়, তবে সে বিষের ক্রিয়াকে নষ্ট করে, সে মৃত দেহকে তৎক্ষণাৎ পুনর্জীবিত করে। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হলে আর কোন ফল হয় না। অতুলকে ও অনুকূলকে সেই প্রতিষেধক ঔষধের সাহায্যেই পুনর্জীবিত করেছি। এখন, আমার উদ্দেশ্য সমস্তই তোমাদের নিকট প্রকাশ করলাম। এইবার আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে—আমার কার্য্যও শেষ হয়েছে।"

এই কথা বলিয়া পাহাড়ী বাবা নীরব হইলেন। তখন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সকলেই স্তম্ভিত—কাহার মুখে একটিও কথা শুনিতে পাওয়া গেল না!

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অনেকক্ষণের পর পাহাড়ী বাবা পুনরায় কহিলেন,—"আমার কার্য্য শেষ হয়েছে, আর আমি এখানে অপেক্ষা করবো না। মা বিমলে, এখন তুমি তোমার মনোমত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করে, সুখে সংসার-ধর্ম্ম করো মা। তারা তারা।"

বিমলা তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের চরণে পতিত হইয়া নিবেদন করিল—"গুরুদেব, আপনি উপস্থিত থেকে এই শুভকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, ইহাই আমার শ্রীচরণে প্রার্থনা। আপনি আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ না করলে আমি মনে করবো, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করেন নাই।"

সে কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া পাহাড়ী বাবা কহিলেন,—"দেখ মা, আমার তাতে কোন আপত্তিই নাই, বরং মহামায়ার শুভ পরিণয় কার্য্যে যোগদান করতে পারলে, আমি বিশেষ সুখানুভবই করবো। তবে এক কথা—আমার উপর এদেশের প্রায় সমস্ত লোকই বীতশ্রদ্ধ, এমন কি অধিকাংশ লোকই আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখে। তার জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, তবে এ অবস্থায় আমার এক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য নয়, বিবেচনা করেই আমি বিদায় চাচ্ছি। আমার ভয়—পাছে আমার জন্য তোমাদের কোন অমঙ্গল হয়। তারা—তারা।"

এতক্ষণের পর স্তম্ভিত দুর্গাদাসের পুনরায় বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। দুর্গাদাস উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—"আপনি সর্ব্বমঙ্গলময়। আমরা কেহই এতদিন আপনাকে চিন্‌তে পারি নাই। আপনার জন্য আমাদের অমঙ্গল! বরং আপনি উপস্থিত থাকলে আমাদের আর কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাক্‌বে না। আমি আমার নিজের দৃষ্টান্তে বল্‌তে পারি—কাল আমি আপনাকে এক জন ভয়ঙ্কর নারকী মনে করেছিলাম, কিন্তু আপনার মুখে সকল কথা শুনে সেই আমি আজ আপনাকে স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ বলে মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ সকল কথা যখন প্রকাশ হবে, তখন আমার ন্যায় সকলেই আপনাকে সেইরূপ ভাববে। তখন ঘৃণার পরিবর্ত্তে আমার ন্যায় তাদেরও শ্রদ্ধাভক্তির সীমা থাক্‌বে না।"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে পাহাড়ী বাবা কহিলেন—"আমিত কাহার শ্রদ্ধা ভক্তি চাই না—বরং ঘৃণাই ভালবাসি। লোকের শ্রদ্ধা ভক্তিতে অনেক সময় আমার নিজের কার্য্যের বিঘ্ন ঘটে। ঘৃণায় বরং সেরূপ বিঘ্নের সম্ভাবনা থাকে না। যে সাধনা আরম্ভ করেছি, তাতে সিদ্ধিলাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য—লোকের ঘৃণাই সে সিদ্ধি লাভের সুগম পথ, শ্রদ্ধাভক্তি বরং সে পথের অন্তরায়, সুতরাং সে শ্রদ্ধা-ভক্তিতে আমার লাভ কি বাবা? তারা—তারা।"

দুর্গাদাস কিছুক্ষণ পাহাড়ী বাবার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন—"বুঝেছি—আপনি শ্রদ্ধা-ভক্তিরও অতীত। সেই জন্য আপনাকে হঠাৎ এভাবে ছেড়ে দিতে আমাদের প্রাণ কাঁদ্‌ছে। অন্ততঃ মহামায়ার বিবাহ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

এই সময় ঘোষাল মহাশয়ও করযোড়ে বিনীত ভাবে কহিলেন—"প্রভু, এ আপনার কিরূপ ছলনা? এতদিন এখানে যে ভাবে কাটালেন, তাতে আমরাত কোন্ ছার—অনেক সাধু লোকেও আপনাকে চিন্‌তে পারেন নাই। আমার দুর্গাদাস বাবাজী আপনাকে যদি চিন্‌তে পেরে থাকে, তবে ভালই; কিন্তু আমিত এখনও আপনাকে কিছুই চিন্‌তে পারি নাই। যখন ধরা দিয়াছেন, তখন চিনিয়ে দিতে যেতে হবে। এই আমি আপনার চরণ ধরে পড়ে রইলুম, যেদিন চিন্‌তে পার্‌বো, সেই দিন শ্রীচরণ ছাড়বো। নইলে প্রাণ থাক্‌তে এ শ্রীচরণ ছাড়বো না। এখন কি করে আপনি চলে যান, তাই দেখ্‌বো।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঘোষাল মহাশয় সজোরে একবারে পাহাড়ী বাবার পা জড়াইয়া ধরিলেন। পাহাড়ী বাবা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সে পা ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন পাহাড়ী বাবা বলিলেন—"যখন তোমাদের এরূপ দৃঢ় সংকল্প, তখন তাই হবে। আচ্ছা, মহামায়ার বিবাহ পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা কর্‌বো। কিন্তু সে শুভ কার্য্যের আর কাল বিলম্ব কর্‌লে চল্‌বে না। আজ রাত্রি দুই প্রহরের পর বিবাহের উত্তম লগ্ন আছে, আজই সে শুভকার্য্য নিষ্পন্ন কর্‌তে হবে। তোমরা এখনই তার উদ্যোগ কর।"

পাহাড়ী বাবার মুখে এই কথা শুনিয়া বিবাহের আনন্দে ঘোষাল মহাশয় পাহাড়ী বাবার পা ছাড়িয়া দিয়া একবারে লাফাইয়া উঠিলেন। পাহাড়ী বাবাও তখন সে চরণবন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইয়া যেন বিশেষ সুস্থবোধ করিলেন এবং প্রফুল্লমুখে পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"আর এক কথা। আমার বিশেষ অনুরোধ এ সকল কথা যতদূর সাধ্য তোমরা গোপন রাখ্‌বে।

অন্ততঃ আমার উপস্থিতি পর্য্যন্ত—এই কয়েক ঘণ্টা যাতে এ বাড়ীর লোক ব্যতীত অন্য কেহ অতুল ও অনুকূলের জীবন লাভ ও এই বিবাহের কথা জান্‌তে না পারে, সে পক্ষে বিধিমতে চেষ্টা পাইবে। সুতরাং এ বিবাহে অন্য আত্মীয় স্বজন আজ আর কাহাকেও নিমন্ত্রণ কর্‌বার আবশ্যক নাই। আমি চলে গেলে তোমরা তখন ইচ্ছামত বিবাহের আনন্দ উপভোগ করিও। তারা—তারা।"

পাহাড়ী বাবার এই অনুরোধ গুরুদেবের আজ্ঞাস্বরূপ পালন করিতে উপস্থিত সকলেই স্বীকৃত হইল। দুর্গাদাস, ঘোষাল মহাশয়, বিমলা ও অন্যান্য সকলেই তখন বিবাহের উদ্‌যোগে কার্য্যান্তরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। অনুকূলকেও যাইতে দেখিয়া পাহাড়ী বাবা তাঁহাকে ইঙ্গিত দ্বারা অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সকলে চলিয়া গেলে পর, তিনি অনুকূলকে কহিলেন—"বৎস, তোমার জন্যই আমার মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। তোমাকে সুখী কর্‌তে পার্‌লেই আমি নিজে সুখী হতাম। তুমি যেরূপ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, তাতে তোমাকে আর কি বুঝাইব? এ সংসারে এক জনের কষ্ট না হলে অপরের সুখ হয় না। আর যখন মহামায়া অতুলেরই অনুরাগিণী, এবং তার আত্মীয়-স্বজন তারই সহিত বিবাহের পক্ষপাতী, তখন তুমি নিজে তোমার চিত্ত-সংযম না কর্‌লে আর অন্য উপায় কি আছে? মহামায়ার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভালবাসার কথা স্মরণ করেই আমি চিন্তিত হয়েছি। যে ভালবাসার খাতিরে তুমি জীবনবিসর্জ্জন দিতে পেরেছ—সেই ভালবাসার খাতিরে তুমি অনায়াসেই স্বার্থত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারা—তারা।"

পাহাড়ী বাবার কথা শেষ হইতে না হইতে অনুকূল উত্তর করিলেন—"পাহাড়ী বাবা, আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্য্যামী। আপনার স বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে আমি প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌বো। যে মহামায়াকে কলঙ্কের হাত হতে রক্ষা কর্‌বার জন্য নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে, সে কি মহামায়ার সুখের জন্য তুচ্ছ স্বার্থত্যাগে পরাঙ্মুখ হবে?"

পাহাড়ী বাবা এই উত্তরে আনন্দিত হইয়া কহিলেন—"তোমার কথা শুনে বড়ই সন্তুষ্ট হলাম। আশীর্ব্বাদ করি, শীঘ্র তোমার এ মনোকষ্ট দূর হ'ক—তুমিও সম্পূর্ণ সুখী হও। তারা—তারা।"

বিস্মিতনেত্রে পাহাড়ী বাবার মুখের প্রতি চাহিয়া অনুকূল কহিলেন—"আমার আবার কিসের মনোকষ্ট? আমি অসুখী কিসে? পাহাড়ী বাবা, এতক্ষণে বুঝ্‌লাম—আপনি অন্তর্য্যামী নন্। অন্তর্য্যামী হলে নিশ্চয়ই জান্‌তে পার্‌তেন, আপনি অতুলকে জীবন দান করে আমায় কি সুখী করেছেন। অতুলকে পেয়ে যখন মহামায়া সুখী হয়েছে, তখন আমারও সুখের সীমা নাই। এখন আর আমার সে স্বার্থপর ভালবাসা নাই, এমন মহামায়ার সুখেই আমার সুখ।"

এই সময় ঘোষাল মহাশয় সেইখানে দৌড়িয়া আসিয়া কহিলেন—"ভাই অনুকূল, আমি তোমায় সুখী কর্‌বো। মহামায়ার অপেক্ষাও সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমি তোর বিয়ে দেবো।"

ঈষৎ হাসিয়া অনুকূল উত্তর করিলেন—"ঠাকুর-দা, আপনি ভুল বুঝেছেন। এ জীবনে আমি আর বিবাহ কর্‌বো না। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন এ প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌তে পারি।"

এ কথায় ঠাকুর দাদার মাথায় যেন একটা বজ্রাঘাত হইল! বজ্রাহতের ন্যায় তিনি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! তার পর বিস্ময়বিজড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন—"সে কিরে ভাই! বিয়ে কর্‌বি না—এমন কথা কখন মুখে আনিস্‌-নে। বিয়ে তোকে কর্‌তেই হবে। আমি তোর জন্যেও খুব ভাল ক'নে ঠিক্ করে রেখেছি। আমি জোর করে তোর বিয়ে দেবো।"

অনুকূল বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—"ঠাকুর-দা, পরোপকার করাই আপ্‌নার কাজ। আপ্‌নি জোর করে বিয়ে দিলে আমার অপকার করা হবে। আর আপ্‌নি যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন, তারও কিছু উপকার হবে না।"

ব্রাহ্মণ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন—"পরোপকার কিরে ভাই! পরোপকার কাকে বলে তাত আমি জানি না। আমি ত নিজেরই উপকার করি।

অনুকূল কহিলেন্—"নিজের উপকার। পরোপকারের সময় আপ্‌নি নিজেকেই ভুলে যান।"

এই সময় পাহাড়ী বাবা ঘোষাল মহাশয়ের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—"এ ব্রাহ্মণ পরোপকারী বটে। আর বিশেষতঃ বিবাহ কার্য্যে ইহাঁর বড়ই উৎসাহ দেখ্‌তে পাই। তুমি বিবাহ কর্‌বে না শুনে ব্রাহ্মণ বড়ই মর্ম্মাহত হয়েছেন। তারা—তারা।"

অনুকূল একবার ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া পাহাড়ীবাবাকে কহিলেন—"দেখুন পাহাড়ীবাবা, কেবল বিবাহ কার্য্য নয়, লোকের বিপদে ও সম্পদে বুক দিয়ে পড়াই এখন এঁর একটা ভয়ঙ্কর রোগের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। তবে বিপদের সময় এঁকে ডাক্‌তেও হয় না—একবার কাণে শুন্‌তে পেলেই হলো। তবে সম্পদের সময় এঁকে না ডাক্‌লে, ইনি কারু বাড়ী যান না।"

তার পর ঠাকুর দাদার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"তা ঠাকুর-দা, আমি আপনার মনে কষ্ট দেবো না, আমি বিবাহ কর্‌বো।"

ঠাকুর দাদা অমনি বগল বাজাইয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন—"ভাল মোর ভাই রে! তুমি বেঁচে থাক—চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাকো।"

অনুকূল তারপরেই কহিলেন—"কিন্তু ঠাকুর-দা, তোমার পছন্দ করা ক'নে বিয়ে কর্‌বো না। আমি আমার নিজের পছন্দ করা ক'নে বিয়ে কর্‌বো।"

অনুকূলের এ প্রস্তাবে ঠাকুর দাদা কহিলেন—"তা ভাই, এ তোমার দোষ নয়—এটা কালের স্বধর্ম্ম। তা এতে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে ক'নে পছন্দ হলেই আমি যেন সে সংবাদটা পাই। আর কবে মরি—কবে বাঁচি, সে শুভকার্য্যে বেশী দেরী যেন না হয়।

অনুকূল তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"আমার ক'নে পছন্দ হয়ে আছে। চাই কি—আজই এক সঙ্গে দুই শুভ কাজ হয়ে যেতে পারে।"

ব্রাহ্মণ [illegible] আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। গণ্ডস্থল বহিয়া ব্রাহ্মণের আনন্দ-অশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল। আনন্দে গদগদ কণ্ঠে কহিলেন—"কে সে ক'নে আমায় তবে শীগ্‌গির বল্‌নারে ভাই।"

হাসিতে হাসিতে অনুকূল কহিলেন—"সে ক'নে অন্য কেউ নয়—আমার ঠান্‌দিদি—আপনারই স্ত্রী।"

ব্রাহ্মণ বড় আশায় নৈরাশ হইলেন।

অনুকূল এইবার গম্ভীরভাবে কহিলেন—"ঠাকুর-মা, এখন বুঝেছেন—আমার মনের ভাব। আমার বিবাহের কথা আর কখন তুলবেন না।"

ব্রাহ্মণ একবার মাত্র ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টি করিয়া অনুকূলের মুখের দিকে চাহিলেন। র পর কহিলেন—"তুলবো না কিরে ভাই? যদি তোর ঠান্‌-দিকে বিয়ে করলে তুই সুখী হস্, তাতেও আমি রাজী।"

এই সময় দুর্গাদাস কোথা হইতে আসিয়া কহিলেন—"বাবা অনুকূল, এই বাড়ীঘর বিষয়সম্পত্তি—আমার যা কিছু আছে, এ সমস্তই আমি তোমায় দান করছি। অতুল আমার উত্তরাধিকারী হলেও, এ সকল তোমার।"

ঈষৎ হাসিয়া অনুকূল কহিলেন—"জ্যেঠা মহাশয়, আমায় ক্ষমা করবেন। আপনার এ দান আমি গ্রহণ করবো না। যে ব্যক্তি বিবাহ করবে না—যে সংসারী হবে না, তার বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তিতে কি দরকার? আপনার আশীর্ব্বাদে আমার একটা পেটের কিনারা আমি স্বচ্ছন্দে করতে পারবো।"

সকলে বিস্মিত হইয়া অনুকূলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে দুর্গাদাস কহিলেন—"এত আমার দান নয়, এ সমস্ত তোমারই পৈত্রিক সম্পত্তি। এতদিন তুমি ছেলে-মানুষ ছিলে বলে, আমি তোমার বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেছি মাত্র। এখন তুমি বড় হয়েছ, আর আমারও বয়েস হয়েছে, তাই এখন তোমার বিষয় তোমায় বুঝিয়ে দেবো মাত্র।"

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে অনুকূল কহিলেন—"জ্যেঠা মহাশয়, আপনার যা কিছু আছে, আপনি মহামায়াকে দান করবেন, মহামায়া পেলেই সে আমার পাওয়া হবে।"

কথা কয়েকটি বলিয়াই অনুকূল আর সেখানে রহিলেন না।

* * *

সেই রাত্রে শুভলগ্নে মহামায়ার সহিত অতুলচন্দ্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। মহামায়াই তাঁহার পিতৃসম্পত্তি ও দুর্গাদাসের সম্পত্তি—এই উভয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইল। বিবাহের পরই পাহাড়ীবাবা কোথায় অন্তর্দ্ধান হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনুকূলচন্দ্রেরও আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সম্পূর্ণ।